ডাকের কথা।

ধর্ম্ম ও অর্থ।

মাতা ও পুত্রে কথোপকথন।

ডাকের প্রশ্ন।

কেন মা চঞ্চলা এত।
বল না মা মনো গত ॥
যদি ব্যস্ত হোলে যে মা অন্যে পুত্রে মরি।
মনে মনে ভেবে কি মা মন যোগাতে পারি?
শান্ত হও, ব্যস্ত কর, হেথা সেথা গিয়ে।
ঘরে বোস, পূজো করি ফুল চন্দন দিয়ে ॥
পাঁজা পুঁথি খুলে বল কি কোর্ত্তে হবে।
মায়ে পোয়ে মিল থাকলে বুদ্ধি চলে তবে

মাতার উত্তর।

চঞ্চল কি আমি হই,
স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা নই

আমার হাতে কত কাজ, হিসেব দেব কত।
দেখ, শুনো, ভোগো যত, সবই আমা কৃত ॥
কার্য্য হেতু ফির্ত্তে হয় নানা ছলে কলে।
আমার কি তাতে কখন্ ঠাণ্ডা হোলে চলে ॥
পরের কাজের ভার লয়েছি, নিজের কাজ নয়
কেমন করে বোসে থাকি, নিকেশ দিতে হয় ॥
আমার হোয়ে তুমি যদি নিকেশ দিতে পার।
ঠাণ্ডা হোয়ে বোসি, পূজা কর বা না কর।
ডাকের কথা এই বারেতে গোলযোগ ভারি
কিন্তু যদি তুমি বল, কি না আমি পারি ?

মাতা।

উপায় স্বপায় কল্লিনাক, ঠায় রোইলি বোসে।
এত সাধের ঘর কন্না, ভাসিয়ে দিলি শেষে ?

ডাক।

উপায় কোল্লে ধর্ম্ম নষ্ট।
ধর্ম্ম থাকিলেই যথেষ্ট ॥
ঘর কন্না যাক্ থাক্, ক্ষতি তাতে নাই।
আশীর্ব্বাদ কর তুমি, হরি যাতে পাই ॥

মাতা।

ঘর কন্না ছেড়ে গেলে কে কোথায় থাকি।
হরি পেলে হরি নিয়ে ধুয়ে খাবি না কি ?

টাকাতে পড়ুক চোখ, আশীর্ব্বাদ করি।
তোরই তাতে ভাল, আমি বাঁচি আর মরি॥

ডাক।

ও রকম আশীর্ব্বাদ, মা হোয়ে কি করে!
সহ্য করা যায়, যদি বলে কেউ পরে॥
ধর্ম্মই প্রধান ধন, জগতের সার।
ও রকম কথা তুমি, বলিও না আর॥
ধুয়ে খাই, তুলে রাখি, গলাতেই পরি।
সে খোজ তোমার কেন, হরি হরি হরি॥

মাতা।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম বোল্‌ছিস্ যে? ধর্ম্ম বলে কাকে?
ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে খালি জ্বালিয়ে মেলি মাকে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত বল্, অর্থ বিনে নাই।
যত থাকে না থাকে, বা অর্থ থাকা চাই॥

ডাক।

তুমি যদি জ্বলো, আমি কি করিব তার।
বিফল জনম তার, ধর্ম্ম নাই যার॥
ধর্ম্ম মানে—নিজে যাতে সদানন্দে থাকি।
অথচ আনন্দে ধরা মত্ত কোরে রাখি॥
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি রয়।
বেশী কি বলিব, ধর্ম্ম দয়াতেই হয়॥

দয়ালু হবার তরে চেষ্টা তাই করি।
বাঁচি মরি ক্ষতি নাই, যা করেন হরি॥

মাতা।

নিজে সদানন্দে থাক্, তাতে নাই দোষ।
পরকে সন্তোষে রাখ্, তাতেও সন্তোষ।
কিন্তু যত সন্তোষের মূল হোলো টাকা।
টাকার জোরেতে টিকে সংসারেতে থাকা॥
দীন দরিদ্র দেখে যদি দয়া মনে হোলো।
পয়সা দিতে না পাল্লোই দয়া পোচে গেল॥

ডাক।

পোচে যাবার বস্তু নয়।
মন থাক্‌লেই ধর্ম্ম হয়॥
তবে যদি বড় কেউ করে পিড়াপিড়ি।
কথায় তুষে পাঠিয়ে দিব অন্য লোকের বাড়ি॥

মাতা।

কথায় সন্তোষ বটে বড় লোকে হয়।
গরিব কাঙ্গাল শুধু কথাতেই নয়॥
মুখের মিষ্টির চেয়ে মিষ্টি বটে নাই।
কথাতে ভিজে না চিড়ে, দই দেওয়া চাই।
কথা শুনে সুখী হয় রসালো যে জন।
তাদের কথায় তোর নাহি প্রয়োজন॥

সর্ব্বদা বিরস যারা অর্থের অভাবে।
তাদের কথাই সদা সুপুরুষে ভাবে॥
কাঙ্গাল গরিবে যার না গাইল যশ।
ধরাতলে এসে তার কিসের পৌরুষ?
কামনা করে কি কেউ সে ছেলের তরে।
সে রকম ছেলে হোলে পিতৃলোক তরে?

ডাক।

পিতৃলোক তরিবার বেশ যুক্তি আছে।
ধর্ম্মের বাতাসে তারা বাহু তুলে নাচে॥
টাকার কথায় তাঁরা অসন্তোষ ভারি।
সে কথাতে সূক্ষ্ম দেহ, কোরে তুলে ভারি॥
বংশেতে যদ্যপি কেহ, ধর্ম্ম কথা কয়।
তাঁহাদের তনু হয় লঘু অতিশয়॥
নেচে কুঁদে উঠে যান স্বর্গধামে চোলে।
নেবে আসে বংশে কেউ, অর্থ প্রিয় হোলে॥
সাধে কি ধর্ম্মের এত সমাদর করি।
ধর্ম্মই সবার মূল—হরি হরি হরি!

মাতা।

গুলে খেয়ে হরি, তুই বোসে থাক্ ঘরে।
দেখ্‌দেখি কেবা তোর সমাদর করে॥

কিম্বা কে বা এসে তোর উঠন মাড়ায়।
হয় ত পাগল বোলে ধুলো দিবে গায়॥
আর, 'মুড়ি মুড়্‌কি দেবো' বোলে, ঢ্যাঁড়া যদি দিস্।
গাংযাত্রী বৈবে এখন্ চোখে দেখে নিস্॥
ঢেকে যাবে গুরুতর দোষ যদি থাকে।
পবিত্র হইবে দেশ তোর নাম ডাকে॥
তাই বলি, ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বোল।
'টাকা টাকা' বল্, যাতে দেশের মঙ্গল॥

ডাক।

দেশের মঙ্গল যদি টাকাতেই হয়।
সে কাজ হবার তবে আমা হোতে নয়॥
পবিত্র যদ্যপি হয়, টাকাতেই দেশ।
তা হোলে সে দেশ নয়, জঙ্গল বিশেষ॥
কিম্বা তাকে ধর তুমি অতল সাগর।
হীরা মুক্তা মিলে খুব ডাগর ডাগর॥
দেশের মঙ্গল জানি, সাধু হোলে দেশে।
সবারে পবিত্র করে ধর্ম্ম উপদেশে॥
আসিবে না কাছে কেহ—ওটা তব ভ্রম।
উপস্থিতে ভেবে দেখ, কপিল আশ্রম॥
লোক জন কেহ নাই, বোসে আছে মরে।
তবু কত যাত্রী যায় নৌকা ভাড়া কোরে॥

জীবিত ছিলেন যবে অবনী মাঝারে।
না জানি যে কত লোক যেতো তাঁর দ্বারে ॥
তাঁহার ছিল না কিছু টাকা বিতরণ।
টাকা দিয়ে কোরে যেতো তাঁকে দরশন ॥
পাগল এ হেন জনে মানুষে কি বলে।
তবে তারা বলে, যারা চারি পায়ে চলে ॥
তাই বলি, ও সকল বাজে কথা ছাড়।
কথা যদি কও, তবে অন্য কথা পাড় ॥

মাতা।

ভাল, তবে তোরি কথা ধোরে আমি বলি।
বুঝে দেখ, তুই কিম্বা চারি পায়ে চলি ॥
আমাকে তুষিতে যদি অক্ষম নোস্।
জগৎ মাতাবি তুই, কি সাহসে কোস্ ॥

ডাক।

টাকাতে ধর্ম্মেতে ঠিক, বিপরীত ভাব।
টাকা টাকা করে, যার অন্তজ্ স্বভাব ॥
অসন্তোষ থাক যদি টাকা চেয়ে চেয়ে।
তবে তুমি কোন অর্থ-পিশাচের মেয়ে ॥
টাকাটাকে বড় বোলে, ভাবে যার বাপ।
তাঁহাকে তুষিতে গেলে ওর্শে যাবে পাপ ॥

বলিব উচিত কথা, মরি আর তরি।
যা থাকে তা হবে ভাগ্যে, হরি হরি হরি॥

মাতা।

নিজের আনন্দ কিম্বা, পরের আনন্দ।
যত কিছু বল, খালি টাকার সম্বন্ধ॥

ডাক।

ইহ লোকে বটে, খালি টাকার সম্বন্ধ।
ইহ পরকালে ভোগ, ধর্ম্মের আনন্দ॥
টাকা লয়ে অবনীতে আসা কিছু নয়।
রেখে যেতে হবে শেষে যাবার সময়॥
ধর্ম্ম লয়ে আসা গেছে, যেতে হবে লয়ে।
রেখে যেতে হবে তবু ধর্ম্ম কথা কয়ে॥
নিজের পরের তরে চেষ্টা তাই করি।
টাকা টাকা মিছে কথা,—হরি হরি হরি॥

মাতা।

আমারি উপরে তোর দৃষ্টি যদি নাই।
কি কোরে বলিস্, সবে সমদৃষ্টি চাই॥

ডাক।

তোমার উপরে যদি না থাকিত দৃষ্টি।
তা হোলে যে বলিতাম, টাকাটাই মিষ্টি॥

নতুবা কি বলিতাম, মহাধন ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম রক্ষা কর মা গো, ছেড়ে সব কর্ম্ম ॥
তবু যদি বল, মোর দৃষ্টিপাত নাই।
কি কহিব বাছা, তুমি যা বলিবে তাই ॥
টাকাটাকে ছোট বোলে, চিরকাল ধরি।
ছেড়ে দাও ও কথাটা,—হরি হরি হরি ॥

মাতা।

দয়ালু যে হোতে চাস্, তাই তোর কই ?
আমি কি দয়ার পাত্রী কিছু তোর নই ?

ডাক।

তোমার উপরে দয়া করিতে কি আছে ?
তোমারি কৌশলে এসে, পোড়েগেছি প্যাচে ॥
তথাপি তোমার প্রতি দয়া খাট কই।
নিঠুর তোমার প্রতি কখনই নই ॥
তবে দয়া করিবার, আছে এক রীতি।
সমভাবে দয়া নয় সকলের প্রতি ॥
কারো প্রতি দয়া কোরে, দিতে হয় জেল।
কাহারো মাথায় ঢেলে দিতে হয় তেল ॥
ছেলেদের প্রতি আমি দয়া করি যাই।
কথায় কথায় তাই চাবুক লাগাই ॥

তোমার উপরে যাই, দয়া কোরে থাকি।
তাতেই তোমাকে এত, আড়ে আড়ে রাখি॥

মাতা।

জিজ্ঞাসা করিনু তোকে, ধর্ম্ম বলে কায়।
ধর্ম্ম ছেড়ে দয়া এনে ফেলে দিলি তায়॥
যা কিছু বলিলি, তাও বুঝিবার নয়।
ধর্ম্মের দৌলতে লোক সদানন্দ হয়॥
ওই নাকি হোলো তোর, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।
তাতেই টাকার প্রতি, এত হেয় জ্ঞান ?

ডাক।

ধর্ম্ম লয়ে ধরাতলে ভারি গোল মাল।
হোয়ে আসিতেছে, প্রায় চারি যুগ কাল॥
নানা লোকে নানা মতে ব্যাখ্যা করে ধর্ম্ম।
বিবিধ প্রকারে তাই চলে ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
তাহার প্রকৃত অর্থ বলাটা কি সোজা ?
না বলিলে তোমার পক্ষে, সোজা সেটা বোঝা ?
নারী জাতি, বুঝিবার ক্ষমতা ত নাই।
দয়ার দোহাই দিয়ে বোলে দিছি তাই॥
চটো তুমি, চোটে যাবে, সে ভয় কি করি।
মুখে এলো, বোলে দিনু,—হরি হরি হরি॥

মাতা।

তোর মত আমি কিছু বুঝিতে কি ভাবি ?
আমি যে কেমন মেয়ে পরে টের পাবি ॥
ভেবেছিস্ বুড়ো বেটী, মিছে বোকে মরে।
শিক্ষা দিয়ে থাকি আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে ॥
তুই ত বালক অতি, বুদ্ধি কত তোর।
আমার কাছেতে তোর কিসের গুমোর ॥
জগতে বুঝিতে বাকি কি আছে আমার।
তবে সে জানিতে চাই, তোতে কত ধার ॥
তাও যদি চেপে গেলি নারী জ্ঞান কোরে।
জিজ্ঞাসা করিব পরে নর রূপ ধোরে ॥
ধর্ম্ম ব্যাখ্যা বুঝিবার শক্তি যদি নাই।
তবে কেন বলি তোকে টাকা আগে চাই ॥

ডাক।

তাতেই বুঝেছি যত বুঝিবার শক্তি।
আরো যদি বল, আরো বেড়ে যাবে ভক্তি ॥
যত শিক্ষা দাও তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে।
আমিও কেমন ছেলে বুঝে নিও পরে ॥
সকলি বুঝিতে যদি জগতের পার।
আমাকে বালক বোলে কি হিসাবে ধর ॥

যদিও দেখিতে আমি বালক আকার।
প্রাচীন বালক আমি আদি সবাকার॥
তোমার কাছেতে বল শিক্ষা যারা পায়।
আমার তেমন কত লেগে আছে গায়॥
বুঝিবার থাক্ তব যতই ক্ষমতা।
নারী জাতি কি বুঝিবে পুরুষের কথা॥
তবে যে বলিলে তুমি নর হোতে পারি।
উপস্থিতে ও কথা ত অসম্ভব ভারি॥
তবে যদি বুঝি কভু ও কথার মর্ম্ম।
ভেঙ্গেচুরে বোলে দেবো কাকে বলে ধর্ম্ম॥
নারী জাতি হীন বুদ্ধি এই জ্ঞান করি।
টাকা টাকা করে তাই,—হরি হরি হরি!

মাতা।

ছেড়ে দিয়ে ও সকল গাঁজাখুরি কথা।
চেষ্টা কোরে দেখ দুটা টাকা পাস্ কোথা॥
টাকা নাড়া টাকা চাড়া পুরুষের কর্ম্ম।
হরি হরি ধর্ম্ম নয়—টাকা টাকা ধর্ম্ম॥
চালচুলো নে বোসে আছিস্ উদাসীন নয়।
অতিথ্ ফকির্ এলে পরে টাকা দিতে হয়॥

ডাক।

ধরাতলে ধনী বোলে ধরা পোড়েছে যারা।
অতিথ্ পথিক এলে পরে টাকা দেবে তারা ॥
আমি যখন্ পৃথিবীতে বেঁচে আছি ম'রে।
আসে ত ফিরিয়ে দিব স্তবস্তুতি কোরে ॥
ওর মধ্যে বিধাতারও কল্ একটু আছে।
মৌমাছি কি বসে গিয়ে পুষ্পহীন গাছে ?

মাতা।

ও কথাটা শুনে তোর অন্যে সুখ পাবে।
বিশেষতঃ যারা তোকে শত্রু বোলে ভাবে ॥
অতিথ বিমুখ যদি হোলো তোর কাছে।
ওকথা কি কানে শুনে মা'র প্রাণ বাঁচে ॥
কিম্বা যদি তোকে এসে না ধরিল কেহ।
বিফলে যে গেল তোর জননীর দেহ ॥

মাতা।

কত কষ্টে বড় কোরেছি, কত আসা ক'রে।
ধরায় আমি ধন্য হবো, তোমায় পেটে ধোরে ॥
গুণে, জ্ঞানে, ধনে, মানে বাড়্‌বে কুলে শীলে।
দশ জনেতে মান্‌বে আমায়, রত্নগর্ভা বোলে ॥
লেখা পড়া শিখিয়ে দিছি, আঁতে দাঁতে ম'রে।
সব ঘুচিয়ে দিলি আমার, হরি হরি কোরে !

ডাক।

ঐ রোগেতেই তুমি মোরেছ।
প'ড়তে গিয়েই কাল কোরেছ॥
মুর্খ কোরে রাখ্‌তে যদি চোকে ঠুলি দিয়ে।
টাকায় তোমায় ডুবিয়ে দিতাম দেশ বিদেশে গিয়ে॥
সাধ ক'রে কি বিষয় আশয় তুচ্ছ জ্ঞান করি।
পড়ার প্রধান গীতা পোড়ে সার করেছি হরি॥

মাতা।

কোন কালে ত কেউ করে না গীতা আলোচনা।
তোমার তরেই হোয়ে এসেছে, নূতন রচনা?
তুমি আমার গীতা পোড়ে হোয়ে বোসেছ হরি।
তাতেই আমি এবয়সে রেঁধে বেড়ে মরি॥
গীতার কথা ঢের শুনেছি আমার বাপের কাছে।
সৎপুরুষের লক্ষণ তায় খুলে লেখা আছে॥
ধনীর ঘরে জোন্মে কেহ ধর্ম্ম প্রচার করে।
জ্ঞানীর ঘরে জোন্মে কেহ ধনী হয় পরে॥
শুণের নিয়ম সবাই জানে তিন চেরেতে বার।
চারি তিনেতেও বার হয় যে দিক দিয়ে ধর॥
বলে কিন্তু সকল দিকেই ধনটা থাকা চাই।
ধন নাই যার ধরাতলে, ধর্ম্মও তার নাই॥

ডাক।

তোমার বাপের কথা গুলি সব তুলে রাখ।
আমার বাপের কথা গুলি মনে বুঝে দেখ॥
"ধন দৌলৎ কেউ কখন চেষ্টা কর্ত্তে নাই।
মনে জ্ঞানে আমি হ'তে চেষ্টা করা চাই॥
ধনের তরে হই না আমি আমার তরে ধন।
আমি হোলে টাকা কড়ি হোতে কতক্ষণ"॥
আগে আমি আমি হব পিতার কথার ভাবে।
তা বৈ তোমার বাপের কথা পরে দেখা যাবে॥
তোমার বাপের কথাগুলি বাঁকা বাঁকা বুঝি।
আমার বাপের সোজা কথা মানি সোজাসুজি॥

মাতা।

হোস্ হোবি তা পরে হবি, আমি থাকতে নয়।
ঐ ক'রে সে উড়িয়ে গেছে অর্থ সমুদয়॥
আমার কথা শুনে চল, প্রাণে সুখ পাবি।
তার কথা সব শুন্‌তে গেলে, অধঃপাতে যাবি॥
তার কথা যে শুনে, তার সকল দিক নষ্ট।
ইহ কালেও কষ্ট তার, পর কালেও কষ্ট॥

দ্বিতীয়বার।

তার কথা সব মনে হলে, জলে উঠে হিয়ে।
শীত কাল্‌টা কাটিয়ে দিত, বুকে হাত দিয়ে॥

ছাতা, যুতো কর্‌তো যদি, হতো না কি তায়।
বলিলে বলিত ওকি 'হিঁদুর ব্যাভার' ॥
মাছের মুড়ো পাতে দিলে দিত আমায় গাল।
তোয়াজ কোরে খেত ভাতে, থ্যাঁশারির ডাল ॥
পাশ পেড়ে কৈ নিদ্রা যেতে, দেখি না ত ভুলে।
ব'সে ব'সে কাটিয়ে দিত, ঢুলে ঢুলে ঢুলে ॥
মাঝে মাঝে কে জানে কি ব'লত ঠারে ঠোরে।
"ঘোড়া হলে ভাবতে হয় কি চাবুকের তরে" ॥
সাংসারিকের কত সাধ কত সখ্ থাকে।
এক সখেতেই কাটিয়ে গেছে "অর্থ বলে কাকে"।
সদ্বৃত্তির অর্থ আর সুখাদ্যের রক্ত।
দুই যেখানে বজায় থাকে, তাকেই বলে ভক্ত ॥"
তাও হবেনা, এও হবে না, মর্‌বি জ্বলে পুড়ে।
আমার কথা শুনে চল, মান্‌বে জগৎ জুড়ে ॥
বিশেষতঃ আমি তোর মহা গুরু মাতা।
সুখ পাবি কি ধরা তলে ঠেলে আমার কথা ?

ডাক।

যে গুলি তাহার তুমি দেখাইলে দোষ।
তাতে যে হলেম আমি, অধিক সন্তোষ ॥
দোষ নয় সে প্রধান গুণ মরি হায় হায়।
বহু পুণ্য ফলে লোক তেমন পিতা পায় ॥

বিদেশেতে পড়ে থাকতেম সব জান্‌তেম কই।
তেমন পিতার পুত্র হবার যোগ্য আমি নই॥
কিন্তু যখন হয়ে পড়েছি তপস্যার জোরে।
চল্‌তে হবে তাঁরি কথা, রক্ষা আমার কারে॥

দ্বিতীয় বার।

মার কথা শুনে যদি, ঘরে থাকতো রাম।
কে ঘুচাত বল দেখি, রাবণের নাম॥
মায়ের কথা শুন্‌তো যদি শ্রীমন্ত বেনে।
কে দিত পিতাকে তার, পাটন হতে এনে॥
কৈকেয়ী কি না করেছে, ভরতের তরে।
তবে কেন রৈল না সে অযোধ্যা নগরে॥
আর ও হেন পিতৃ ভক্ত ছিল অবনীতে।
লজ্জা করে তোমার কাছে, পরিচয় দিতে॥
ছেলের মত ছেলে যত পিতা-পরায়ণ।
মহাগুরু মাতা বটে, পিতা নারায়ণ॥

তৃতীয় বার।

গুরু হোক শিষ্য হোক দোষটা ধরা ভাল।
দোষ যদি না ধ'রে দিই শত্রুতাই হ'ল॥
গুরু ব'লে আমিও ত স্বীকার করে যাই।
গুরু যদি পয়সা চান, মুখ দেখতে নাই॥

গুরুর গুণে ক্রমে ক্রমে লঘু হয় তনু।
গুরুর দোষে ভারি হ'য়ে জলে পুড়ে মনু॥
কথা কয়ে কয়ে আগে শরীর লঘু করি।
ধন দৌলৎ ভাগ্যে থাকে, জুটিয়ে দেবেন্ হরি॥
ডাকের কথা গুরু নিন্দা অতি বড় পাপ।
গুরুর গুণে কথা ফোটে, রাখে কার বাপ॥

মাতা।

যেথা ছুটা কথা পাবি।
সেইখানেতে রাত কাটাবি?
বোয়ে গেল যে ঘর করা।
কিছু না পারিস্ চাস্ করা॥
সকল কথাই উড়িয়ে দিস্ হরির দোহাই দিয়ে।
মিথ্যা হলো মানুষ করা দাঁতের রস খেয়ে॥
ওসব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে আমার বুদ্ধি ধর।
যাতে ছুট পয়সা আসে তার চেষ্টা কর॥
কথা নেড়ে কথা চেড়ে হলি কথা খোর।
সর্ব্ব শরীর জলে যাচ্ছে, ব্যাভার দেখে তোর॥

ডাক।

কেন মিছে গোল কোচ্চ।
সব কাজেরই খুঁট খোচ্চ॥

যা ইচ্ছা তাই কোরবো।
বাঁচি বাঁচ্‌বো মরি মরবো॥
এতই যদি বুদ্ধি ধর।
তবে কেন জলে মর?
পষ্টাপষ্টি না বল্লে হবো নিরয় গামী।
তোমার তরে আমি নই, আমার তরে তুমি॥
দিবানিশি ঘর কন্নার কথা লয়েই আছ।
বাবার কথা বায় করেই তেলে বেগুনে নাচ॥
বাবার কথা শুনে চল্‌ব বাপের ব্যাটা হ'য়ে।
মায়ের ব্যাটা হ'তে গেলে সবই যাবে ব'য়ে॥
আট ঘাটে বেঁধে ছেঁদে ঘুচিয়ে দিলে সব।
বেড়ি কেটে দাও, বাড়িয়ে তুলি বাবার গৌরব॥
তোমার কথা শুনে শুনে মাটি হোয়ে গেছি।
রাখেন বাবা মারেন বাবা বাবায় ধরেই আছি।

মাতা।

কি বোল্লি মুখের মাঝে?
কথা গুলো যে গায়ে বাজে॥
অনেক কষ্টে মুখ দেখেছি।
মাথার মানিক ক'রে রেখেছি॥
আমি যদি না গর্ভে নিতাম তা হলে কি হতিস্‌।
রেখে দিগে তোর বাবার কথা, 'ব' দেখতে পেতিস্‌॥

তোর জন্যে আমি হয়েছি ঠিক করেছিস্ মনে।
তা বলে কি তুই নোস্ বদ্ধ আমার খাপে॥
জেনে শুনে আস্গে যা তোর সাধের বাবার কাছে।
এক এক বার যেন ঝিয়োতে অস্থি ছেড়ে গেছে॥
সে কষ্ট আমার নাকি ভেসে যাবে বানে।
তাঁতে বোসে কোন কালে কে পরের কোল টানে॥
হোক ভাল বা না হোক ভাল তোমার ব্যাটার বিয়ে
অভাব থাকে খাটিয়ে নেবো নাকে দড়ি দিয়ে॥
মনের সাধে থাকিস্ যদি ব্যস্ত আমার কাজে।
দিব্বি করে সাজিয়ে দেবো যেখানে যা সাজে॥
ভাল চাস ত শুনে চল, আমার মন্ত্রণা।
নৈলে আবার ফের ভোগাব জঠর যন্ত্রণা॥
ডাকের কথা সন্তানে কি সইতে পারে অত।
দেখতে পাচ্ছি রাগটা যেন উক্ত কাটার মত॥

ডাক।

আর কেন মা ভুলাও ডাকে
কুলোর পো কি কুলোয় থাকে॥
মনের কথা খুলে বলি।
টীপ কাজলে আর কি ভুলি॥
টের পেয়েছি তোমার কাছে।
বাবার গুপ্ত বিষয় আছে॥

বার করে দাও গুপ্ত বিষয় ব্যবসা কোরে খাই।
হিসাব মত তোমার তাতে অধিকার ত নাই ॥
খাবে পরবে মালা করবে বোস্ থাকবে কোণে।
ছেলে পেতোবে, ঘর খেতোবে, কাজকি তোমার ধনে ॥

মাতা।

আ! মোরে যাই সোণার চাঁদ।
এত দিনে মিট্‌ল সাধ ॥
এতকাল যে মরচি টেনে।
গর্ভ সফল এত দিনে ॥
সে ধন কি আর চোখে দেখেছি?
তোমার তরেই তুলে রেখেছি ॥

চুপে চুপে চেপে রেখেছি হাত দিইনে ভ্রমে।
চাওনি বলে দিতে পারিনে তাঁরই আদেশ ক্রমে ॥
সিঁড়ি ভেঙ্গে সঙ্গে এস ফেলে দিচ্ছি চাবি।
আট তালাতে উটলে তবে মিট্‌বে তোমার দাবি ॥
সাত তালাতে ব'সে কর ব্রহ্মে বিচরণ।
ঐ দেখা যায় আট তালাতে অমূল্য রতন ॥
এই নাও যা গুপ্ত বিষয় ছিল আমার কাছে।
ব্যবসা ক'রে খেতে হবেনা, অফুরন্তি আছে ॥
কল্প তরু হয়ে বসো বাক্স কোলে ক'রে।
চাইলে কেহ আশার অধিক দিও অকাতরে ॥

না চাইলেও ছলে কলে তবু দেওয়া যাই।
ঘরকন্না আমি দেখবো, সে ভাবনা নাই॥
ডাকের স্বভাব কথা ডেকে হেঁকে কয়।
ছলে কলে লওয়া দোষ, দেওয়া দোষ নয়॥

ডাক।

ছিলাম যেন অন্ধ হ'য়ে॥
কে জানে মা এমন মেয়ে॥
মেয়েও বটে মদ্দও বটে যা ভাব্‌বে তাই।
মেয়েও নয় মদ্দও নয় মজার কথা ভাই॥
এক রূপেতে নানা রূপ, অপরূপ কথা।
মা বিনে বর্ণনা করে, কাহার যোগ্যতা॥
গুণাতীত গুণময়ী, স্বগুণে সাকার।
কেলি ছলে কালা, কালী বিবিধ প্রকার॥
ডাকের কথা কত দিব মার পরিচয়।
নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণে নির্ণয়॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক।

কত শত মহাজনে
মত্ত-তব গুণ গানে

আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।
তোমার তরেই তনু ধরেছেন॥
আমি কি করিব প্রভু তব গুণ গান।
তবু কেন মনে আসে, একি তোমার টান॥
তাতেই বলি যা হয় তা তোমার টানেই হয়।
তোমার কথা তুমিই জান, আমার কর্ম্ম নয়॥
টান থাকে ত জোরে টানো, ওহে বিশ্বপতি।
নৈলে আমায় ছেড়ে দাও, হয় হবে দুর্গতি॥
মনে ত সকলি জান ওহে গোলক স্বামী।
আমি-তুমি না ঘুচালে কিসের হরি তুমি?

ডাক।

মনে যে সব ইচ্ছা হয়।
পূর্ণ কি তা হবার নয়?
হবে না ত কেন হয় অঙ্কুরিত মনে।
মন কি আমি লয়ে এসেছি বাজার থেকে কিনে?
তুমি দিয়েছ তোমার মন তোমার মনেই উঠে।
রেয়ে চেয়ে দেখবো এবার মেটে কি না মেটে॥
একবার ভাবি যা হয় তা ঘরে বসেই হবে।
আবার ভাবি নরাকারে ধরায় কেন তবে?
ধরার আগে যথা ছিলাম সেই ত আমার স্থান।
ঘরে বসে হলে হতো সেইখানেই কুলান॥

তাতেই ভাবি হেথা সেথা ঘোরা ফেরা চাই।
কোথা যাব লয়ে চল পাছে পাছে যাই ॥

নারায়ণ।

বড় মজার কথা তুলেছ।
মনের কথা টেনে বলেছ ॥
চির কাল্‌টাই ইচ্ছা আমার তোমায় লয়ে ঘুরি।
হাসাই কাঁদাই নাচাই কোঁদাই দেখাই বাহাদুরি ॥
দেখুক শুনুক শিখুক যত ধরাতলবাসী।
নিরাকারে নরাকারে অল্প কম বেশি ॥
আমি কেবল আমি মাত্র, তুমিই আমার সব।
নরাকারে নারায়ণ চিরকেলে রব ॥
যথা ইচ্ছা তথা যাও আমি আছি পাছে।
আমি তুমি আমি জানি না, অভেদ আমার কাছে ॥
তবে যারা আমারে ছেড়ে বিকায় নিজ নামে।
তাদের আমি সাম্‌নে দাঁড়াই, তাতেও যদি থামে ॥
যা ইচ্ছা কর, বল, যথা ইচ্ছা যাও।
তাতেই আমি সুখী, যাতে তুমি সুখ পাও ॥
ডাকের কথা না হয় যদি, পূর্ণ মনস্কাম্‌
ডেকে হেঁকে বলছি, এবার ডুবিয়ে দেব নাম ॥
যদি বল, নাম ডুবোনা তোমার কাজ নয়।
তুমিই বলছ তুমি আমি, আবার কাকে ভয়?

ডাক।

গোড়া থেকে খতিয়ে এলে।
বয়সের কি সংখ্যা মেলে ?
ব্যাস বাল্মীক নারদঋষি।
এদের চেয়েও বয়েস বেশী ॥
ঢের ভুগেছি দয়াময়।
সয় বলে আর কত সয় ॥
ওহে পদ্মপলাশলোচন।
হবে না কি আর শাঁপের মোচন ?
নিজ চেষ্টা বলে যদি মুক্তি নিতে হয়।
আমিই তবে হর্ত্তা কর্ত্তা, তুমি কেউ নয় ?

নারায়ণ।

কিসের জন্যে ডাকাডাকি।
তুমি ছাড়া কি আমি থাকি ॥
আমি কি আর আমার আছি !
সর্ব্বস্বই তোমায় দিছি ॥
নাক, কান, চোক্, হাত, পা দিছি, যেখানে যা সাজে
মন, বুদ্ধি, অহংকার, যা লাগে যে কাজে ॥
ভূতের হাতে ভার দিয়েছি তোমার ব্যাপার যত।
তাদের ইচ্ছায় তোমার খাটে তোমার ইচ্ছা মত ॥

আবার তোমায় ঘেরে রেখেছি, অন্তরে বাহিরে।
সময় মাফিক সাম্‌নে দাঁড়াই যুক্তি দেবার তরে ॥
তোমায় বোলেই মনের কথা ঘুচাই মনের খেদ।
তুমিই আমি, আমিই তুমি, আকারে প্রভেদ ॥

ডাক।

কি আশ্চর্য্য যাব কোথা ?
আমার মুখে তোমার কথা !
আমার পাপ ত আমি জানি।
তুমিও জান চিন্তামণি ॥
আমার পাপের দণ্ড যদি আমায় দিতে হয়।
কোটী কল্প নরক ভোগেও তবু শেষ নয় ॥
কিম্বা যদি তুঁষানলে পুড়ে হই ছাই।
তবু তোমার আভাব পাবার আশা মাত্র নাই ॥
এতেও যখন তোমার কথা আমার মনে আসে।
ধন্য প্রভু তোমার দয়া জলে শিলা ভাসে ॥

নারায়ণ।

আমায় ধন্য মিছে বল।
আমার চেয়ে তুমি ভাল ॥
আমি ত যেমন তেমি আছি।
অনেক কষ্ট তোমায় দিছি ॥

জন্মান্তরে যা করেছ, জেনে বা না জেনে।
পাপের অংশ তোমায় দিছি, পুণ্য নিছি টেনে॥
পুণ্যে পুণ্যের সীমা নাই, পাপে পাপের শেষ।
তুমিও জান, আমিও জানি, পাপের কত ক্লেশ॥
জেনে শুনে তোমায় দিছি, দারুণ পাপের ভার।
আমার দয়া থাকলে কি আর এ কষ্ট তোমার॥
এতেও যখন তুমি বল, আমার দয়াময়।
তাতেই বলি তুমি ধন্ত, আমি ধন্ত নয়॥
ডাকের বচন হরি, তবু ধন্য বলি।
প্রাণ ঠাণ্ডা কথা শুনে যত পুড়ি জ্বলি॥

বিবিধ।

(১)

ধর্ম্ম কর্ম্ম জানা। যেমন বাঁসবোনে ডোম কানা।
কেমন করে চিন্‌বে তাতে মণির মত নানা।
পাপের সে গোল নাই। যেটি লুকিয়ে কর ভাই।
ছাড়্‌লে পরে তোমায় ধ'রে স্বর্গে যেতে পাই॥

(২)

রাশি রাশি পাপ করেছি। তা বলে কি পচে গেছি?
পাপ কি আমি নিজে করি। চক্রধরের চক্রে ঘুরি॥
সাধকরে কি চক্র ঘোরে। চরাচরের ভালর তরে॥
চক্র আবার ভাল কিসে? ঘুরে ফিরে ভাঙ্গবে দিশে॥

(৩)

মাতৃকুলের অর্থ ভাব, ধর্ম্ম বাপের কুলে।
দুদিক বজায় রাখ্‌তে পারে, সেই ছেলেই ত ছেলে॥
ধর্ম্ম ভাবের অভাব হ'লে, বাপের বরং চলে।
রাশি রাশি পাপের মোচন, তিল পরিমাণ পেলে॥
অর্থ অভাব তিল সহে না, মায়ের কোমল প্রাণে।
স্বভাব গুণের অভাব ঘটে, পর্ব্বত প্রমাণে॥
ডাকের কথা স্বর্গে যাবার ইচ্ছা যদি থাকে।
আর কিছু না ক'র্ত্তে পার, ঠাণ্ডা রাখ মাকে॥

(৪)

জ্ঞান আছে যার ধন নাই। ডাক বলে তার মুখে ছাই॥
নড়্‌তে চড়্‌তে জ্ঞানের কথা। সাতগোষ্ঠী শুকায় হোথা॥
সে জ্ঞানে কি আশা মেটে। বিনা বারুদে গুলি ছোটে?

(৫)

ধন আছে যার জ্ঞান নাই। তবু সেথা অনেক পাই॥
মত্ত হ'য়ে অহংকারে। রাস্তা ঘাটও দিতে পারে॥
যদিও ভূতের ব্যাগার খাটে। দায়ে পড়ে কুমড়ো কাটে॥
কিম্বা যদি চোরে লয়। বিষে বিষে বিষ ক্ষয়॥

(৬)

জ্ঞানও নাই, ধনও নাই। হিঁদুর গৈলে দুষ্ট গাই॥
জ্ঞানও আছে, ধনও আছে। ডাক ফেরে তার পাছে পাছে॥

(৭)

যতই রাঁধ পরিপাটি। লবণ বিনে সকল মাটি ॥
তেম্নি ধারা যতই বলি, এ কথা সে কথা।
মূলে নাই যার কথার মূল, সে সব কথাই বৃথা ॥
কম বেশিতে আসে যায়, ব্যঞ্জনের নুন।
অল্প অধিক সমান মিঠে, এম্নি নামের গুণ ॥

(৮)

হরি কথাই সদালাপ।
তা ছাড়া বিকারের প্রলাপ ॥
আর চায় নে বোকলে বকা, জ্বরের ঝোঁকে মানি।
রাজার মায়ের কথা কৈলেই বিজ্বরে বকুনি ॥

(৯)

ভাই বন্ধু দারা সুত। সবাই কি আর তোমার মত ?
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যাব। তাদের ইচ্ছা পাব খাব ॥
তোমায় ধরেই তারা আছে। তারা দাঁড়াবে কার কাছে ?
যদি বল তিনি আছেন, আমি কি তা জানি।
তোমার তিনি তিনিই বটেন, তাদের তুমিই তিনি ॥
ধনে মানে জ্ঞানে আগে তাদের ভূষিত কর।
তা বৈ পার বড়ই ভাল, না পার না পার ॥
এসব যদি তোমার পক্ষে জ্বালা হোয়ে থাকে।
তবে আবার তুমি কই, তা স্বর্গে যাবে কে ?

প্রশ্ন উত্তর ছলে।

(১০)

পৃথিবীতে কর্ম্ম আছে বিবিধ প্রকার।
কোন কার্য্য সোজা, আর কোন কার্য্য ভার।

উত্তর।

তপ জপ যোগ জাগ অতিশয় সোজা।
সোজা বলি আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্ম তত্ত্ব বোঝা॥
সোজা বলি রবি শশী হাতে কোরে ধরা।
পৃথিবীতে শক্ত খালি মুখ মিষ্টি করা॥
রেখে ঢেকে বলি যদি সেটা ভারি গোল।
আপ্‌না হ'তে উঠা চাই মধু মাখা বোল॥
নিজ বোধ থাকিবে না, কে কি তাতে বলে।
চলেরে ডাকের কথা তুড়ি দিয়ে চলে॥

প্রশ্ন।

(১১)

হেথা সেথা ধরে খাল্। শরীর লয়ে আল থাল॥
কোথা কত ব্যাথা ধ'রচে। কোথা কত জ্বালা ক'রচে॥
একটা না হয় একটা লয়ে, সর্ব্বদা অস্থির।
দেখ্‌তে পাচ্চি শরীর যেন ব্যাধির মন্দির॥

উত্তর।

অমন কথা বলতে হয় ? ব্যাধির মন্দির নয় ॥
দেহ একটী ব্রহ্মাণ্ড। এর ভিতরে কত কাণ্ড ॥
কোথা কত রেল বোস্‌ছে। কোথা কত গাঁট্‌ কোসছে ॥
কোথা কত কে অাঁটিছে স্ক্রুপের প্যাচ।
অন্ধকারে কোথা কত কে জালছে ম্যাচ ॥
কোন খানেতে হচ্চে কত নাচ তামাসা গান।
কোন খানেতে বিধাতার নন্দন বাগান ॥
যেথা যত যা হচ্চে ভুতের খেলাই সব।
সব ছেড়ে দে তুমি সোঁকো ফুলের সৌরভ ॥
ডাকের কথা কাজ কি তোমার ভুতের খপরে।
যে যার ঘরে চলে যাবে নিজের কাজ সেরে ॥

(১২)

যার ভাঁড়ারে সাহস ভরা। যম দেখে তায় যমের পারা ॥
ভয় করে যে রোগের বেলা। সেইত যমের পাকা কলা ॥

রহস্য।

(শ্যালাজ।)

ছোট্‌ঠাকুরপো জেগে আছ ?
অসুর বাপের কথা শুনেছ ?

মাছ মাংস কিছু খায় না।
হাসি তামাসায় সুখ পায় না।
পরের নারীর মুখ দেখেনা।
কাছে গেলে ত মান থাকে না।
রসের কথা কৈতে গেলে হরির কথা বলে।
ঠাকুরঝিকে ঠাকুর আমার জলে দিয়েছেন ফেলে।

ডাক।

বড় গিন্নি কি নাগাচ্ছ।
ও গরিবকে কেন জাগাচ্ছ॥
মাংস খাইনে তোমার পোক্ষে ভাল নয় কি সেটা।
এত রেতে কোথা তুমি খুঁজ্‌তে যেতে পাঁটা॥
যদি বল মৎস্যটা ত সকল ঘরেই থাকে।
মাল্‌শা সরা ঢাকা দিয়ে কোল্‌সি কোরে রাখে॥
বার ক'র্‌ত্তে বাছ্‌তে ধুতে নানান্ উৎপাত।
কোন জ্বালা নাই চড়িয়ে দিলে আলু ভাতে ভাত॥
পরের নারীর মুখ দেখিনা, তোমায় কি পর ধরি।
হরির দোহাই তোমায় আমি নিজের জ্ঞান করি॥
রসের কথায় হরি বলি, শুনে চ'টে গেলে।
হরির মতন রস কি তোমার বড় কর্ত্তায় মেলে॥
তুমি ও একা তিনিও একা তবু হাহাকার।
ষোল শত গোপী মানে তাঁর কাছে হার॥

এতো খালি গেল তোমার বৃন্দাবনের লীলা।
বোসো এসে শুনবে যদি, গোলক ধামের খেলা॥
হরির রসে মত্ত হোয়ে ব্রহ্মা সৃজন করে।
হরির রসে বিষ্ণুদেব পালে চরাচরে॥
হরির রসে মহাদেব করেন প্রলয়।
হেসে হেসে মিশিয়ে দেন রসে সমুদয়॥
হরির রসে মত্ত হোয়ে নারদ আদি শুক।
আবাল বৃদ্ধ সবাই জানে নারীতে বিমুখ॥
হরির রসে মত্ত হ'য়ে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।
ছড়িয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন রসের তরঙ্গ॥
হরির রসে মত্ত যত পুণ্যবানের বংশ।
কেউ যোগী কেউ বিষয় ত্যাগী কেহ পরম হংস॥
হরির রসে তোমার ঠাকুর মত্তছিলেন ব'লে।
সাধের কন্যা সুখদাকে ফেলে দিয়েছেন জলে॥
তিনি জান্তেন, জলে দিলে অগ্নি শীতল হয়।
জেনে শুনে ফেলে দিয়েছেন; দৈব দোষে নয়!
এরসে বিরস যার অদৃষ্ট বিগুণে।
তারই কন্যে প'ড়ে যায় জলন্ত আগুনে॥
আগুনে আগুন ফেলা না ফেলা সমান।
জলে আগুন ফেলে দিলে তখনি নির্ব্বাণ॥
এর চেয়ে কি রসের কথা শুনবো তোমার কাছে।
এমন ধারা টব্‌টবে রস, আর কোথাও কি আছে॥

পিসিশাশুড়ী।

চিরকেলে প্রথা আছে জামাই কুটুম এলে।
রসাভাসে কথা কয় শ্যালি শ্যালাজ মিলে॥
তোমার কাছে দেখতে পাই সব উল্টো ধাচা।
হে ব'লে যে হেসে দাঁড়ায়, তাকে বল বাছা॥
খ্যাপা ব'লে মেয়ে গুলো যেতে চায় না কাছে।
ব্যাটা যেন ব্যাসের ব্যাটা শুক দেব এসেছে॥
রাগের মুখে বল'তে হয় লজ্জা সরম খেয়ে।
এতই যদি অমায়িক কেন করেছ বিয়ে?

ডাক।

সে কি গো হাল্‌দারের ঝি। অন্যায় কি করেছি?
কাল বিশেষে পরের বশে করেছিলেম বিয়ে।
আক্ষেপ তার মিটিয়ে দিচি দিব্বি তিন মেয়ে॥
খ্যাপার মতন কাজ, কি করেছি আমি।
হরি কথা বলি বটে, সেটাকি খ্যাপামি॥
মেয়েগুলি দিবা নিশি থাকে কাছে কাছে।
বাছা বাছা বলে ওটা রপ্ত হ'য়ে গেছে॥
ভাব যদি ব্যাসের ব্যাটা শুক তুল্য বিজ্ঞ।
সেটা তুমি ধর না মা মায়ের সৌভাগ্য॥
শোও গে এখন কথায় কথায় বেড়ে যায় রাত।
যে যা বলুন আমি জানি মেয়ে মায়ের জাত॥

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

প্রশ্ন।

আমরি কি ছিল মম শান্তি নিকেতন।
জান্তেম না সুখ দুঃখের বাতাস কেমন॥
এতো খালি দেক্তে পাই সুখ দুঃখের মেলা।
জন্ম জরা মৃত্যু তিনের নৃত্য গীত খেলা॥
আসা যাওয়া ভিন্ন আর নাই অন্য কথা।
সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমায় কে আন্‌লে হেথা॥
ধন মান কুল শীল জাতির বিচারণ
অকষ্ট বন্ধন দায়ে তিষ্ঠান যে ভার॥
লজ্জা ঘৃণা ভয় মাত্র অঙ্গের ভূষণ।
ধ'রে বেঁধে এনে আমায় চোরের শাসন॥
ঘুরে ফিরে এত দিনে বুঝেছি কৌশল।
আর কিছু নয় এটা খালি মায়া বেটীর কল।
বেশ করেছ লয়ে এসেছ আস্তে তুমি পার।
অষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ছেঁদে দোষ্কে কেন মারো॥

মনে করেছ টের পাবে না অতি সুক্ষ্ম ভুরি।
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় সব বুঝ্‌তে পারি।
মায়া মাত্র দেহে নাই নামটি বটে মায়া।
ভাল হয় না বারে বারে এত কষ্ট দেওয়া॥
ভাল চাওত ভালয় ভালয় কেটে দাও ডোর।
পরাধিনা নারী জাতি এত কেন জোর॥
হুকুম মাফিক চোলতে হবে থাট্‌বে না আর জারি।
না চলত তোমার পক্ষে বিপদ এবার ভারি॥
ডেকে হেঁকে ব'লে দেবো দেখবে কেমন ছেলে।
এ জগতে কেউ কখন মা যেন না বলে॥

উত্তর।

ও অভিমান কচ্চো মিছে।
আমারই কি শান্তি আছে॥
তোমার তরেই শান্তি ধাম তুমি শান্তি পাবে।
আমি শান্ত হতে গেলে সব শান্ত হবে॥
বালক তুমি জ্ঞান নাই তাই আমায় কর দোষী।
তোমার চেয়ে আমার জ্বালা লক্ষ গুণে বেশী॥
চিরকালটাই এম্নি জ্বালা নহেত আজ কাল।
গর্ভে ধরি মানুষ করি শেষে খাই গাল॥
লয়ে এসেছি বটে তোমায় সাত সমুদ্র পার।
তুমি এসেছ আমি এনেছি জ্বালা বেশী কার॥

অকষ্ট বন্ধনে তোমার কষ্ট অতিশয়।
হাতের তেলোয় রাখ্‌লে তবে তেমন বাঁধা হয়॥
লজ্জা ঘৃণা ভয় থাক্তে নির্ব্বাণ পদ নাই।
তোমার অঙ্গের অভরণ করে দিয়েছি তাই॥
এদিকে এমন পাকা পাকা কথা কইতে জান।
আমি যেন পরিয়ে দিলেম প'র্ব্বে তুমি কেন॥
খুলে খেলে ফেলে দিয়ে দেখাও বাহাদুরি।
ছেলের মত ছেলে দেখলেই নোল পড়বে ভুরি॥
চোরের শাসন ক'র্চ্চি তোমার ক'র্ত্তে অমন হয়।
তোমার তরেই তোমার শাসন আমার তরে নয়॥
পরম পুরুষ যিনি নিগুর্ণ নির্ম্মল।
আমার দোষী মিছে কর তাঁহারই কৌশল॥
আমি তাঁর ইচ্ছা মাত্র তাঁতে কিছু নাই।
অনিচ্ছার ইচ্ছা তাঁর পুর্ণ করা চাই॥
তোমার আসা অংশরূপে তাঁরই আগমন।
আমার হাতে ভার মাত্র লালন পালন॥
ম'রে ম'রে মানুষ ক'রে তুলে দিতে হয়।
শক্তি ছাড়া মুক্তি নাই তাতেই সবাই কয়॥
যতদিন না ভালয় ভালয় পৌঁছে দিতে পারি।
তাঁর শাসনে আমি তোমায় ধরা বাঁধা করি॥
যোগ্য বটে টের পেয়েছি তোমার কথার ভাবে।
যেমন সুখে তথা ছিলে তেমনি হেথা পাবে॥

যা ইচ্ছা কর বল বিধি নিষেধ নাই।
কি ক'র্ত্তে হবে বল তোমার বশেই যাই ॥
ডাকের কথা এতই যদি দয়া হয়ে থাকে।
যা ফেলেছ আর ফেলনা পুন্নাম নরকে ॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথা বার্ত্তা ।

প্রশ্ন ।

নারায়ণ নারায়ণ সকলেই কয়।
আমি ও ত বলে থাকি সময় সময় ॥
দেখিবার কিছু নাই শুনিবার কথা।
ধরিতে যে বলে, বলি, দেখা পাই কোথা ॥
নিরাকারে ব্যাপ্ত তুমি চরাচর ময়।
চখে না দেখিতে পেলে ধারনা কি হয় ॥
যদি বলে প্রশ্ন কর কাকে তবে ধ'রে।
ওটা খালি মনে মনে অনুমান ক'রে ॥

উত্তর ।

আমাতে করেছে যারা চিত্ত সমর্পণ।
আমি নারায়ণ নই তাঁরা নারায়ণ ॥
পরম্পরা সম্ বন্ধে আমি হিত কারি।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁরা, ভবের কাণ্ডারি ॥

প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে বিবিধ প্রকার।
বিধিমতে ক'রে দেন নরের উদ্ধার॥
ধন মান পরিত্রাণ যে যাকিছু চায়।
তাঁদের নিকটে লোক হাতে হাতে পায়॥
আমাকে না ধর যদি কিছু ক্ষতি নাই।
আমাকে চেনে যিনি তাঁকে ধরা চাই॥
যদি বল কিশে চিনি তুমি গত প্রাণ।
ধনে মানে জ্ঞানে হোলে আমি মূর্ত্তিমান॥
বুঝিলে কি এবে কাকে মৎচিত্ত বলে?
ডাকের বচন, চলে, তোমার বদলে॥

প্রশ্ন।

স্বপথ ক'রে বল্‌তে পারি।
ইচ্ছা নয় কুচিন্তা করি॥
তবু কেনে চেপে ধরে।
এমন চিন্তাও স্বজন করে॥

যদি বল কুচিন্তা মায়ার অনুগত।
জেনে শুনে এমন মায়া না কল্যেই হ'ত॥
তুমি করেছ তাই ভুগচি নৈলে কি আর ভাবি।
বিচারেতে এসে পড়্‌চে তোমার উপরেই দাবি॥
আগে যদি তোমার সঙ্গে থাক্তো পরিচয়।
শিখিয়ে দিতাম কেমন ক'রে স্বষ্টি ক'র্ত্তে হয়॥

এ সব খালি জড়িয়ে সড়িয়ে ঘবে স্থবে রাখা।
উচু করে বেঁধে টং বসে রং দেখা ॥

উত্তর।

কেন বাপু রাগ ক'চ্চো।
ওদোষ আমার মিছে ধ'চ্চো ॥
দোষ বটে তা স্বীকার করি।
মায়া কি তোমার মন্দকারি ॥
নিজে আমি নিষ্পন্দ মায়ার হাতেই সব।
নিজের মায়া ছেড়ে করি মায়ার গৌরব ॥
ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুদ্ব্যোম সবই মায়াময়।
বল দেখি কোন কাযটি মায়া ছাড়া হয় ॥
যে মুখেতে কথাগুলি ব'লচো মধু মধু।
মায়া নৈলে ও মুখ খানি কে দেখাত যাদু ॥
আমার প্রতি মায়া হয়েছে তাই ব'লচো জোরে।
মায়ার প্রতি মায়া ছেড়েচে এত দিনের পরে ॥
যত ছাড়বে তত বাড়বে সুখের হিল্লোল।
একেবারে কি সব ঘুচে যায় হাট বাজারের গোল ॥
ক্রমে ক্রমে সবই যাবে দিন কতক কাল থাক।
মায়ার মায়ায় কত সুখ বিচার ক'রে দেখো ॥
যুক্তি নেবার কথা বল্‌চ সেটা কি আর বেশী।
তুমিই এসে সব কর না আমি সোরে বসি ॥

সোরে না বসি মেশামেশি বড়ই আমার সাধ।
তাতেই মায়ার সৃজন ধর যতই অপরাধ ॥
ডাকের কথা দুঃখে সুখে বড় সুখেই আছি।
দেখব কেমন দয়াল এবার সুখ ফুরলেই বাঁচি ॥

প্রশ্ন।

মনে করি তোমার লয়ে করি হালা হুলো।
দিবা নিশি জালিয়ে মারে ছেলে পিলে গুল ॥
বারেক যদি বাইরে বোসে ঠাণ্ডা করিচিৎ।
অমনি এসে আপদগুল কাছে উপস্থিত ॥
অন্তরে অন্তরে সব জান্তে পার যদি।
তবে কেন তোমার প্রেমে এত প্রতিবাদী ॥

উত্তর।

আমার প্রেমের কথা তুমি আমায় বল যদি।
ব'লতে গেলে প্রকারান্তে আমিই প্রতিবাদী ॥
প্রেম একটী রসমাত্র উন্মত্ত পানে।'
এলো মেলো ক'রে ফেলে ঈষৎ আঘ্রাণে ॥
ছলে কলে আঘ্রাণটী উড়িয়ে দেবার তরে।
ছেলে পিলে নিজে যায় না, আমিই পাটাই ধ'রে ॥
আঘ্রাণ না উড়ে গেলে কার সাধ্য খায়।
আগে দেখ ছেলে পিলে দায়ী যার দায় ॥

কেমন প্রতিবাদী আমি বিচার ক'রে দেখ।
সাম্‌নে এনে ধ'রে দিই যেটা ভুলে থাকো॥
যদি বল কিসের তরে দয়া তোমার এতো।
আমায় তুমি তত নয় তোমায় আমি যত॥
সুখ সেব্য দ্রব্য তব নানা বিধ আছে।
ভাই বন্ধু দারা সুত ফিচ্চে কাছে কাছে॥
কিম্বা একটা কুকুর লয়েও সাধ মেটাতে পার।
হাতে খাবে সাতে ধাবে দুদিন আদর কর॥
আমার তো আর কেউ নাই যে খোসতামাসায় মাতি।
যা আছ তা তুমিই আছ শিবের ঘরের বাতি॥
সাধ ক'রে কি তোমার আমি এত সুখ চাই।
তুমি বলতো আমি আছি নইলে আমি নাই॥

যে জন মত্ত কপট প্রেমে,
সে নিজেই আছে ভ্রমে,
অপ্রেমিকেরচেয়ে নয় ছোট কোন ক্রমে॥

যে জন প্রেমের কথা কয়,
ক্রমে আমার মত হয়,
কথায় যত মেশামেশি কাজে তত নয়॥

যাকে প্রেমের বাতাস লাগে।
থাকে মত্ত অনুরাগে॥
পশ্চাতে তার আমি থাকি তাকে রাখি আগে॥

যিনি যথার্থ প্রেমিক,
তিনি আমার মত ঠিক,
ঠিক বল্যেও ঠিক হ'ল না বরঞ্চ অধিক ॥

যে জন আমার প্রেমে মজে,
সে কি ভয় করে লোক লাজে,
যথার্থ যা মনের ভাব প্রকাশ করে কাজে ॥

মনের কথা মনে রেখে সমাজ লয়ে থাকে।
মনে মনে মনই আবার পুড়িয়ে মারে তাকে ॥
তাতেই বলি সোজা সুজা মনের কথায় চল।
তাতে সমাজ থাকে ভাল না থাক্‌লেও ভাল ॥
যদি বল কোর্ত্তে পারি পরস্ব হরণ।
আমায় ধ'রে যে জন চলে অমন কি তার মন।

প্রশ্ন।

সংসারেতে খাট্‌ছি যত,
এসব খালি ভূতোগত,
ওড়ো পোড়ো মর তর,
যাকে যত দিতে পার,
টের পেয়েছি কেউ কারু নয় যতই কর যার।
অসময়ের বন্ধু তুমি ভবকর্ণধার ॥

মরুক তরুক যে যা করুক থাকুক যাক বনে।
তোমার কাজেই কাল কাটাব সার ভেবেছি মনে॥
তোমার নাম তোমার যশ তোমার গুণ গান।
দিবানিশি ক'রে বেড়াব থাকুক যাক প্রাণ॥

উত্তর।

অবোধ বালক কত বোঝাব,
আমার ভাব্না কেন ভাব,
আমার কিছুই অভাব নাই,
থাক্‌লেও কি আমি ডরাই,
খুব ক্ষমতা আমার আছে বেশ খাটুনী সয়।
আমি কারো হাতপা ভাঙ্গা বুড় বাপ নয়॥
কেউ কারু নয় কেউ কারু নয় ব'লছ বার বার।
তারাই যেন তোমার নয় তুমিই বা কৈ কার॥
যাদের লয়ে একাল সেকাল কোল্লে হেউ ঢেউ।
তারা তোমার কেউ হোলনা আমি তোমার কেউ॥
তাদের ছেড়ে আমার কাজে ব্যাস্ত যখন হ'লে।
টের পেয়েছি আর কিছু নয় পয়সা লাগে ব'লে॥
তোমার কাজই আমার কাজ আমার কাজই তারা।
প্রধান কার্য্য তোমার আগে তাদের আপন করা॥
বারণ করি কাযনে তোমার আমার কাজ ক'রে।
তোমার কিছু ক'রে নাও আমায় বরং ধ'রে॥

তবে যদি মনে জানে আমায় তুমি ধর।
আমার কাযের চেয়ে তুমি বেশী ক'ত্তে পার ॥
যদি বল তোমার চেয়ে বেশী ক'র্ব্বো কিসে।
হাতে হেতেরে তোমার হবে আমার মানসে ॥
ডাকাডাকি হাকা হাকি ভালবাসে ডাক।
আমি তুমি যত বলি সকল কথাই ফাঁক ॥

প্রশ্ন।

মনে করি তোমায় ভক্তি।
মনের দোষে মজায় মক্তি ॥
এই ভেবে ডাক জড় শড়।
মন বড়, না, তুমি বড় ॥

উত্তর।

মন যদি ছুটো থাকে আমার চেয়ে বড়।
আমার শাড়া ঈষৎ পেলে অম্নি জড় শড় ॥
আবার যখন আমায় মনে একাশনে থাকি।
মন ও দেখে আমায় বড় আমিও বড় দেখি ॥
আবার যদি আমার মনে মিশে ঘুষে রই।
উভয়ে অভেদ কেউ ছোট বড় নই ॥

প্রশ্ন।

কথা শুনে হ'লো মন ভারি উচাটন।
বল দেখি কাকে তুমি বল ছুটো মন ॥

উত্তর।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভার দিয়ে হাতে।
নির্গত করেছি মন নিজ অঙ্গ হ'তে ॥
যখন সৃজন কার্য্যে থাকে মন রত।
তখন সে কার্য্য করে নিজ ইচ্ছা মত ॥
তখন আমার সঙ্গে দেখা শুনো নাই।
হেথা সেথা ছোটে বোলে ছুটো বলি তাই ॥

প্রশ্ন।

তোমার অপেক্ষা মন বড় কিশে হয়।
কি কোরে বা করি বল, একথা প্রত্যয় ॥

উত্তর।

রাই কুড়িয়ে করি বেল, এতেই আমার ধন।
রাতা রাতি সিঁদ কুঁটিয়ে বড় মানুষ মন ॥
আমার কাছে মানব সৃজন লক্ষ জন্ম পরে।
মনের কাছে হোয়ে থাকে, আড়াই অক্ষরে ॥

আমার কাছে সাধু হ'তে, অস্থি চর্ম্ম ক্ষয়।
মনের কাছে হটাৎ সাধু, গায়ে মাখ্‌লেই হয়॥
সকল কাজই মনের হাতে, শীঘ্র হয়ে থাকে।
কেমন কোরে বড় বই ছোট বলি তাকে॥

ডাক।

তোমার মনে, একাসনে, সে উপমা কোথা।
পরস্পরে বড় দেখে অসম্ভব কথা॥

নারায়ণ।

যখন আমার শাড়া, কিছু পায় মন।
স্বজন ছাড়িয়া, দেয়, আমাকে আসন॥
আমাতে মনেতে বড় ভাল বাসা বাসি।
নিজাসন ছেড়ে তার, আসনেতে বসি॥
মুর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আপনা পাসরে।
আনন্দে উন্মাদ হ'য়ে বড় জ্ঞান করে॥
সেই সুখে চির কাল থাকিবার তরে।
পালনেতে রত হয়, প্রফুল্ল অন্তরে॥
স্থির ভাবে থাকে সদা আমার ভজনে।
নিজের অপেক্ষা বড় দেখি ভক্ত জনে॥
কাজে কাজে উভয়ে, উভয়ে, দেখি বড়।
তুচ্ছ কথার জন্তে বাবু, কেন জড় শড়।

ডাক।

ধোরেছি না ধোর্ত্তে আছি, আর একটা ধরি।
অভেদটী ভেঙ্গে দাও, নমস্কার করি॥

নারায়ণ।

সৃজন পালন হোলে, মন থাকে না মন।
আমার ভজনে হয়, আমার মতন॥
আমার মত হোলে আর, ছোট বড় কই।
উভয়ে অভেদ তাই, মিশে যুবে রই॥
একেই প্রলয় বলি, অথবা নিৰ্ব্বান।
মনের জোরেই বেঁচে আছি, মনই আমার প্রাণ।
আমায় পাবার ইচ্ছা থাকে, কায়দা কর মন।
মন বলে ত আমি তোমার কেনা বেচার ধন।

আত্মজ্ঞান।

এক দিন বাটিতে বসিয়া ডাক কতকগুলি লোকের সহিত নিরাকার ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে একটী লোক নিজ পুত্রের সহিত বহির্দিক দিয়া গমন করিতে ছিল, লোকটী ভারি কাজাক্, পুত্রটী উন্নতমনা, নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিয়া পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শুনিতে লাগিল দেখিয়া বেজার হইয়া বলিতেছেন।

চয়ে বাবু চোলে চ
ঘরকন্না হ'লো দ
নিরাকারের দাগা বুলুচো
দাদ নাবিয়ে ছেলে ভুলুচো
ও কথা কি মান্‌বে শোনে
দেখা যায় কি স্বাকার বিনে
দুঃখের কথা ব'লে যায়
কার সাধ্য দেক্তে পায়।

উত্তর।

আড়াল থেকে বোল্‌চ কেন?
বসে দুটো কথা শোনো?
স্বাকার ভিন্ন দেখা যায় না?
ও৫ কচি ছেলের বায়না
চোক্ বিশেষে দেখা যায়
ফুলের গন্ধ উড়ে পায়
অন্ধ যারা বিষয় বিষে
অবিষয়কে চিন্‌বে কিসে।

চোক্ ছাড়াবার আমি একটি দৈব ওষুধ জানি।
কানের ভিতর, ওষুধ দেবো, কেটে যাবে ছানি॥
আমার কাছে দুই এক দিন আনা গোনা কোরো
তা বই যদি দেক্তে না পাও দুশ জুতো মেরো॥

প্রশ্ন।

এতই যদি ওষুধ জান
এসেছি আর আস্‌বো কেন
আজই না হয় বোসে শুনি
দেখা যাক্ না কেমন গুণি॥

উত্তর।

তবে তুমি, প্রশ্ন কর, যা ইচ্ছা হয়,
বোলে যাব, যা বলাবেন, মঙ্গল আলয়।
মিষ্ট লাগে, তবে তুমি, ফের প্রশ্ন কোরো।
নৈলে আগে, যা বোলেছ, ছেলে ভুলনাই ধ'রো॥

প্রশ্ন।

যাহার শাসনে এই, চরাচর চলে,
বল দেখি নিরাকার, ব্রহ্ম কাকে বলে।
বলিলে হবে না, শুধু, দেখাইতে হবে,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে, মানি ডাক তবে।

উত্তর।

কর যদি জ্যামিতির, প্রতিজ্ঞা প্রমাণ
দেখেছ ত জানা চাই, কত কি সন্ধান।

সজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ, আর, স্বীকৃত বিষয়,
প্রথমেতে ভাল কোরে, জেনে নিতে হয়।
তবেই সুবিধা হয়, প্রমাণের তরে।
নতুবা কাহার সাধ্য, সপ্রমান করে॥

প্রমান করিতে হোলে, ব্রহ্ম নিরাকার।
সজ্ঞা সতঃসিদ্ধ আগে, শিক্ষা চাই তার॥
এতে যদি রীতি মত, বুৎপত্তি হয়।
সহজে প্রমান হয়, হরি সর্ব্বময়॥
তাই বলি এ সকল, শিক্ষা কর আগে।
দেখ দেখি প্রমানেতে, কত ক্ষণ লাগে।

প্রশ্ন।

কতকগুলি মানুষ থাকে, আমার বাড়ির কাছে।
চারি শাস্ত্রে তাহাদের পুর্ণ দখল আছে॥
যেথা যত পুণ্যক্ষেত্র, আছে শুন্তে পাই।
নাগিয়েছে ধরাতলে, হেন তীর্থ নাই॥
তারা বলে, নিরাকার চিন্তা করা বৃথা।
পরমাত্মা নারায়ণ, ডহরের কথা॥
হেন কোন ব্যক্তি আছে, অবনি মণ্ডলে।
বোলে দিতে পারে ভেঙ্গে, আত্মা কাকে বলে॥

আত্মা বিনে, আত্মা রাখে, কার সাধ্য ধরে।
হরি হরি করে যারা, মিছে বোকে মরে।

উত্তর।

১

আত্মা আত্মা শিখে রেখেছেন।
শুনেছেন, না চোকে দেখেছেন॥
যদি কেউ দেখে থাকেন।
পা টিপ্তে ডাক্‌কে ডাকেন॥
শোনা কথায় ব্যস্ত যারা ব্যাড়ান পাগল হোয়ে।
ডাক্‌কে ডাকুন দেখিয়ে দেবে চোকে আঙ্গুল দিয়ে॥
যদি বল নিজে ডাক, দেক্তে পান কি?
পরের তরে আলো ধরে, কানা মশাল জি॥

২

নাক কান চোক হাত পা জুটে।
যার জন্তে সদাই খাটে॥
মন বুদ্ধি অহংকার।
রাত দিন যার, শোধে ধার॥
যাহার প্রসাদে নর।
প্রাণী মধ্যে মান্তবর॥
যার জন্তে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যবস্থা।
দিনে দিনে হয় যার উন্নত অবস্থা॥

যার জন্যে দিবা নিশি, রবি শশী ঘোরে।
যার জন্যে নানা জীব, পরে পরে পরে ॥
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরান যে জন্যে প্রচার।
যার জন্যে যুগে যুগে, নানা অবতার ॥
যার অভাবে অপ্রকাশ, স্বয়ং গোলক স্বামী।
পণ্ডিতে তায় আত্মা বলেন, ডাকের কাছে আমি।

৩

সন্ন্যাসী কি গৃহবাসী।
আমায় লয়েই কশা কশী ॥
আমার জন্যে চাকলা ঘোরে।
আমি ছাড়া কে, এ সংসারে ॥

আমি খাই আমি পরি, কথায় কথায় বল।
যাকে তাকে বোলে থাক, আমার কথায় চল ॥
আবার আমায় খুঁজে পাওনি, ঐটী ভারি খেদ।
ঘরে আমি বাইরে আমি স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ ॥

৪

দর্পণে যা দেক্তে পাই।
সেটী আমার বাহ্য ছাই ॥
বাহ্য ছাইকে স্থূল কয়।
ভুল আমি সে আমি নয় ॥

দর্পণে ছাই, সাম্‌নে আমি, দেখিয়ে দিলে চোকে।
তা বলে চোক আমি নয় চোকের কাছেই থাকে ॥

আর্শি সরাও আপ্নি সর, স'রে গেল ছাই।
মাঝ মাঝে কে দেখে নিজে বুঝে দেখ ভাই ॥
সেইটী তোমার সূক্ষ্ম আমি, ক্ষয় ব্যয় নাই তার।
সময় হলেই দেক্তে পাবে আকার প্রকার ॥

৫

কোন আমি ঘাস কাট্‌চে।
কোন আমি ক্ষেতে খাট্‌চে।
কোন আমি শাস্ত্র লেখে।
কোন আমি দাঁড়িয়ে বকে ॥
কোন আমি চুরি কিম্বা ডাকাইতি করে।
কোন আমি বেশ্যালয়ে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
আট ঘাট সব বেঁধে ছেঁদে তালে তালে চলে।
ধন দৌলৎ, কোটা ভিটে, আমি করেছি বলে ॥
বেতাল হোলেই আমি ছেড়ে তোমার কথা কয়।
ও সব আমার প্রকার ভেদ আমি যা তা নয় ॥
তবে কেন আমি বলে, আমায় যদি বল।
শরৎ শশীই সাদা, তবে সংখ কি আর কাল ॥

৬

আবার এমন, আমি আছে।
আমার কথা ভুলে গেছে ॥
তোমার কার্য্য তুমি বই।
খুঁজে পায় না আমি কই ॥

ধন, জন, মান, শরীর, মন।
তোমার হাতেই সমর্পণ ॥
খেতে শুতে দিতে নিতে তোমার কথাই কয়।
সেই আমিই ত আমি, যাতে তোমার পরিচয় ॥
ডাকের স্বভাব সকল কথা অহংকারেই বলে।
আমি তুমি ঘুচে গেলেই জল মিশাল জলে ॥

৭

এজগতে আমি বড় মনোহর চিজ।
আমিই গোলক স্বামী জগতের বীজ ॥
আমা হ'তে উৎপন্ন বিধি বিষ্ণু হর।
ভূচর, খেচর, আমি যত চরাচর ॥
অনাদি অনন্ত আমি আমি সর্ব্বময়।
তবে কি না, সে আমিটে যে সে আমি নয় ॥
আমির মতন আমি, হ'লে বটে তাই।
সুখের মতন সুখ, শান্তি-সুখ পাই ॥
কিন্তু সে রকম আমি, হয় সাধ্য কার।
আমার দ্বারায় হ'লে, হয়ে ওঠা ভার ॥
ভেবে চিন্তে দেখি যদি, আমার বিষয়।
আমাকে এনেছে কেহ, নিজে আসা নয় ॥
এনেছেন যিনি যদি, তিনি দেন মন।
ডাকের বচন আমি, হোতে কতক্ষণ ॥

৮

বাপের অস্থি মায়ের মাস।
আমি হ'চ্চি দুয়ের শাঁস॥

শাঁসের রসের তেত মেট, পরখ পরের কানে।
মিষ্ট হ'লে দশ জনে খায়, বাপ মা জুড়ায় প্রাণ॥
তিক্ত হলে ত্যক্ত সবাই অন্যো বরং পরে।
প্রাণের জ্বালায় বাপ মা আগে আছাড় কাছাড় করে॥

প্রঃ। বল দেখি কি ভাবেতে ঘর কন্না করি।
উঃ। হেথা চাই টাকা কড়ি, সেথা চাই হরি॥

প্রঃ। হেথা বুঝি নারায়ণে, প্রয়োজন নাই।
উঃ। প্রয়োজন কম নয়, প্রতিহাত চাই॥

প্রঃ। এলো মেলো কথা বল শুনে জ্বলে গাত্র।
উঃ। না বুঝে করিলে রাগ, নামে নর মাত্র॥

প্রঃ। নর হ'লে এক মুখে এক কথা কয়।
উঃ। সুচতুর শ্রোতা হ'লে তিনে এক হয়॥

প্রঃ। তিন কথা শুনে কানে, এক কথা বলে।
এ হেন মানব নাকি, আছে ভুমণ্ডলে॥

উঃ। না থাকিলে কথাটা কি, খামকাই হোলো।
বলি তবে শুনো আগে, শুনে তবে বোলো॥

ডাক।

সত্ব রজ তম গুনে, বিধি বিষ্ণু হর।
ব'লে গেল বক্তা বহু কোরে আড়ম্বর।
কিন্তু যদি সুচতুর শ্রোতা থাকে তথা।
সে বলিবে বোঝা গেছে, তিনে এক কথ.
বলিবার বহু লোক, আনা যায় খুঁজে।
শুনিবার লোক কম, শোনে যারা বুঝে॥

প্রশ্ন।

ভাল ক'রে বল তবে, ভেঙ্গে ফের ফার
কিরূপে কোথায় করি, সমাদর কার॥

উত্তর।

ছড়ে রাখে টাকা কড়ি, হাড়ে নারায়ণ।
তারাই প্রকৃত পক্ষে, ধর্ম্ম পরায়ণ॥
টাকা বিনে টেকা ভার তিলার্দ্ধ মহীতে।
টাকা ছেলে, টাকা পিলে, টাকা মাতা পিতে॥
হরি বিনে পরলোকে, নাই পরিত্রান।
হাড়ে হরি রাখে যারা, হরি গত প্রাণ॥

হরি গত প্রাণ হ'লে তবে সুখ পাই।
যেথা যত সুখ আছে, হরি বিনে নাই ॥
হৃড়ে যদি হরি থাকে, টাকা থাকে হাড়ে।
হেথা বল, সেথা বল, জ্বালা মাত্র বাড়ে ॥
হৃদয়েতে থাকে যদি, হরি নাম আঁকা।
মুখে মাত্র করে খালি, টাকা টাকা টাকা
তারাই অবনি তলে, মানবের মধ্যে।
জ্ঞান গম্য অনুসারে, বলে ডাক পদ্যে ॥

নানা কথা।

১

ভ্রমর যখন মধু খায়।
সেই জানে কি মজা তায় ॥
যখন গুম্‌রে বেড়ায় খাবার তরে।
তোমা আমাকেও মোহিত করে ॥
ক্রমে যত এগিয়ে আসে ফোঁপল চাকির কাছে।
আপ্নি মোহিত অন্যে মোহিত পদ্ম মোহিত গাছে ॥
ভেবে চিন্তে রেখে ঢেকে গরবে ডাক কয়।
ছুঁই ছুঁয়েতে যত মজা ছুঁলে তত নয় ॥

২

একটি নারী একটি নর।
স্ত্রী পুরুষে করে ঘর ॥

যে যা বলে তাই সয়।
কেউ কারো অবাধ্য নয়॥
এই ভাবে যার ঘর কন্না।
হয়ও তেমন সুখ পায়া॥
একথাটি ঠারে ঠোরে।
যেম্‌নে ফেরাও তেম্‌নে ফেরে॥

৩

জীবিত লোকের দোষ ঘোষণা।
তাতে বড় যায় আসে না॥
হয়ত শুন্‌লে, নয়ত নয়।
শুন্‌লে ছুট মান্যে না হয়॥

৪

ম'লে হ'ল সূক্ষ্ম কায়।
শুনা দূরে থাক, দেক্তে পায়॥
তখন কত ভূত বিদ্যুৎ তার জন্যে খাটে।
তার নিন্দা শুন্‌লে, তারা বাপের মাথা কাটে॥
তার গুণগান শুন্‌লে, তাদের ফুলে উঠে ছাতি।
তাকেও তোলে লক্ষযোজন, একেও কেনায় হাতি॥
এখন বল দোষাদোষ যে যাতে সন্তোষ।
ডাকের কথা দোষাদোষের বিচার থাকাই দোষ॥

৫

আমি যদি মরে যাই।
কাঁদ্‌বে কন্যা পুত্র ভাই ॥
বেঁচে যদি যেতে পারি।
হাস্‌বে যত নর নারী ॥
ছোট ছোট কথা গুলি বড় কাজে লাগে।
মোরে গেলে পরে যাব, বেঁচে গেলে আগে ॥

৬

বাঁচার পরে বাঁচে, আর মরার আগে মরে।
তাঁরাই জীবন-মুক্ত-পুরুষ মুক্ত করে পরে ॥
বাঁচার আগে বাঁচে আর মরার পরে মরে।
তাঁরাই মরণ-মুক্ত-পুরুষ যুক্ত করে পরে ॥

৭

বদ্ধ জীবের আনা গোনা।
মাকুর যেমন কাপড় বোনা ॥
যতক্ষণ, না ফুরোয় সুত।
ততক্ষণ ধায় তাঁতির গুঁত ॥

৮

মুক্ত জীবের ভবে আসা।
তেলের যেন জলে ভাসা ॥
ভেসে উঠে ডুবিয়ে দিলে।
পিছ্‌লে পালায় ধ'র্ত্তে গেলে ॥

৯

যার ধন বড়, তার মান নাই।
যার মান বড়, তার মন নাই॥
যার মন বড়, তার জ্ঞান নাই।
যার জ্ঞান বড়, তার প্রাণ নাই॥
যার প্রাণ বড়, তার সব চাই॥

১০

দেব দেবীকে যে যা দাও।
শেষকালে তার প্রসাদ পাও॥
শশা কলা ছেড়ে দিয়ে মন দাওনা তবে।
প্রথা মত পড়ে র'য়েছে তারই প্রসাদ পাবে॥
সেই প্রসাদই প্রসাদ, যাকে আত্মপ্রসাদ বলে।
শেষকালেতে পেতে হয় না, ভোগের আগেই মেলে॥

১১

মানুষে যে যে মস্‌লা চাই।
কোন দেহে তার অভাব নাই॥
তবে খালি ভেদ মাত্র ভাগের কম্ বেশী।
তাই হয় কেউ অজা, মীন, কেউ ব্রহ্ম-ঋষি॥

১২

যে বলে যে বেঁচে আছি।
মরে গেছে সে টের পেয়েছি॥

যে বলে যে আছি মোরে।
বাঁচায় খায় সে কিছু ধারে ॥
ডাকের কাছে সেইত বাঁচে।
আমিত্ব যার উড়ে গেছে ॥

১৩

মানুষ বলে কাকে?
যে নিজের কথায় থাকে ॥
লম্পট কি নিজে চোর।
এই ভাবনা ভেবে থোর ॥
আপন দোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্ধ পরের দোষে।
গোপন কোরে নিজের গুণ পরের গুণ ঘোষে ॥
পরের ধনে পরের কথায় দৃষ্টিপাত নাই।
কিসে পরের কাজে লাগে, চেষ্টা সদা তাই ॥

১৪

রেগে যদি শালা বল।
ওম্নি দু চোক রেঙ্গে গেল ॥
হেসে যদি বলি শালা।
শালা নয় সে বনাই বল্ল ॥
কাকে বল ভাল, আর কাকে বল পাজি।
যেমন সাজাও তুমি, তেম্নি আমি সাজি ॥
যদি বল, চটালে কি চটে মানুষ হোলে।
তেমন মানুষ লাখের মধ্যে, একটা যদি মেলে ॥

শরীর একটি জলের কুঁজো, পূর্ণ পাপ জলে।
পুণ্য যেন পাথর কুঁচি, ঠিক উপমা মেলে॥
যত্ন কোরে কুঁজোয় যদি, ফেল এক একখানি।
পাথরেতে পুর্‌বে কুঁজো, উপ্‌চে যাবে পানি॥

১৫

মানুষে কি আর শরীর চায়।
থাকে থাকে যায় যায়॥
যার জন্যে শরীর মন।
তারই করে অন্বেষণ॥
দয়াময়ের মায়ায় দেহ, এম্নি গঠন তার।
যা খুঁজ্‌বে তাই মিল্‌বে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!
ডাকের কথা মায়ার দেহ, মায়া কেন তায়।
যাক্ বল্যে বরং থাকে, থাক্ বল্যেই যায়॥

১৬

মাটির ভিতর সোণা ফলে'।
হাড় মাসেতে ভেল্কি খেলে॥
মাটি টাড়ো, মাটি নাড়ো, দেক্তে পাবে সোণা।
হাড় মাসেতে দেখিয়ে দেবে, বেদে যা, না জানা॥
শরীর মাটি সমান ভেবে যত্নে যোগাও জল।
নাড়, চাড়, কুড়োও, পাড়, মোক্ষ গাছের ফল

১৭

শিক্ষা কোর্ত্তে শিক্ষা নাই।
শিক্ষা দিতে অনেক চাই॥
যে জন হরি পরায়ণ।
রাস ধরে তার নারায়ণ॥
হৃদয় মাঝে কার্য্য শেখান।
চোক্কের মাথায় গাড়ি হাঁকান॥

১৮

বেঁচে মোলে একবার।
মোরে মোলে নাই, সংখ্যা তার॥
বেঁচে মরা অতি সোজা।
মরা কথাটি মনে বোঝা॥
সাধ করে কি বাঁকা সোজা বলি সবার কাছে।
মোরে যাবার যুক্তি নাই—বেচে যাবার আছে॥

১৯

মধুর ছিটে চোখে দিলে কাটে চোখের ছানি।
মধুসূদনের ছিটে দিলে নিষ্পাপ হয় প্রাণি॥
যত ছানি কাটে তত চোখে ঝরে জল।
যত পাপ কাটে তত হাসি খল খল।

২০

নরের প্রধান দুটি কর্ম্ম।
একটি ধন একটি ধর্ম্ম॥

ধনের আদর করা চাই, ধর্ম্ম রক্ষা হেতু।
ধর্ম্ম হোচ্চে এক মাত্র ভব সাগরে সেতু॥
ডাকের কথা যে পুরুষের কায়দা ছুটি থাকে।
মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, ধন্য বলি তাঁকে॥

২১

পুণ্য কি, তা পাপী জানে।
পাপ কি, জানে পুণ্যবানে॥
পুণ্যে পুণ্য, পাপে পাপ।
জলে জল, তাপে তাপ॥
তাতে কি আর মজা বল?
আঁধারে আধার, আলোয় আলো॥
পুণ্যবানে করে পাপ তুষানলে জ্বলে।
হাতে হাতে কেটে যায় প্রায়শ্চিত্ত ফলে॥
পাপী করে পুণ্য কর্ম্ম, আহ্লাদে আটখানা।
সুখে সুখে ভোগে সুখ, অসুখ জানে না।

২২

পুণ্যবানে পাপের দণ্ড হাতে হাতে পায়।
পাপীর পাপের দণ্ড পেতে বহুকাল যায়॥
সাদা জামা দাগি হোলে, আগে তাকে কাচি।
কালি পড়েছে, কাল জামায় তবু পোরে আছি॥

হাড়ে মাসে জড়িত কায়।
ঠিক যেন যম দূতের প্রায়॥
মোটা মোটা হাতের গুলো।
মেদিনী কাঁপিয়ে চল॥
মনে কচ্চো লাঠি ধোগ্যে পঞ্চাশ জন ভাগে।
সোণার অঙ্গ মাটি হোতে কতক্ষণ লাগে॥

২৩

বিষয়ে যার আস্থা বড়।
ডাক বলে তায় বিষয় ছাড়॥
অবিষয় যে ইচ্ছা কর।
ডাক বলে তায় বিষয় ধর॥
বিষয় থাক্তে অবিষয়ের চিন্তা যার আসে।
তাঁর পায়ে ডাক গড়াগড়ি মনের উল্লাসে॥

২৪

আমি খাব আর খোকা খাবে।
শৃগাল কুকুরেও এ গুণ পাবে॥
পরকে দিয়ে আপ্নি শুকোয়।
তার ভয়েতে দেবতা লুকোয়॥

২৫

যত মানুষের বয়স বাড়ে।
তত রসুনের খোসা ছাড়ে॥

শাঁস বেরুলেই গন্ধ ছোটে।
আরো ছোটে কেউ যদি খোঁটে॥

২৬

অমানুষের বয়স বাড়ে।
ক্রমে রসুনে খোসা পড়ে॥
এম্নি খোসা পড়ে তাতে।
শাঁস পোচে যায় গন্ধ যাতে॥

২৭

অবিষয় যার অনুমান।
হোলই বা সে হনুমান॥
বিষয় মদেই ঢলাঢলি।
মনু হোলেও হনু বলি॥

২৮

দৈব দোষে নৈতে নার, কার্য্যে কর কু।
স্বর্গে যাবার সাধ থাকেতো চিন্তা কর সু॥
সুচিন্তা কি?
পরের সোণা রাং বরাবর, পরের মেয়ে ঝি।
কুচিন্তায় শরীর মাটি।
সুচিন্তায় বয়ার খুঁটি॥
কু কার্য্যে পাপের ক্ষয়।
সু কার্য্য কাযই নয়॥

প্রঃ। কাজ নয়ত সুকার্য্য, বলি তবে কার ?
উঃ। এমন কথা বল যাতে, নির্ব্বাণ পদ পায়॥

প্রঃ। পূজো আজা, রাস দোল, সুকায কি নয় ?
উঃ। সুকার্য্য বটে, তাতে স্বর্গ ভোগ হয়॥

প্রঃ। স্বর্গ ভোগই মন্দটা কি, ইচ্ছা আজই যাই ?
উঃ। দিন কত বই আস্তে হবে, অক্ষয় সুখ নাই॥

প্রঃ। কর্ত্তব্য জ্ঞানে যদি সৎকার্য্য করি ?
উঃ। সদসৎ জ্ঞান থাক্তে, সাধ্য কি যে তরি ?

২৯

যারা ভাবে বোল্‌ব বোলে।
তেল দে বেড়ায় পরের কলে॥
কোর্‌ব বোলে ভাবে যারা।
নিজের কলেই তেল দে সারা॥
ডাক বলে বাক্ রাখ ভাই।
বলাও চাই করাও চাই॥

প্রশ্ন।

৩০

ভেঙ্গে বল্যে বুঝ্তে পারি।
কোন্ কথা কই কি কাজ করি ?

উত্তর।

৩১

কাজ বলি যায় নির্ব্বাহ হয়।
কথা বলি, যায় জ্ঞানের উদয়॥
শাস্ত্র জ্ঞান, তত্ত্ব জ্ঞান, সে জ্ঞান নয় হেথা॥
যার উপরে জ্ঞান নাই জ্ঞানময়ের কথা॥

নির্ব্বাহই বা বলি কাকে?
হেথা সেথা যায় বজায় থাকে॥
হেথা বজায় অনুজীবির প্রতি কল্প তরু।
সেথা বজায় সাধ থাকে, যায় সহায় থাকে গুরু॥

৩২

ঘাটের মাঝে, হাটের গোল, তাতে যদি মন মজে।
তবে আবার পরম হংস, কে কোথায় খোঁজে?
তোমার আবার ফুল জল কি, কাকেই তুমি ডাক?
ঘরকন্না ছেড়ে কেন ঘাটে বসে থাক?
ডাক বলে যা ভাল লাগে, শ্যামা কিম্বা শ্যাম।
লুকিয়ে বলো বুকিয়ে চলো, ঐ যে গোলক ধাম॥

৩৩

পূজা করে নানা ছাঁদে।
স্বর্গে যাবার রাস্তা বাঁধে॥

পূজা ছেড়ে মালা জপে।
স্বর্গে ওঠে ধাপে ধাপে ॥
মালা ছেড়ে জপে হাতে।
স্বর্গে উঠে পুষ্প রথে ॥
ধন্ত মাতা, ধন্য পিতা, ধন্য বলি তাঁয়।
যিনি মনে মনে মন সঁপেছেন, মন মোহনের পায় ॥

৩৪

উর্দ্ধ করে কেউ বা ফেরে, কেউ বা মাথা হেঁট।
নাকে মুকে রক্ত ওঠে, পিটে ঠেকেছে পেট ॥
কেউ বা যোগে, কেউ বা জাগে, কেউ বা শ্মশান-বাসী।
জটাজুট পরে মাথে ভস্ম রাশি রাশি ॥
কেউ বা উড়ে, কেউ বা পোড়ে, কেউ বা ওট বোস্।
না বুঝ্‌লেই আঁকু পাঁকু, বুঝ্‌লে হেদোর মোষ ॥

৩৫

প্রথমেতে অনুমান।
তার পরেতে গুণ গান ॥
তার-পরেতে পাবার আশা।
তার পরেতে মাজা ঘষা ॥
মেজে ঘোষে হোলে ঠিক।
ফোল্‌বে আশায় শতাধিক ॥
হাটের আগে বিকোয় ভাও।
বেচা কেনায় শেষে কাও ॥
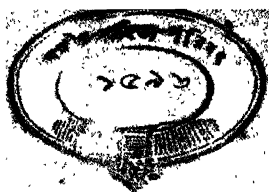
বন্দনা।

যে যেখানে, যে রসের, কর আলোচনা।
ভাল মন্দ, গদ্য কিম্বা, পদ্যের রচনা॥
করজোড়ে, করে ডাক, সবারে মিনতি।
তিল তিল, না শক্তি দিলে, কে করে উন্নতি॥
যদি বল, বন্দো নিজ, উন্নতির তরে।
অবনতি, ইচ্ছা বল, কে কোথায় করে॥
কিম্বা কে, কোথায় আছে, জ্ঞানে পূর্ণ নর।
উন্নতি বিষয়ে যিনি, সবার উপর॥

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

ভব নদীর ভারি ঝাঁজ।
উপ্‌রি আগুন ভিত্‌রি গাঁজ ॥
ভার হোলো যে এগোনা।
মা গো, একবার জাগোনা ॥
ডুবে গেলে যাওয়া ভার, জড়িয়ে যায় পা।
ভেসে গেলে আগুন তাতে, ঝোল্‌শে যায় গা ॥
মনে মনে সাধ করেছি, বাবার কাছে যাব।
যাই যুই না বলে দিলে, কি কোরে পেরব ॥
টের পেয়েছি, তুমি ভারি, ছেলে ভাল বাস।
কপট নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে, মাথা তুলে বোস ॥
কোটী কল্প, কাল কাটালে, কোলে কাঁকে লয়ে।
এখনো কি সাধ মেটেনা, চুড়ধড়া দিয়ে।
মিটুগ বা, না মিটুগ তোমার, মিটিয়ে আমি নিছি।
আর কি ওসব ভাল লাগে, সাবালক হোয়েছি ॥

খুলে দাও চুড় ধড়া, কোমরের দড়ি।
না দাও, জবাব দাও, দড়ি কেটে উড়ি ॥
তবে না কি আমার তরে, ঢের ভুগেছ জ্বালা।
পাছে তুমি দুঃখ কর, সেই খাতিরে বলা ॥

মাতার উত্তর।

মধু মাখা কথা শুনে ঠাণ্ডা হোলো প্রাণ।
ঘুমিয়ে আছি বল কেন সুবোধ সন্তান ॥
রাগ কোরনা বাছা, তবে বলি দুট কথা।
আমি জেগে আছি, তুমি ঘুমে ন্যাতা প্যাতা ॥
তুমি খালি তুমি, তোমার কোন বল নাই।
হাসো কাঁদো চল বল আমি জাগি তাই ॥
আমি ত আর তোমার মত, তুমি মাত্র নয়।
একা আমি হোতে পারি, ইচ্ছা যত হয় ॥
একা হোয়ে নানা রূপে, ব্যাপ্ত চরাচরে।
জেগে আছি খালি তোমার, ঘুম ভাঙ্গাবার তরে ॥
ঈষৎ একটু ঘুম ছুটেছে, বোল ফুটেছে তাই।
আর দেব না চুড় ধড়া, উড়ে কাজ নাই ॥
সাবালকই বট তুমি, এতদিন পরে।
জেগে কি ঘুমিয়ে আছি, বোঝ' এইবারে ॥
আগুন গাঁজের জন্যে তোমার, আর কেন ধন ভাবা।
কোথা যাবে বাবার কাছে, আমিই তোমার বাবা ॥

আমিই হরি, আমিই হর, আমিই চতুর্মুখ।
আমিও আমি, তুমিও আমি, তোমার সুখেই সুখ।
ডাকের কথা মায়ের মায়া বুঝ্‌তে পারা ভার।
মা-ই বাবা, বাবা-ই মা, নামে ফের ফার ॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

কি কষ্ট তোমার মাতা।
কি তাপে তাপিত পিতা ॥
কেন আমায় গর্ভে নিলে।
কেন আমায় জন্ম দিলে ॥

পতিত্বে বোরেছ যেই, রমণী রতন।
ধরাতে অভাগি নাই তোমার মতন ॥
আমায় যারা সম্বোধন, কর পিতা বোলে।
কি পাপেতে এ ঔরষে, জন্ম এসে নিলে ॥
স্বর্গাদপি:গরিয়সী, জন্ম ভুমী ধরা।
তোমারো কি তনু এত, পাপে পুর্ণ করা ?
এত দিনে যে ভারে, নিস্কৃতি পেয়ে ছিলে।
আমায় এনে কোটী গুণে, ভারি হোয়ে গেলে ?
এ আক্ষেপ আমায় কি আর, কোর্ত্তে হোত ভুলে।
পরাৎপর ! তুমি যদি, না থাক্তে মুলে ॥

কোথা পেতাম, পিতা মাতা, দুহিতা বনিতা।
কে জান্ত জন্ম ভূমী, ধরণীর কথা ॥
কার কথা বা কে বোল্‌তে, যেতো কার কাছে।
তুমিই যত নাটের গুরু, তা বই সকল মিছে ॥
খুব দেখালে গুণপনা, সৃষ্টি তুমি কোরে।
ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি, দিতে হয় কি পুরে ॥
যদ্যপিও আমি বটে, অশেষ পাতকি।
তোমার মত অত নই, বিশ্বাসঘাতকি।
পিতৃ পুণ্যে সুখ ভোগ, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
তোমার পাপে, ভুগ্‌ছি আমি, নিজের পাপে নয়।
চুলোয় যাগ্যে কি হবে আর, তোমায় মিছে বোকে ॥
উপর ওলা না থাক্‌লে, এম্নি হোয়েই থাকে।

নারায়ণের উত্তর।

কথা শুনে তুষ্ট হোলেম।
ভাগ্যে সৃষ্টি কোরে ছিলেম ॥
আশার অধিক ফল ফোলেছে।
আসন ছেড়ে, গা টোলেছে ॥
তোমার মনের কথা তুমি, বোল্‌ছ বাবু বটে।
আমার মনের কথা কিছু, মনেতে কি ওঠে ॥
সৃষ্টি কোরে আমি এখন, প্যাচে পোড়ে গেছি।
সোরে যাবার স্থান নাই, তাই মোরে পিটে আছি ॥

ইচ্ছা হোলেই হোয়ে পড়ে, ঐটী আমার দোষ।
মারো ধরো পিড়ন কর, কাজেই সন্তোষ॥
এই বয়েসে ঢের দেখেছি রং বিরংয়ের ছেলে।
সবাই কেবল আমার গোড়ে গোড়েন দিয়েই চলে॥
পষ্ট পষ্ট শুনলে দুটো জুড়ায় বরং হিয়ে।
ইচ্ছা করে, দুচার দণ্ড, আলাপ করি লয়ে॥
অবিশ্বাসি বঠে আমি মিথ্যা সেটা নয়।
*কল কৌশল নৈলে কি আর, কার্য্য সফল হয়॥
ক্ষীরের ভিতর, হীরের ছুরি, দিতে হয় কি সাধে।
নৈলে তোমায় কার সাধ্য, বিনা সুতে বাঁধে॥
যদি বল দরকার কি, আমায় বেঁধে ধোরে।
সভার মাঝে আমার কেবল সাফাই দেবার তরে॥
সৃষ্টিছাড়া মুর্ত্তি আমার, দেখা যায় না চোখে।
তোমার মুখে না শুনলে, মান্‌বে কেন লোকে॥
বোল্‌ছ বটে, আমার কেহ, উপর ওলা নাই।
লবণ যেমন, নীরকে ডরায়, নরকে আমি তাই॥
উপস্থিতে, তুমিই এখন, প্রমাণের স্থলে।
নৈলে কি আর পার পেয়ে যাও, অত কড়া বোলে॥
বল তাতে রুষ্ট নই, তুষ্ট বরং আছি।
এম্নি কোরে সবাই বলে, তা হোলেই ত বাঁচি॥
বেশ হয়েছে, আশ মিটেছে, এম্নি কথাই চাই।
ত্যাগ কর ধন, মনের মলা, ভিন্ন ভাব নাই॥

কিন্তু যখন টের পেয়েছ, আমার চাতুরি।
বাহু তুলে, দাঁড়াও যাদু, আলিঙ্গন করি॥
ডাকের কথা দেক্তে পাচ্চি, এম্নি দরাই বটে।
নৈলে কি আর, একাল সেকাল, সমান পসার খাটে।

ডাকের প্রশ্ন।

পাপ কোচ্চি, টের পাচ্চি, ভুগ্‌ছি পাপের জ্বালা।
রেতে বলি কোর্বোনা আর, কোচ্চি দিনের ব্যালা॥
দিনে বলি, যা কোরেছি, কোর্বোনা আর রেতে।
ফিরে ঘুরে, আবার করি, পাপের মায়ায় মেতে॥
বোঝা গেছে, তোমার চেয়ে, পাপের বলই বেশি।
দেখো দেখি, এবার কেমন, তোমার কাছে ঘেঁশি॥
মাঝে মাঝে, উদয় হয়ে, বাড়িয়ে দাও জ্বালা।
বল বিহিনের, উপাসনা, ভস্মে ঘৃত ঢালা॥
যা কোরেছি, তা কোরেছি, কোর্বোনা আর মোলে।
পাপের সেবাই কোর্বো এবার, ডেকে হেঁকে বোলে।
পাপই যখন, হর্তা কর্ত্তা, বিধাতা সংসারে।
পাপের দ্বারাই, তখন আমার, মুক্তি হোতে পারে॥

নারায়ণের উত্তর।

যা বোলেছ বাবু তুমি, সঙ্গত সকলি।
ইহার জবাব নাই, তবু দুট বলি॥

নিষ্পাপ নির্ম্মল খালি যা আছি তা আমি।
সুখ নাই দুঃখ নাই নির্গুণ নিষ্কামী॥
স্বীয় শক্তি, সরিয়ে দিছি, মায়া যাকে বলে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হোচ্চে মায়ার কৌশলে॥
মায়া বলে, যা হোচ্চে, সকলইত পাপ।
পাপের ভিতর, আমি আছি, পাপই আমার খাপ॥
খাপের ভিতর, থরমামিটার, তার ভিতরে পারা।
তেম্নি আমি, থাকে থাকে, অনেক পাপে ঘেরা॥
ক্রমে ক্রমে, খাপ খশালে, বাহ্য পাপ যায়।
শুদ্ধ পাপে লিপ্ত হোলে, তৃপ্ত আমি তায়॥
শুদ্ধ পাপ মনে কর, স্বচ্ছ যেন কাচ।
চতুর্দ্দিকে আল বাজে নাই খিচ খাচ॥
কাচের ভিতর পারা যেমন, ঝিকি মিকি করে।
শুদ্ধ পাপে তেম্নি আমায় দেক্তে পায় নরে॥
যদি বল কাকে তুমি, বল শুদ্ধ পাপ।
অন্তরে গরল মুখে মধুর আলাপ॥
অন্তরের পাপ যারা খুলে ব্যক্ত করে।
তারাই আমায় দেক্তে পায়, দেখায় অপরে॥
পাপের সেবা কোর্ত্তে পার ক্ষতি তাতে নাই।
যত দিন শরীর ধারণ কিছু পাপ চাই॥
যদি বল ইচ্ছা করে হোতে তোমার মত।
আমার তত মজা নাই, তোমায় আমায় যত॥

আম্‌ড়া আটির মত হীরে, হীরে বই নয়।
সোনার মাছের হীরের চোক, শত মুখে কয়॥

ডাকের প্রশ্ন।

যত বলি ভাল কথা যত সাধু হই।
পরের কাছে সাধু বটে নিজের কাছে নই॥
কিসে পাব শান্তি সুখ শুদ্ধ নহে মন।
এমন মনও আমায় দিতে, হয় কি নারায়ণ?

নারায়ণের উত্তর।

মনের চেয়ে তেজি চিজ কিছু নাকি নাই।
নিজের মন বাহির কোরে, তোমায় দিছি তাই॥
স্বাধিন ভাবে থাকে যদি শুদ্ধ হওয়া ভার।
তোমার যখন চোক্ পোড়েছে, কদিন লাগে আর॥
দশে পাঁচে ঘোলা হয় মানবের মন।
সাধুসঙ্গ হোলে হয় মনের মতন॥
মনের তরে তোমার কেন, অত মাথা ব্যাথা।
মনে নাই কি যুধিষ্ঠিরের, মনের মনের কথা॥
মনের কথা প্রকাশ কর লোক বিশেষের কাছে।
তোমার তরেই শান্তি সুখ শিকেয় তোলা আছে॥

নানা কথা।

১

কোথা ফুটবে পদ্মফুল।
ভেবে রেখেছেন মূলের মূল॥
জন্ম অগাধ জলের পাঁকে।
সাধ্য কি যে লুকিয়ে থাকে॥
যখন কলি, তখন জলে, ফুট্‌লে জলে ভাসে।
চরাচরে, সবাই ফেরে, এই নিয়মের বসে॥
যদি বল নিজের সুখের চেষ্টা কেন তবে।
তুমি আমিই ভেবে মরি, মানুষে কি আর ভাবে॥

২

অমুক কোল্যে অমুক হোতো।
ওকথা কি যুক্তি মত॥
যা হবার তা হোয়ে গেছে।
তার জন্যে ভাব মিছে॥
যা হবার তা হবে পরে।
কার সাধ্য রাখ্‌তে পারে॥
উপস্থিতে সুখ পাও যায়, সেইটী তুমি কর।
য কালে যা হবার হবে মরো আর তরো॥

৩

হেসে হেসে যে কাজ করি।
সেইটী ভব-পারের তরি॥
যে কাজ করি বিমর্ষে।
তাতেই জেনো পাপ অর্শে॥
কতক কাঁদি, কতক হাসি।
অকূলেতে ডুবি ভাসি॥
তরি ভাল মরি ভাল, এড়িয়ে গেলেম জ্বালা।
ডাকের কথা কষ্ট ভারি, ভাসা ডোবার বেলা॥

৪

ছোট খাট মাচ ধোর্ত্তে শীপ হুইলেই চলে।
তাগী চাই অগাধ জলের মাচ ধোর্ত্তে গেলে॥
অন্ত অন্ত শাস্ত্রে হয় স্বাকার স্বীকার।
গীতা বিনে কার সাধ্য ধরে নিরাকার॥

৫

মনে কোল্যেই যদি হোতো।
এত দিনে ডাক স্বর্গে যেতো॥
মনের স্বভাব সবাই জানে।
সাধ যায়, যা দেখে শুনে॥
মন তুমি নয়, তোমার মন, ফিরছে তোমার কাছে।
তুমিও আবার, তোমার নয়, তোমার উপরেও আছে॥

তাঁকে ধোরে তুমি চল, তুমি চালাও মন।
হেসে খেলে হাসিল কর অসাধ্য সাধন ॥

৬

খাওয়া শোওয়া আর কথা কওয়া।
এই তিনের দোষেই, আসা যাওয়া ॥
অন্য কিছু পার না পার।
তিনের একটী কায়দা কর ॥
এক ঠাকুরের তিনটী ছেলে।
তিনটি মরে একটী মেলে ॥
তিনের যে দিন কায়দা হবে।
হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে যাবে ॥

খাওয়ার কথা।

৭

বিশেষ বিবেচনা কোরে এম্নি খাওয়া চাই।
কোন রূপে কারো যাতে কোনো ক্লেশ নাই ॥

শোওয়ার কথা।

৮

সোনার বরণ সাত নলাটি শূন্যে রেখো ঠায়,
যাতে লক্ষ্য বেঁধা যায়।
দেখো যেন মাটি বিঁধে মাটি কোরনা তায় ॥

তবে যদি দশে পাঁচে মোর্চে পোড়ে থাকে।
যোবে মেজে সরল কর ঊর্দ্ধ মুখে রেখে॥

কথা কওয়ার কথা।

৯

বুঝে সুজে সভার মাঝে এমন কথা কও।
যেন সবাই তোমার বাপের ঠাকুর, তুমি কারো নও॥

১০

কান দিওনা পরের কথায়।
ব্রহ্ম বিরাজ সকল মাথায়॥
চাপা পোড়েছে আঙ্গার মাটী।
ডাক একটী উষ্ণ কাটি॥
যদি বল সে আগুনে, চাপা পোড়্‌লো কেন?
দোসর হীনের ঘরকন্নার, ঝন্‌ঝট্‌ত জান॥
যার জন্যে কাজ আট্‌কায়, সেইদিকেতেই পড়ে।
ছেলে পিলে,মানুষ হোলেই বাহুবল বাড়ে॥

১১

প্রথমে পাশব জ্ঞান।
দ্বিতীয়েতে সূর্য্য ধ্যান॥
তৃতীয়ে বরুণ বাই।
চতুর্থে আভাস পাই।

পঞ্চমেতে তন্ত্র মন্ত্র পূজার পদ্ধতি।
ষষ্ঠে তত্ত্ব জ্ঞান যাতে ন্যায়ের উৎপত্তি॥
সপ্তমেতে ব্রহ্ম জ্ঞান হরি কথা বলি।
অষ্টমেতে জ্ঞানময়ের সঙ্গে কোলাকুলি॥
একেই বলি লক্ষ্যপ্রাপ্তি মোক্ষ বোল্যেও হয়।
যাতে পাই শান্তি সুখ অক্ষয় অব্যয়॥

ক্রমে প্রচার হইল ডাকের কাছে যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করে, তাহারই উত্তর পায়, কাজেই শিক্ষিত অশিক্ষিত ভাল মন্দ নানা ধরণের লোক আসিতে লাগিল, যখন যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন ডাক তাহারই উত্তর করে।

প্রশ্ন।

১২

আসা যাওয়া পক্ষে লোক, নানা কথা কয়।
কাকেই ফিরে আস্‌তে হয়, কাকেই বা না হয়?

উত্তর।

১৩

এসে যারা পৌঁছে গেছে, তাদের পক্ষে নয়।
রাস্তা থেকে ফিরে গেলেই ফের আস্তে হয়॥

প্রশ্ন।

১৪

চতুরশী লক্ষ যোনি, ভ্রমণের পর।
পেয়েছি মানব দেহ অতি মনোহর ॥
এইত আমি রাস্তা ছেড়ে, এসে পড়েছি হেথা।
রাস্তা থেকে ফিরে যাব, অসম্ভব কথা ?

উত্তর।

১৫

গয়া গিয়ে যত দিন, না পিণ্ডদান হয়।
তত দিন ত গয়া যাওয়া সাব্যস্থ নয় ॥
ছেলের কাছে যত দিন, না মুক্তি পাওয়া যায়।
মানুষে কি তত দিন, ছেলে বলে তায় ॥
মানব হোয়ে এলেই কি, আসা বলি তাকে।
বিষয় বাসনা থাকে, পথে পথেই থাকে ॥

প্রশ্ন।

১৬

বিষয় আশয় থাকে যদি পথে পথেই রয়।
তবে আবার আসার মত, আসা কাকে কয় ?

উত্তর।

১৭

চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, নাই আরাধনা।
প্রণবেতে প্রেম নাই, স্বতন্ত্র ধারনা॥
মিটে গেছে ধন মান সন্তানের আশা।
ডাকের কথা, আসার মধ্যে, তাকেই বলে আসা॥
তাকেই আসিতে আর হবে না এখানে।
নতুবা, আসিব থাকি, যত ধনে মানে॥

প্রশ্ন।

১৮

ধন জন মান সবই আছে, সুখে খাই দাই।
এ ছাড়া কি হেথা কোনো, অন্য সুখ নাই?

উত্তর।

১৯

ধন জন মান ক্ষনিক সুখ, প্রত্যাশা তার মিছে।
পৃথিবীতে সুখ যা আছে, হরি নামেই আছে॥

প্রশ্ন।

২০

সুখ যদি তার, এতই বেলে।
হরি নামটা কাকে বলে॥

গায়ে মেখে ডেকে হেঁকে মুখে বোল্যেই হয়।
না, আরো কিছু সুখ আছে, ওটা কিছু নয়?

উত্তর।

২১

মোটা মুটি, গুওএকটা, বেশ যুক্তি বটে।
সুখ হচ্চে, জীব বোল্‌বে, গোপন কোরে ঠোঁটে॥
ডেকে হেঁকে বলি ওটা, বাহ্য গুণ গান।
অন্তরে অন্তরে করি, প্রেমামৃত পান॥

প্রশ্ন।

২২

গুণগানে কিবা গুণ, কিবা পাওয়া যায়।
গানের কি গুণ আছে, কিবা ফল তায়॥

উত্তর।

২৩

ফলাফল ধোর্ত্তে গেলে, কাতেও কিছু নাই।
জোর কোরে কে করায় যেন, কোরে থাকি তাই।
করান যিনি তিনিই জানেন, কাতে কি বা ফল।
ফলের আশে পান করে কি, গলা শুকুলে জল?

২য় উত্তর।

২৪

গুণা গুণের কথা কিছু বোল্‌তে বরং পারি।
পানের গুণে মত্ত হই, গানে মত্ত করি॥
গুণাশ্রয়ে করি গান, গুণাতীতে পান।
স্বগুণেতে গুণবান, নির্গুণে নির্ব্বান॥

প্রশ্ন।

২৫

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, জন্মটা খুব ভাল।
দেক্তে পাচ্চি এ জন্মটা, অকারণই গেল॥
দিবা নিশি অর্থ চিন্তা, হাঁসের পাল খেতে।
দুই একবার হরি বলি, কি হবে আর তাতে?

উত্তর।

২৬

দুর্লভ জনম বটে, সুলভ নাম হরি।
ছোট্টো কথা নামটী বটে, দমে বড় ভারি॥
ডাকের কথা স্যাকরা খুড়, ভাব্‌ছ কিশের দায়।
লোহার ছেনির মাথা ছ্যাঁচে, টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌ যায়॥

প্রশ্ন।

২৭

মনে মনে ইচ্ছা হয়, ভাবে হই ভোর।
ভেবে কিছু পাওয়া ভার, শক্ত ভব ঘোর॥
ওর মধ্যে একটা কিছু, দৃষ্টান্ত দিয়ে।
বুঝিয়ে দিলে হারি পারি, নাড়ি চাড়ি নিয়ে॥

উত্তর।

২৮

বেচা কেনা, পাপ পুণ্য ধরা ভবের হাট।
এলো সূতে বাঁধা দেহ, তোলা দোকান পাট॥
বাজ্‌রা খালি কোর্ত্তে পার, তবেই জানি হেটো।
নৈলে বাজ্‌রা মাথায় কোরে, হেথা সেথা ছুট॥
তাতে কাট্‌লো, কাজ মিট্‌লো, সুখে গেলে ঘরে।
নৈলে যাওয়া বড় দায়, ফেরো দ্বারে দ্বারে॥
যদি বল ঘরে যাবার, ভাব্‌নাটা কি আছে।
কোন্ মুখেতে যাবে রাজা, মহাজনের কাছে॥
না কিন্‌লে, না বেচ্‌লে, পচিয়ে দিলে মাল।
হেথাও গেল গোলে মালে, সেথাও গোল মাল॥
ডাকের কথা পড়্‌ন্ গাঁয়ে, পণার থাকে যার।
ডাক্‌তে হয় না, কথায় কথায়, বাজ্‌রা খালি তার॥

প্রশ্ন।

২৯

যে যেখানে যে ভাবেতে, ঘর কন্না করে।
সবাই দেখি লালায়িত, ধর্ম্ম কথার তরে ॥
সবাই বলে ধর্ম্ম বিনে, সব কর্ম্মই মিছে।
ধর্ম্ম তত্ত্বের ভিতরে কি, এত মজা আছে ॥
বোলে দিতে পার তুমি, ধর্ম্মেতে কি হয়।
কেনই সবার মনে, এত ধর্ম্ম ভয় ?

উত্তর।

৩০

ধর্ম্ম তত্ত্ব আর কিছু না।
পরামাণিকের ক্ষুর শানানা ॥
নিজের সুখ, পরের সুখ, শানা ক্ষুরে কেটে।
ভোতা ক্ষুরে, উভয়েরি, জ্বালা হোয়ে ওঠে ॥
ধর্ম্ম তত্ত্ব শিখে যদি, সংসারেতে নাবি।
কার সাধ্য ওড়ায় আমার শান্তি সুখের দাবি ॥
তা না হোলে শান্তি নাই, জ্বালা ঘরে পরে।
তাতেই সকলে এত ধর্ম্ম ভয় করে ॥

প্রশ্ন।

৩১

এক এক সময় শরীরটা বেশ, পরিষ্কার থাকে।
সময় সময় ঘটে কেন, নানা বিভিবিকে ?

উত্তর।

৩২

শরীর একটা বীণা যন্ত্র, অন্য কিছু নয়।
বেসুর হোলেই মাঝে মাঝে, কান টিপ্তে হয়॥

প্রশ্ন।

৩৩

বিনা ধর্ম্মে সুখ নাই।
বিনা অর্থে দুঃখ পাই॥
এ যে দেখি বিপদ ভারি।
কোঁন্‌টা ছাড়ি, কোন্‌টা ধরি ?

উত্তর।

৩৪

শান্তি সুখই পরম সুখ।
ঐহিক সুখই পরম দুঃখ॥

ঐহিক সুখের অভাব যদি, দুঃখ বোলে ভাব।
শান্তি সুখের আশা ছেড়ে, বিষয় কূপেই ডোবো ॥
শান্তি সুখের আশা যদি, কারো ভাগ্যে ঘটে।
তার তরে যা অর্থ চাই, আপনা হোতেই জোটে ॥
ডাকের কথা ভয় কি আছে, যত দুঃখ পাই।
চির সুখ আছে, কিন্তু চির দুঃখ নাই ॥

প্রশ্ন।

৩৫

সদ্য জাত শিশু আর, আশি বছরের মা।
এর মধ্যে কত কি তার, নাইক উপমা ॥
রাত পোয়ালে সবাই মিলে, করে খাই খাই।
কোন্ সাহসে বল তুমি, বিষয় ছাড়া চাই ?

উত্তর।

৩৬

টাকা কড়ি বিষয় নয়, ওটা চাই আগে।
ও বিষয় না থাক্‌লে কি আর, প্রেমের বাতাস লাগে ॥
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, শব্দ আদি যত।
এরাই হোচ্চে বিষয়, হরি বিষয় অতীত ॥
অবিষয় অনুমেয় জ্ঞেয় অনুমান।
সর্ব্বদা করিতে হয়, তাঁরই গুণগান ॥

যদি বল গুণ গানে, কিবা প্রয়োজন।
গুণগানে হোয়ে যায়, বিষয় মোচন॥

প্রশ্ন।

৩৭

যত গুলি রিপু আছে, দেহের ভিতর।
ছোট বড় আছে, না কি তুল্য পরস্পর?

উত্তর।

৩৮

রিপুর মধ্যে প্রধান রাগ।
রাগ নয় সে কেঁদো বাগ॥
ছাগল গরু, বাঘের খোরাক, আবাল বৃদ্ধ জানে।
এ বাঘেতে তা খায় না, জাতি গুষ্টি টানে॥
দৈবে যদি ছুট একটা, বেরিয়ে যায় ফাঁকে।
নিজের মাথা নিজে খায়, তবু মাথা থাকে॥
সবার আগে, এমন বাগে, বাগাতে যে জানে।
বাঘে চেপে, বেড়িয়ে বেড়ায়, বাগানে বাগানে।

৩৯

আর একটা, রিপু আছে, জগৎ যার বশ।
ভেঙ্গে চুরে বোল্‌তে গেলে, বেরোয় কাঁচা রস॥

রিপু নয় সে, বপুর কারণ, রিপু বোলেই বলি।
স্থূল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতীত, তার পেটে সকলি॥
কখনো কারণ, কখনো করণ, মর্ম্ম বোঝা ভার।
সব আছে তায়, কিছুই নাই, কূর্ম্ম অবতার॥
মুখ বেরুলেই, হাত পা বেরোয়, অহিক সুখে মতি।
মুখ লুকোলেই, সব লুকালো, নির্ব্বান মুকতি॥

৪০

ইহা ছাড়া অন্য অন্য রিপু আছে যত।
স্বয়ংসিদ্ধ কেহ নয়, তারা অনুগত॥

প্রশ্ন।

৪১

বাপ পিতামহ থাকে ধন।
করি হরি আরাধন॥
খেটে খুটে খেতে হয়।
আমা সবার কর্ম্ম নয়॥
দিবা নিশি থাকে তাতে অন্য দিকে মন।
হরি কথা বলি কিম্বা শুনি বা কখন?

উত্তর।

৪২

হাত পা গুলি তুমি নাও।
মনটী খালি ডাক দাও॥

খাটো নোটো উপায় কর, যোগাও কাপড় ভাত।
মনে মনে মন্মোহনে, কর প্রণিপাত॥
যদি বল মন না দিলে, হাত পা চলে কিশে।
কত চিন্তা কর এই যে, আহার কোর্ত্তে বোসে॥
হাতে মুখে আহার কর, চিন্তা কর মনে।
তেম্নি মনকে ফাঁকে রাখ, অর্থ উপার্জ্জনে॥

প্রশ্ন।

৪৩

হাতে পায়ে যে উপায় করে।
মন দিলে সে দিতে পারে॥
মনে মনে যার উপার্জ্জন।
সে কি কোরে দেবে মন?

উত্তর।

৪৪

মনে মনে যাঁর দুঃখ ভিক্ষে।
বড় সুবিধে তাঁর পক্ষে॥
তাঁদের মনের দৌড় বেশি।
তেমন মনেই হটাৎ ঋষি॥
মন তাঁদিগে দিতে হবে না, তাঁদের তরেই মন।
ভেবে দেখা চাই মন, জিনিশটে কেমন॥

কেন এলো, কি কোর্ব্বে, কে আন্‌লে হেথা।
ডাকের কথা বোঝা চাই, মনের মনের কথা॥
একেই বলে মনের ঠিক, অগ্রে এটা চাই।
নৈলে কেবল কর্ম্ম ভোগ, যে কর্ম্মেই যাই॥

প্রশ্ন।

৪৫

ওহে বাবু ডাক্।
তোমার দেখ্‌চি ভারি জাঁক॥
কথার ব্যালা আঁটা আঁটি, কাজের ব্যালা ফাঁক
মুখের কথায় হয় না কিছু কার্য্যে করা চাই।
কার্য্য বিনে কোনো কালে, পরিত্রাণ নাই॥

উত্তর।

৪৬

জন্ম জন্মই কাজ কোর্ব্বো।
তবে কি কোরে ভবে তোর্ব্বো॥
পূর্ব্ব জন্মে ঢের কোরেছি।
এ জন্মে তাই কথা ধোরেছি॥
কথা যোগায় কি কম ভাগ্যে।
কথা নয় এ ব্রহ্ম আজ্ঞে॥

পঞ্চ চক্র পেরিয়ে গেলে, আজ্ঞা চক্রে কথা।
বিস্তারিতে এসব কথা, চক্র ভেদে গাঁথা ॥
বুঝলে ত গো স্তালুই মশায়।
কথা যোগায় কি, হাসি তামাশায়?

৪৭

কথায় কথায় কত দিব, কথার পরিচয়।
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ, কথা বই নয় ॥
শ্রাদ্ধ বল, শান্তি বল, সবই কথায় সার।
মাম্‌লা মিছিল, কবির লড়াই, কথায় জীত হার ॥
এই ত তোমায়, কথায় কথায়, হারিয়ে দিলেম আমি।
কোন্ কালে আর, কে দেখেছে, কথাই গোলক স্বামী।
বিশেষতঃ কোলিকালে, কথারই গৌরব।
কথাই তোমার, হরি নাম, কথাই প্রণব ॥
ডাকের কথা, সাধ কোরে কি, কথার আদর করি।
অনেক কাজে, কথা মেলে, কথায় মেলে হরি ॥

৪৮

দৈবে যদি কাহাকেও, খুন কেহ করে।
প্রাণের ভয়েতে গিয়ে, ব্যারিষ্টার ধরে ॥
আঁচ্‌লা বেঁধে ঢেলে দেয়, টাকা রাশি রাশি।
গোটা পাঁচ ছয়, কথা বোল্যেই, উড়ে গেল ফাঁশি ॥
তুমি কিনা বল বাবু, কি হবে কথায়।
পরিত্রাণ যারা পায়, কথাতেই পায় ॥

৪৯

জন্মান্তরের পাপ ক্ষয়।
সমাধি যোগেতে হয়॥
ইহ জন্মের পাপে মোচন।
সঙ্গত আর প্রিয় বচন॥
উভয় বজায় রেখে যদি, চল সর্ব্বদাই।
তবেই তুমি পরমহংস, পর জন্ম নাই॥

প্রশ্ন।

৫০

মা মা বোলে ডাক্‌লে পরে, জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
না- বাবা বোলে ডাক্‌লে পরে, পাপে পরিত্রাণ?

উত্তর।

৫১

মা মা বল, বাবা বল, সবই জ্বালার ঘর।
প্রাণ জুড়বার, প্রধান ওষুধ, ব্রহ্ম পরাৎপর॥
মায়ের কাছে, ষোলআনা, বাবার কাছে সিকি।
পরাৎপরের, কাছে তবু, পাই পোয়ানাও দেখি॥
কিন্তু যদি, সব ছেড়েদে আমার আমি ধরি।
সুখ সুখ সুখ সুখ সাগরে, শান্তির লহরি॥

প্রশ্ন।

৫২

নাক কান চোক্ হস্ত আদি, বিবিধ প্রকার।
কতকগুলি যন্ত্র দিয়ে, মানব আকার॥
কোন্‌টা দেহ, কোন্‌টা আমি, কোন্‌টাই বা মন।
কোন্‌টাকে বা শক্তি বলে, কোন্‌টা নারায়ণ?

উত্তর।

৫৩

খেয়ে মেখে পুষ্ট যেটা, তাকেই বলে দেহ।
পরমপিতা, পরাৎপরের সেইটা আবাস গৃহ॥
দেখায় শোনায়, চাকায় শোঁকায়, নিকেশ করে মল।
এম্নি ধারা, যত আছে, সেইগুলি সব কল॥
দুঃখে সুখে, লিপ্ত যেটা, তাকেই বলে মন।
কভু হেসে, ঢলাঢলি, কভু জ্বালাতন॥
মনটা যাহার বর্ম্মচারি, তাকেই বলে আমি।
আমি আমি, বলান যিনি, তিনিই গোলক স্বামী॥
ডেকে হেঁকে, বলেন যিনি, তিনিই হোলেন শক্তি।
শক্তিটাকে, সরিয়ে দিলেই, ঘরে বোসে মুক্তি॥
ডাকের কথা তারাই পারে, শক্ত যাদের হাড়।
আমার হাড়ের মত হ'লেই, রোগ রোগী সাবাড়॥

যদি বল তবে তুমি, ব'সেছ কোন্ হাড়ে।
আমি বলিনে, কে একটা চেপে ব'সেছে ঘাড়ে॥

প্রশ্ন।

৫৪

কেউ কাঁদে কেউ হাসে।
কেউ ডোবে কেউ ভাসে॥
কাল্ যে ঘুরে এলো বৎসর।
আজ কেন সে ধুলোয় ধুসর ?
বোঝা গেছে বিধাতার।
এটা ভারি অবিচার॥

উত্তর।

৫৫

অবিচার মোটে নয়।
সুবিচার অতিশয়॥
বোঝা বড় নট্‌খটি।
মেয়ে মন্দ নট খটী॥
হাসে কাঁদে চলে বলে।
কাজ ফুরুলেই শাজ বদলে॥

টংয়ে বোসে রং দেখে সব, নানা ঢংয়ের লোক।
আলোর আলো সবার, এদের আঁধারে আলোক॥

তিন তাল তার কাঁক যায় না, কথায় কথায় প্যালা।
ভাল দেখলেই টাকা সিকি, মন্দ হোলেই জ্বালা॥
পরে গায় পরে শোনে, পরের আদর ভারি।
পরের মজায় মজা, বড় মজার অধিকারি॥

প্রশ্ন।

৫৬

ভরণ পোষণ বল কি রূপেতে করি।
কোথাই বা যাই আর কাকেই বা ধরি?

উত্তর।

৫৭

হাত পা আছে, বুদ্ধি আছে।
বোসে থাক্তে কে বোলেছে॥
টাকার জ্বালায় দেক দারি।
হও একটা ভেক ধারি॥
যেসে একটা ব্যবসা কর, ছোট কিম্বা বড়।
মিথ্যা আহার মিথ্যা বিহার, মিথ্যা কথা ছাড়॥
জান না জান কেঁদে বোসো, সাহস সহায় কোরে।
একটী কথা ডাকের রেখ, ব্যবসাটী না মরে॥

৫৮

বিদেশেতে উপার্জ্জন।
দেশে অর্থ বিতরণ॥
না না দেশের লোক যে দেশে।
উপায় কর সেই বিদেশে॥
তবে যদি থাকে তোমার, মনের মতন মন।
স্বদেশেতে বোসে লোটো, বিদেশের ধন॥

৫৯

মুটো মুটো বিলেয়ে দিতে, বলিনে দেশে টাকা।
থাক্তে হোলে থাকা চাই, থাকার মতন থাকা॥
হাট বাট সরোবর, বিদ্যালয় চাই।
দশে যেন দোষ না ঘোষে, দেশে লোক নাই॥

৬০

থাকার মত থাকা হয় ত, তবেই থাকা ভাল।
তা না হোলে হেথা থেকে, সোরে গেলেই হোলো॥
ঘরে পরে সবে দেয়, নানান গঞ্জনা।
বিনা মেঘে পড়ে যেন, চিকুর ঝঞ্জনা॥
যদি বল সোরে গেলে, আস্তে হবে ফের।
ফিরে ঘুরে এলে তবু, শিখে আস্‌বে ঢের॥
ডাকের কথা হেথা বোসে, শিখতে যদি চাও।
অন্তরে অন্তরে সদা হরিগুণ গাও॥

রহস্য।

প্রথম প্রকাশিতের পর।

ঠাকুর দিদি।

দেক্তে পাচ্চি নবিন বয়েস, প্রবিণ হোলেও মানি।
এর মধ্যে ঘরে শোওনি, কেমন মর্দানি ॥
ভবের খেলা উল্টে চলা, শক্ত অতিশয়।
এখন অমন বোল্‌ছ বটে, শেষ টিক্‌লে হয় ॥
দেখা গেছে অম্বিক'রে, কত শত ভেয়ে।
প্রথমে বলিত বটে, যত পাপ মেয়ে ॥
কিছু দিন পরে দেখি, সব বিপরীত।
একেবারে হোয়ে পড়ে, চৈতন্য রহিত ॥
সেটা হোলে অবশেষে হবে ভারি নিন্দে।
দোষ জ'ম্মে যায় যদি, চরিত্র সম্বন্ধে ॥

ডাক।

শেষ কালেতে জ্বালিয়ে মেলে, বুড় ঠাকুর দিদি।
না জানি কি বোল্‌তে বয়েস, অল্প হোত যদি ॥
ভবের খেলা, উল্টে চলা, সকলের কি ভার!
ধাত বিশেষে, ছাগ মহীশের, ভিন্ন ব্যবহার ॥

মর্দ্দানিটে কাকে বলে, বোল্‌তে পার খুলে ?
আমি জানি মর্দ্দানি ত, নারিকে না ছুঁলে ॥
স্ত্রী ধর্ম্ম কাকে বলে, জানে তা সবাই।
পুরুষের তবে বুঝি, ধর্ম্ম কিছু নাই ?
স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হোচ্চে, উৎপন্ন করা।
পুরুষের ধর্ম্ম নারির, সামেন্ থেকে সরা ॥
মনে জ্ঞানে ওকথাটা, বুঝে নিছি যাই।
নারির নিকট হোতে, সোরে গেছি তাই ॥
যত দোষ হবে হোক্, আমার চরিত্রে।
মনে মনে যা বোলেছি, নারি জাতি মাত্রে ॥

প্রশ্ন।

স্ত্রী পুরুষে ঘর করা, বিধাতার সৃষ্টি।
পোড়া মুখো দেবতার, ঘুঁটে পাঁশ মিষ্টি ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি, চরা চর মাত্রে।
উৎপন্ন হোয়ে থাকে, সব এক গোত্রে ॥
নারি ত্যাগ করা যদি, নর ধর্ম্ম বলে।
বল দেখি তা হইলে সৃষ্টি কিশে চলে ?

উত্তর।

আরে মাগী ও কথা কি, সবাকেই বলি।
আমার যেমন বুদ্ধি, সেই পথে চলি ॥

পোড়া মুখো হই আর, ভাল মুখো হই।
পেটে কথা রাখা নাই, খোলা খুলি কই॥
কোটী কোটী লোক আছে, অবনি মণ্ডলে।
সৃষ্টির ব্যাঘাত হবে, এ কথা কে বলে?
সৃষ্টির ভাবনা ভেবে, কি জান্যে উথলা।
এক বার মোদা আছে লক্ষ বার খোলা॥
চলুগ সৃষ্টির খ্যালা, হোক গোলমাল।
আমিত গুটিয়ে নিছি, আপনার জাল॥
যা হোতে দেখেছি ধরা, যা বোলেছি আগে।
ভাবিলে মাঝের কথা, প্রাণে ভয় লাগে॥
শেষেতে কাটাব কাল, মা মা বোলে খালি।
কেহই রবে না বাকি, শ্যালাজ আর শালি॥

প্রশ্ন।

বল' বল' সবার বল,' এক জন্‌কে ছেড়ে।
পুত্র বিনে পিতৃলোক, পুন্নামেতে পড়ে॥
মেয়ে মাট্‌নে কতই বল,' বংশ হওয়া চাই।
সংসার অসার যার, বংশ ধর নাই॥

বন্দনা।

সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী দেবী সরস্বতি!
জিহ্বার আগে নৃত্য তব, চিরকেলে রীতি॥
বেঁকে চুরে নৃত্য কর বীণা লয়ে করে।
বড় শক্ত লাগে তাতে চিনিবার তরে॥
বয়স তোমার ঢের হোয়েছে, সৃষ্টি পত্তন থেকে।
আর কি নাচা ভাল দেখায়, অত এঁকে বেঁকে!
বীণা লয়ে সোজা হোয়ে নাচ এসে জীবে।
সাধ হোয়েছে সাদা মূর্ত্তি দেখি সোজা ভাবে॥
যদি বল এ যে শুনি অসম্ভব সাধ।
তোমার জীবের সাধ হোয়েছে, ডাকের অপরাধ?

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

এতদিনে খুলে কই।
মা তোমার পুণ্য কই?
তোমার গর্ভেতে হেন
অকাল কুমাণ্ড কেন?

রাগাদি যতেক রিপু মূর্ত্তিমান সব।
মা হোয়ে করে কি হেন সন্তানে প্রসব?
অক্ষম সকল কাজে, কথায় নিপুণ।
আপনি প্রকাশ করে আপনার গুণ॥
কুমাতা কখন নয় সকলেতে বলে।
কুমাতা আবার বুঝি, আকাশেতে ফলে?
সুমাতা কি বলে খালি, দোষ ত্যাগ কোল্যে।
আমি বলি বলে, গর্ভে সৎপুত্র হোল্যে॥
নিজে সুখ ভোগে, সুখ ভোগায় সন্তানে।
স্বদেশে বিদেশে সব ঠাণ্ডা হয় প্রাণে॥

এ যে আমি দেখি মাগো, গোলযোগ ভারি।
শীর ভেজো; কোঁফা ভেজো, ভেজো তরকারি ॥
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রতিবাসী।
কেমন জননী তুমি তাতেই জিজ্ঞাসি ?
বোঝা গেছে যত কিছু তোমারি কৌশল।
আমি অতি শুদ্ধমতি নিষ্পাপ নির্ম্মল ॥
ক'নের মায়ের মত মায়াকান্না কাঁদ।
নিজ কার্য্য সিদ্ধ হেতু মায়া পাশে বাঁধ ॥
তোমারি বন্ধনে আমি এত অত্যাচারী।
তা না হোলে তোমাকে কি, পাপী বোল্‌তে পারি ?
আগো যদি কড়া কড়া শুন্তে সাধ যায়।
যত পার বাঁধ তুমি, ক্ষতি নাই তায় ॥
আর মিষ্ট কথা শুনে যদি ঠাণ্ডা হোতে চাও।
যদ্যপি না কাটো পাশ, কিছু নোল দাও ॥
আমারো চলুক কিছু সরলে নিশ্বাস।
তোমারো হউক কিছু পুণ্যের প্রকাশ ॥
কিম্বা যদি কেটে দাও সুত এক গাছি।
তুমিও জুড়াও প্রাণে, আমিও ত বাঁচি ॥
কিন্তু যদি কেটে দাও গিরেগুলি সব।
জগতে প্রচার করি তোমার গৌরব ॥
ছেলে বুড়, কানা খোঁড়া, যে যেখানে আছে।
তোমারি আদর বাড়ে সকলের কাছে ॥

তোমা হোতে উৎপন্ন চরাচর মাত্রে।
শেষেতে মিশিয়ে যায় সব তব গাত্রে॥
লালন পালন যাকে তব হস্তে হয়।
আদি অন্তে মধ্যে তুমি, তুমি সর্ব্বময়॥
তুমি বই কিছু নাই, দেখি শুনি যত।
জেনে শুনে হোয়ে আছি হাউড়ের মত॥
গলা চেপে খোরে আছে, রাকাড়ান তার।
কেমনে করিব তব মাহাত্ম্য প্রচার॥
আঁকু পাঁকু করে প্রাণ, দম ছুটে যায়।
গুমুরে গুমুরে মরি, মুখে না জুয়ায়॥
তাই বলি তব দেহ পরিপূর্ণ পাপে।
তা না হোলে থাকি কেন এত মনস্তাপে?
হয় হবে অপরাধ, খুলে বলা চাই।
ডাকের আখের ভয় কিছু মাত্র নাই॥
কষ্ট যদি পেতে হয় ক্ষতি নাই তায়।
দর্পণে দেখালে মুখ সদৃশ দেখায়॥

মাতার উত্তর।

বোল্‌তে কেন হবে বাছা, আমি সব জানি।
তবে কি না নারী জাতি, আত্ম অভিমানী॥
নিজের কথায় কাজে আমি অনুরাগী।
টানা টানা করি থাকি, আপনার লাগি॥

পাপে পরিপূর্ণ দেহ, কেন বল বাপ।
দেহ কেহ নাই মোর, আমি শুদ্ধ পাপ॥
পাপ রূপে করি আমি জগত প্রসব।
পালন প্রলয় করি পাপেতেই সব॥
তাও আমি জানি, তুমি নিষ্পাপ নির্ম্মল।
এসেছি তোমাকে আমি পরাতে শৃঙ্খল॥
একা হোতে কোন কিছু হোয়ে ওঠা ভার।
তাতেই তোমাকে এত বন্ধন আমার॥
কেটে দিতে জানিনাক, বন্ধনে নিপুণ।
বন্ধন করাটা মোর বংশ গত গুণ॥
গের গারা কেটে দিতে মিছে বল ধন।
কুষ্ঠীতে লেখেনা মোর বন্ধন মোচন॥
বন্ধনের জোরে আমি টিকে আছি হেথা।
ভেঙ্গে চুরে বলি শুন বন্ধনের কথা॥

আমারি বন্ধনে দেখ গগন মণ্ডলে।
রবি শশী আদি করি সুনিয়মে চলে॥
ঝড় বৃষ্টি উল্কাপাত মন্দ সমীরণ।
সকলেই সহ্য করে আমার বন্ধন॥
শীত গ্রীষ্ম আদি করি যত সব ঋতু।
আমার বন্ধন করে সকলেই ভীতু॥

আমারি বন্ধনে চলে নানা মত ভেদ।
আমারি বন্ধনে চলে তন্ত্র মন্ত্র বেদ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমারি বন্ধনে।
সৃজন পালন লয় করে তিন জনে॥
আমারি বন্ধনে আমি নিজে জর জর।
তুমি কোন ছার বাছা, কেন খেদ কর?
আমি যদি খোল দিই কিছুই কি থাকে?
কাকে বা ডাকিবে তুমি, কে আমাকে ডাকে॥
সমাদরে অনাদরে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।
বন্ধন করিতে তাই অবশ্যই চাই॥

কি মোর মাহাত্ম্য তুমি করিবে প্রচার।
আমারি মাহাত্ম্য ঘোষে নিখিল সংসার॥
কানা খোঁড়া ছেলে বুড় চেতনাচেতন।
আমার আদর করে গুরুর মতন॥
আমি কারো দেব্তা নই মোর দেব্তা সব।
আমার মতন মোর কে জানে গৌরব॥
কোন কালে আমি কারো কুকুর নয়।
কোলে নিতে পারি আমি ইচ্ছা যাহা হয়॥
তুমি যদি ইচ্ছা কর কোলে কিছু নিতে।
নিজে হবে গের গায়া কেটে ফেলে দিতে॥

তাহাতে জানিবে আমি অসন্তোষ নই।
বরঞ্চ তাহাতে আমি সহকারী হই॥
হৃষ্ট পুষ্ট হোয়ে যদি উঠ কেঁপে ফুলে।
কত যাবে কেটে ছিঁড়ে, কত যাবে খুলে॥
তা হোলেই হোয়ে যাবে বন্ধন মোচন।
মিছা মিছি কেন বল নানা কুবচন॥
বন্ধন মোচন হোলে আমি অস্ত্র হীন।
কাজে কাজে হোতে হবে তোমার অধীন॥
মনে মনে বুঝে তব ইচ্ছার আভাব।
নিজে আমি কোরে দেব কার্য্যেতে প্রকাশ॥
তোমারো বসিবে এসে জিভে সরস্বতী।
আমারো রটিবে নাম পুণ্যবতী অতি॥
আমিও ভাবিব সুখে তুমিও ভাবিবে।
স্বদেশ বিদেশ নয়, জগৎ হাসিবে॥
মম হস্তে তব গতি, তব হস্তে মোর।
দোঁহার দ্বারায় বাড়ে দোঁহার গুমোর॥

• ..

সাধে কি তোমাকে অত কসা কসী করি।
তুমি না কসিলে আমি জোলে পুড়ে মরি॥
তুমি যদি ছেড়ে দিলে থাক বাহ্য সুখে।
আমাকে থাকিতে হবে নিরন্তর দুঃখে॥

তা বোলে কি জ্বালা দিই জ্বালাবার তরে।
না জ্বলিলে কেবা বল মুক্তি ইচ্ছা করে?
যতই নিষ্পাপ কিম্বা নিরমল হও।
ডাকা ডাকি থাক্‌তে তুমি পাপ ছাড়া নও॥
আমিও আমার কথা আগেই বোলেছি।
পূর্ণ পাপ রূপে আমি এ খেলা খেলেছি॥
তথাপি কিঞ্চিৎ পুণ্য অবশ্যই আছে।
তানা হোলে তুমি কেন জব্দ আমার কাছে॥
লেশ মাত্র পাপ থাক্‌তে কারো মুক্তি নাই।
উভয়ে নিষ্পাপ হোতে চেষ্টা করি তাই॥
যত আমি কসি তত কাটে তব পাপ।
তুমি যত কাট তত কাটে মোর বাপ॥
উভয়ে নিষ্পাপ হোলে উভয়েতে মুক্ত।
অকারণে কেন বাছা অত তাপ যুক্ত॥
কাকুতি মিনতি শুনে গলি তুষ্ট নই।
খাঁড়া ঢাল ধরে যেবা তার বাধ্য রই॥
ডাকের মাথায় কথা মার গুণে ছোটে।
সোজা অঙ্গুলে কি কভু, ঘৃত হাতে ওঠে?
পিতা বল, মাতা বল, বল ছেলে পিলে।
সহজে কি মানে বাগ, বাগিয়ে না নিলে॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

ঘুরে ফিরে বায়ু ভরে,
অনেক দিনের পরে,
পিণ্ড দেহে আবির্ভাব।
অংশে নব জন্ম লাভ,
দশ দিন নয় মাস,
জননী জঠরে বাস॥

ওর মধ্যে হাড়ে মাসে পুষ্ট হোয়ে কায়।
ভূমিষ্ঠ হোলেম বহু কষ্ট দিয়ে মায়॥
ট্যাঁ ট্যাঁ কোরে যত কাঁদি, তত পেল্তোর মা।
ঐ যে পোড়া কান্না এলো, আজও থামে না॥
যত বাড়ি দেখে শুনে জোলে যায় প্রাণ।
একেই বলে কর্ম্ম ভূমি পরীক্ষার স্থান?
কেমন কোরে কর্ম্ম করি সব এলো মেলো।
কিসের পরীক্ষা দিই কেবা লয় বল॥

রিপু গুলো দেখ্‌ছি যেন, অশ্বমেধের ঘোড়া।
কর্ম্ম ভূমি কোথা, এযে ধর্ম্মনাশের গোড়া?
জ্ঞান বুদ্ধি সবই আছে কার্য্য কালে সরে।
কার্য্য শেষে কাছে আসে, কষ্ট দেবার তরে॥

চোক্ থাক্‌তে চোকে বেন্দ, খোলা পোড়ে যায়।
এই জন্যে আস্‌তে লোকে এত ভয় পায় ?

ঐহিক সুখের যত কার্য্য সমুদয়।
বিনা প্যাচে কোন কার্য্য কভু সিদ্ধ নয়॥
পারত্রিক কার্য্য যত দান ধ্যান আদি।
যুক্তি দিতে নিতে গেলে জোটে প্রতিবাদী॥
সকল কথাই যদি রেখে ঢেকে যাব।
কি কাজ করিব তবে কি পরীক্ষা দিব॥
কিন্তু যদি এসেছি, না আস্‌তে আছে আর।
যত দূর জানি পারি, করাই দরকার॥
তা বোলে কি কোন কিছু নির্দ্ধার্য্য নাই।
কে পাঠালে হেথা আগে, তার পরীক্ষা চাই॥

কি পরীক্ষা দিতে হবে কি করিব কর্ম্ম।
বলুন যদি গায়ে থাকে মানুষের চর্ম্ম॥
ফাঁকা ফাঁকি কথা নয় পাকা পাকি চাই।
প্রাণের জ্বালায় বোল্‌ছি, দেখে ত্রাণের পথ নাই॥
এমন্ কোরে আর কি আসা, সাজে যারে তারে।
নড়া খোরে গেল ড্যালা মেরে অন্ধকারে॥
থাকেন যদি বেরিয়ে পড়ুন, বল্‌টা বুঝি তাঁর।
ডাকের ঘাড়ে ভূত চেপেছে, রক্ষা নাই আর॥

হুকুম জলে থাক্‌বো যদি বিচারেতে হারি।
নাম বদ্‌লে দেব, যদি হারিয়ে দিতে পারি॥

নারায়ণের উত্তর।

যত বড় মুখ তোর তত বড় কথা।
আমার পরীক্ষা লয় কাহার যোগ্যতা?
ডাক। যোগ্যতা যাহার থাকে সেই বোল্‌তে পারে।
এ বয়েসে মত্ত কেন অত অহংকারে?
নারায়ণ। জগতে আমার কেহ সমকক্ষ নাই।
যা ইচ্ছা হয় আমি, কোর্ত্তে পারি তাই?
ডাক। পূর্ব্বকালে হোতো বটে ইচ্ছা মত কার্য্য।
এখন সবাই বাবু ইংরেজের রাজ্য॥
নারায়ণ। তা বোলে আমার তুমি সমকক্ষ নাকি?
ডাক। তুমি বুঝি মনে কর, তোয়াক্কা তোমার রাখি?

নারায়ণ। সমাজেতে চল দেখি মান্য বেশী কার?
ডাক। পসার জমাতে হোলে গোড়াই দরকার॥

নারায়ণ। তুমি বুঝি তবে খালি ঘরে বোসে বড়?
ডাক। একা হবো তুমি যদি সোরে কভু পড়॥

নারায়ণ। কে বড় এখন তবে নিজে তুমি বলো?
ডাক। আমি ত বলিলে তুমি সাক্ষী নেবে চলো॥

নারায়ণ। একারাত্রে ভবে কেন, বড়টাই হোলে।
ডাক। পরীক্ষা যে চায় সে কি ছোটখাট ছেলে?

নারায়ণ। কি পরীক্ষা দিতে হবে বল তবে আগে?
ডাক। ডাকের কথা পেটের কথা বেরিয়ে পড়ে রাগে॥

ডাকের প্রশ্ন।

কে তুমি কি রূপ রূপ কিবা তব নাম।
কি হেতু কি কর তুমি কোথা তব ধাম॥
কে আমি কোথায় ছিনু, হুকুমে কাহার।
কর্ম্মভূমে আসিলাম লয়ে কোন ভার॥
কি কাজ করিতে হবে কার জন্যে কও।
কি জন্যে বা তুমি তার কি পরীক্ষা লও॥
না পারিলে কিবা দোষ পারিলে কি গুণ।
কি জন্যেতে বল ডাক্ এত ভেবে খুন॥
যা পারি তা কোরে যাই অনুমতি মত।
তা না হোয়ে এতে কেন জ্বালা জোটে এত?
এটা ভাল ওটা নয় ওটা ভারি দোষ।
ইতস্ততঃ কোরে খালি বাড়ে অসন্তোষ॥
এ সব বরং পারি, সহ্য করা যায়।
তোমার দিকেতে মন কেন বল ধায়?

ইহার জবাব যদি পার তুমি দিতে।
পরীক্ষা দিলেও তুমি পার তবে নিতে ॥
পৃথিবীর লীলা খেলা জানতে নাই বাকী।
হয়, বাধ্য কোরে রাখি, নয় বাধ্য থাকি ॥
আসা গেছে বহু দিন ভোগা গেছে ঢের।
লাঠা লাঠি হবে যদি আসতে হয় ফের ॥
সোজা সুজি বোলে যাব, যা হয় এবার।
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, পাই দণ্ড পুরস্কার ॥

নারায়ণ।

অনাদি অনন্ত আমি জগতের পতি।
তোমার কারণে করি লয় সৃষ্টি স্থিতি ॥
অপরূপ রূপ মম বলিবার নয়।
নিরাকারে সাকারেতে আমি সর্ব্বময় ॥
যত কিছু নাম আছে সকলি আমার।
নির্ম্মল নরের মন ধাম থাকিবার ॥
আমারি আত্মীয় ছিলে আমাতেই মিশে।
কর্ম্ম ভূমে আসা তব আমারি আদেশে ॥
আমারি ত আবশ্যক অন্য কারো নাই।
কোর্ত্তে হবে যাতে পাই থাকিবার ঠাঁই ॥

বহু কষ্টে মেরে পিটে সৃষ্টি করা গেছে।
কি বলিব কত ক্লেশ পালনে হোয়েছে॥
প্রলয়েতে কষ্ট আরো লক্ষ গুণ তার।
গড়া বস্তু ভাংতে হয় কোরে চুরমার॥
তাতেই পরীক্ষা করি অন্য কিছু নয়।
আমার তোমাকে পাছে টেনে নিতে হয়॥
তা হোলেও সৃষ্টি করা না করা সমান।
তোমাতে মিশিয়া আমি জুড়াইব প্রাণ॥
নিরাকারে কোন কিছু ক্ষমতাও নাই।
সাকারে প্রবেশ কোরে আক্ষেপ মেটাই॥
বেঁচে আছি মাত্র আমি তোমাকেই ধোরে।
কি কোরে থাকিব বল না পরীক্ষা কোরে॥
ঠাণ্ডা হোয়ে বোস্‌তে পাই মনোমত হোলে।
তা না হোলে ঘুরে মরি ভেভেপুড়ে জ্বোলে॥
তোমাকেও কোর্ত্তে হয় চেষ্টা বারম্বার।
আমাকেও খেতে হয় এমি তিরস্কার॥

সবই তুমি কোরে আস্‌ছ, অনুমতি মতে।
তা না হোলে দিশে লেগে ঘুর্‌তে পথে পথে॥
ক্রমে যাই পৌঁছে গেছ পরীক্ষার স্থলে।
তাতেই জেনেছ ভাল মন্দ কাকে বলে॥

আমার অধিক ছিলে পথে যত দিন।
কর্ম্ম ছলে কোরে দিছি তোমারে স্বাধীন ॥
তার মর্ম্ম বুঝে সুখে কর্ম্ম কর হেসে।
নিজ স্থানে আমি যাতে বোস্‌তে পাই এসে ॥
আমিও জুড়াই প্রাণে তোমারও মঙ্গল।
হেথা সেথা কত কেলি-কল্পকায়ের টোল ॥

সাধে কি আমার প্রতি ধায় তব মন।
পূর্ব্বাপর শুনেছ ত যুগল মিলন ॥
পরম প্রকৃতি তুমি আমার আধার।
পরম পুরুষ আমি বিহীন আকার ॥
আমি অর্দ্ধ তুমি অর্দ্ধ পূর্ণ কেহ নই।
উভয়েরি ইচ্ছা যাতে, মিশে ঘুশে রই ॥
তোমার হৃদয়ে আমি যদি পাই স্থান।
যুগল মিলন হোলে আমি মূর্ত্তিমান ॥
দেখ দেখি মনোমত কথা হ'ল বা কি।
হয় বাধ্য কোরে রাখ, নৈলে আমি থাকি ॥

অজ্ঞ কোন্ কর্ম্ম হেতু কর্ম্ম তুমি নয়।
যাতে পরে শান্তি আসে তাই কোর্ত্তে হয় ॥
যে কাজ করিলে পরে আছে অনুতাপ।
তাকেই কুকাজ বলি কিম্বা বলি পাপ ॥

যদি বল তবে হেথা, আসা বড় দায়।
হয় বটে উড়ে যায় কথায় কথায়॥
সুকায কুকায বই অকায ত নাই।
ইচ্ছা সুখে যে যা কঁরে কোর্ত্তে পারে তাই॥
যদি বল কোন কার্য্যে নিবারণ তবে?
ধরা বাঁধা কোর্ত্তে গেলে সৃষ্টি লোপ হবে॥
নানা কথা বোলে দিছি নানা অবতারে।
অকাতরে কোরে যাও যাতে মন সরে॥
যখন যে কাজে কিছু হবে ইতস্ততঃ।
তখনি করিবে ত্যাগ ক্ষতি হোক যত॥
তা হোলেই হোলে তুমি পরীক্ষাতে পাশ।
আমাকেও কোরে নিলে কেনাকেলে দাস॥
কিন্তু এক আছে মোর স্বভাবের দোষ।
ডুবে জল খেলে আমি তারি অসন্তোষ॥
যদি বল যত কিছু তোমারিত চক্র।
নদী তুলে নিতে গেলে কোথা যাবে তক্র॥
যদি বল তবে তারা অপরাধী কিসে।
জেনে শুনে খেলে পরে কেনা মরে বিষে॥
ডাকের কথা এবারেতে উৎরে ওঠা ভার।
ছেড়ে কথা নাই কিন্তু, এপ্পার ওপ্পার॥

নানা কথা।

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিতের পরে।

৬১

মনে করি মানুষ ধরি।
এক পা এগুই, সাত পা ফিরি॥
কত কার যোগাই মন।
আজ একজন, কাল একজন॥
চন্দ্র সূর্য্য, ধরা অধরা, তারা ধরেন যিনি।
ধোর্ত্তে হয় ত তাঁকেই ধরি, চিনি বা না চিনি॥
এই ত তোমার যুক্তি বলা, হোলো যোগে জাগে।
পার তুমি কর বাবু মনে যদি লাগে॥

প্রশ্ন।

৬২

ভাল ভাল যত লোক আছে ধরা ধামে।
সকলেই আঁৎকে উঠে শান্তি সুখের নামে॥
শান্তি সুখের জন্যে দেখি সবাই করে খেদ।
ক্ষণিক সুখে শান্তি সুখে এত কি প্রভেদ?

উত্তর।

৬৩

কত যে প্রভেদ হয়ে কি বলিব তার।
জগতে উপমা নাই উপমা দিবার॥

ক্ষণিক সুখের আশ মেটে না, যতই ভোগো বাবু।
শান্তি সুখের আশ মিটে যায়, ভোগ হয় না তবু॥

৬৪

প্রশ্ন। এমন সুখে প্রয়োজন, ভোগ হয় না যার?
উত্তর। প্রয়োজন কম্ নয়, তিন কুল উদ্ধার॥

৬৫

প্রশ্ন। বিনা ভোগে আশা তবে মিটে যায় কিসে?
উত্তর। সম ভাবে থাকা যায়, বিষাদে হরিষে॥

৬৬

প্রশ্ন। হরিষ বিষাদ রৈল যদি, শান্তি কোথা তবে?
উত্তর। এখন অমন বোল্‌ছ বটে, বুঝ্‌বে যে দিন হবে॥

৬৭

প্রশ্ন। হওয়া বড় শক্ত কথা, বুঝিয়ে দিলে হয় না।
উত্তর। সুখ দুঃখ ভেদাভেদ, শান্তি সুখে রয় না॥

৬৮

প্রশ্ন। তুমি কি পেয়েছ কিছু, শান্তির আভাস?
উত্তর। তা হোলে যে মিটে যেতো ঐহিকের আশ॥

৬৯

প্রশ্ন। কি কোরে বা বলি তবে অত জেনে শুনে!
উত্তর। কি কোরে জিজ্ঞাসো তুমি, অত বুঝে সুঝে॥

৭০

প্রশ্ন। আমি খালি মুখে বলি পেটে কিছু নাই।
উত্তর। আমিও পসার খালি কথাতে বাড়াই ॥

৭১

প্রশ্ন। তবে বুঝি ও বিষয়ে, দুজনেই অন্ধ?
উত্তর। অন্ধ হই, কথাটায় ভারি সদ্‌গন্ধ ॥

৭২

প্রশ্ন। বল তবে আরো দুটো শোনা যাক্ কানে?
উত্তর। প্রশ্ন কর যত দূর পার অনুমানে ॥

প্রশ্ন।

৭৩

সুখ দুঃখ গেলে যদি শান্তি সুখ হয়।
শান্তি সুখে তবে বল কিবা ফলোদয়?

উত্তর।

৭৪

কলা ফলে যত দিন থাকিবেক দৃষ্টি।
তত দিন লাগিবে না শান্তি সুখ মিষ্টি ॥
সকাম্ নিকাম্ আদি উড়ে যায় যায়।
কলা ফলে থাকিবেনা দৃষ্টির সকায়।
সুখ নাই দুঃখ নাই তবু ভাসে সুখে ॥

প্রেমানন্দে মত্ত সদা হরি কথা মুখে।
তিনিই প্রকৃত পক্ষে শান্তি অধিকারী ॥
এর বেশী আর কিছু বোঝাতে কি পারি?
তুমি আমি ঘুরে মরি হরি হরি কোরে।
ধরাতে তিনিই হরি নিজ মূর্ত্তি ধোরে ॥

প্রশ্ন।

৭৫

জয় রক্ত ঘুচ্চে দেহে বন্ বন্ বন্ কোরে।
এখন কে আর বোসে থাকে, হরি নাম ধোরে?
ঐহিক সুখের সব বাসনা ফুরুলে।
তা বই ও সব কোর্ত্তে হয়, পঞ্চাশ পেরুলে ॥

উত্তর।

৭৬

ভেবেছ কি পেরিয়ে যাবে, ভেটিয়ে গেলে নদী?
ভরা গাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় ইচ্ছা থাকে যদি ॥
দিন থাকতে চেষ্টা কর, যদি সুখ পাবে।
গাং ভেটিয়ে যেতে যেতে, তুমি ভেটিয়ে যাবে ॥

প্রশ্ন।

৭৭

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি যাঁর ইচ্ছায় হয়।
কোথা তাঁকে পাওয়া যায়, দাদা মহাশয়?

বেদাঙ্গ বেদান্ত বেদ, সব দেখেছি ঘেঁটে।
সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান শোনা যায় বটে ॥
সম ভাবে পাওয়া যায়, সকলের কাছে।
না—ওর মধ্যে কিছু কিছু তার তম্য আছে ?

উত্তর।

৭৮

সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান সে কথা কি মিছে ?
তারতম্য আছে বৈকি যথেষ্টই আছে ॥
সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান অতি সূক্ষ্ম ভাবে।
ভূত শ্রেষ্ঠ নরদেহে, স্পষ্ট প্রমাণ পাবে ॥
তিনি তিনি কোরে কেন ব্যস্ত তুমি ভায়া।
ইনিই তিনি তিনিই ইনি, ভেদ মাত্র কায়া ॥
ডাকের কথা ইনি তিনি, হোয়ে ওঠা ভার।
তিনি ইনি বোলে গেলেও, যথেষ্ট এবার ॥

প্রশ্ন।

৭৯.

কাকে বলি পাপ আর পুণ্য কাকে বলি।
ভেঙ্গে চুরে বল যদি বুঝে শুজে চলি ॥
আমাদের জানা শোনা অতি কিনা অল্প।
পোড়ে শুনে থাকি খালি ফাঁকা খোষ গল্প ॥

তাতে কি বিশেষ কিছু হয় জ্ঞানোদয়?
বল ছুটো শুনি তবু যদি কিছু হয়॥

উত্তর।

৮০

কত বোক্‌ব ওরে বাপ।
দয়া পুণ্য মায়া পাপ॥
দয়া দয়া আর কিছু নয়, দেওয়ার নামই দয়া।
মায়া মায়া আর কিছু নয়, মেয়ের নামই মায়া॥

৮১

ধন দাও মান দাও দাও রাজ্য দেশ।
দানের প্রধান দান ধর্ম্ম উপদেশ॥

৮২

রাগ ছাড়ো দ্বেষ ছাড়ো ছাড়ো অহংকার।
মায়া ছাড়লেই অমায়িক, যার চেয়ে নাই আর॥

৮৩

মেয়েকে যে মায়া বোল্যেম, প্রমাণ তার বলি।
দশ জনেতে দোষে, যদি মেয়ের কথায় চলি॥
মেয়ের স্বভাব, দিতে চায় না, নেবার কথাই কয়।
হাজুগ্ পুড়ুগ উড়ুগ তোমার, আমার হোলেই হয়॥
নারী-কর্ম্ম বাহ্ন্ শোভার, রত অনুক্ষণ।
নারী-ধর্ম্ম অকাতরে, হরে নরের মন॥

নিজের দোষে অন্ধ ডাক্, পরের বিচার করে।
মনের মতন মন হয় ত, কার সাধ্য হরে ?

৮৪

কিন্তু যত নারী আছে নারীর মতন।
তাঁরা কি হরিতে যান পুরুষের মন ॥
না—তাঁরাই থাকেন লিপ্ত বাহ্য আড়ম্বরে ?
তাদের বাতাস পেলে কত নর তরে ॥
না—তাঁদের কথাই আমি এত কোরে বলি ?
বরম্ তাঁদের আমি যুক্তি লয়ে চলি।
তাঁদেরি পুণ্যেতে এই চরাচর চলে ॥
তাঁরাই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবনী মণ্ডলে।
বলিতে তাঁদের গুণ হেরে যায় বাক্।
চরণের ধুলি পেলে চেটে খায় ডাক্ ॥
তবে যে বলিনু ছুটো মায়া উপলক্ষে।
ওটা খালি হোয়ে থাকে সাধারণ পক্ষে ॥
তাঁদেরো চরণে আমি এই ভিক্ষা চাই।
ইচ্ছা কোরে বলিবার ইচ্ছা মাত্র নাই ॥
কি করি বেরিয়ে পড়ে কথায় অছিলে।
মাতা কি কুমাতা হন মেলে ছেলে পিলে ?
এ হেন সন্তানে সয়ে এসেছ মা কেন ?
আশীর্ব্বাদ কর আর নাহি আসে যেন ॥

প্রশ্ন।

৮৫

বেই। শুনে তোমার জ্ঞানের কথা।
টের পেয়েছি ঊর্দ্ধ রেতা॥
ধন্য ধন্য তোমার দেহের, রস রক্ত মাংস।
কে জানে যে গৃহে থাকে হেন পরম হংস॥
আমরা খালি রেতে দিনে, খেটে মোচ্ছি শুধু।
সাধুর মধ্যে তুমিই সাধু, সাধু সাধু সাধু॥
সাধ্বী সতী পুণ্যবতী ব্যান মাগীর জোরে।
তাই হোচ্চে ছেলে পিলে দে দেব্‌তা খোরে॥

উত্তর।

৮৬

ডাক। মনে করি সাধু হই।
যার ধারি সে ছাড়ে কই?
ঋণ পাপ কি অন্নে কাটে?
আদায় করে নাচে যাটে॥
ব্রহ্ম-ঋষি ব্যাসের পিতা।
তুচ্ছ নয়, এ উচ্চ কথা॥

পিতৃ ঋণে পার পাই যার যুক্তি অনুসারে।
অমুচাতে উপগত, ঋণ সুধিবার তরে॥
মহামায়ায় মায়ার কথা, বোল্‌ব কিহে বেই।
তোমার আমার ত কথাই নাই, পরাশরের এই॥

৮৭

দে দেব্‌তা ধোরে কি আর, সবার ছেলে হয়।
তবে তাদের হয়, যারা পরের কথায় রয়॥
হেথাও যেমন তারা, পরের বিচার করে।
হোথাও তাদের সব, হয় পরে পরে॥
বিধাতার কাছে সব, সূক্ষ্ম বিচার অতি।
যেমন যাহার মন, তেম্নি তার গতি॥

প্রশ্ন।

৮৮

ও কথা চুলোয় যাক্‌, আবশ্যক নাই।
নারায়ণের কথা দুট, বল শুনি ভাই॥

উত্তর।

৮৯

নারায়ণের কথা রাখ।
নরের কথাই ভেবে দেখ॥

কে বোঝে নরের মন।
নরই সাকার নারায়ণ॥
কি জানি কি মন্ত্র বলে।
গ্রহগণের গতি চলে॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
নরের পেটে মূর্ত্তিমান॥
কোথা ছিলাম, কেন এলাম, কোথা যাব শেষে।
কে আমি বা আমি কার, বলে অনায়াসে॥
সালোক্য সাযুজ্য কিম্বা সারূপ্য নির্ব্বাণ।
নরে করে নির্ণয়, এ কি সোজা অনুমান॥
ডাকের কথা, সাধ কোরে কি প্রেমানন্দে মাতি।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি তোমার, থালির ভিতর হাতি॥

প্রশ্ন।

৯০

বেই। ত্রিপদী পয়ার কিম্বা তোটকাদি ছন্দ।
ভাল ভাল করি তাই, কবির পছন্দ॥
গপ্য মত কথা চাই, এলো মেলো নয়।
অনেক দৌড় থাক্‌লে তবে, ভাল কবি হয়॥
তুমিও কোরেছ বটে মন্দ বড় নয়।
গুরি কোরেই হোয়ে পড়ে, হোতে হোতেই হয়॥

ব'য়ে ব'য়ে ক'য়ে ক'য়ে, আছে বটে মিল।
এলো মেলো ছন্দ সব, ছন্দের বাতিল ॥
মানুষে কি আর ও কবিকে, কবি বোলে ধরে।
যেমন কবি তেমন মানুষ শুনলে আদর করে ॥
কবিত্ব বলে না ওকে, ও একটা রোগ ;
আর কিছু নয়, ওটা তোমার মিষ্টি পাপের ভোগ ॥

৯১

ডাক্। কথার জবাব দিতে অবশ্যই হবে।
অহংকার হবে কিছু, ছেড়ে দিও তবে ॥
নাক মুখ চোক্ বর্ণ দেখে, ভক্তি উদয় হয়।
অমন মুখে অমন কথা, আসা উচিৎ নয় ॥
তবে তুমি কি কোর্ব্বে, বিধির কৌশলে।
যাকে যেটা মিষ্ট লাগে, সেইটে শোনে বলে ॥
যা হোক্ তবু কথা শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হোলো।
মিষ্টি পাপের ভোগ বোলেছ, তবু ঢের ভাল ॥
মুখটী তোমার মিষ্ট বটে, কটু কথা নয়।
মিষ্ট কোরে বোল্‌ছ তাই, বুঝি সমুদয় ॥
তোমারও ত কথাগুলি, ঠিক ছন্দে বন্দে।
আমি ওটা ভুলে যাই কবিত্বের গন্ধে ॥

৯২

ডাক্। অনাদি অনন্ত যিনি অক্ষয় অব্যয়।
তাঁর কথা কি ব্যক্ত করা, গণা কথায় হয়॥
বেদে অগোচর যিনি বচন অতীত।
তার কথা কি বলা যায়, আগণা ব্যতীত॥
ভবে যারা বলে খালি, বাঘ ভল্লুকের কথা।
তাদের কথা হোলে, হোতে পারে গণা গাথা॥
বাঘ ভল্লুকে লক্ষ আর, লক্ষ কথার প্রতি।
কথার কাঙ্গাল লোকের কাছে, তাদের সুখ্যাতি॥
কিন্তু যাঁরা ভাবের কাঙ্গাল, ভাবের আদর করে।
সে কবিকে তারা কি আর, কবি বোলে ধরে?

৯৩

ডাক্। যাঁর আদেশে ঘোরে ফেরে, কোটী কোটী রবি।
তার কথা যে বোল্‌তে পারে, তাকেই বলে কবি॥
যেমন কবি, তেমন লোকে, শোনে মিথ্যা নয়।
সব কথা কি শুনে সবার, সমান সুখ হয়॥
ন্যাড়া নেড়ি শুনে যারা সুখ পায় প্রাণে।
গীতা কি লাগিবে ভাল সে সবার কানে?

৯৪

ডাক্। অনলে অনিলে জলে স্থলে স্থন যিনি।
যে শুন্‌বে, সেই বোল্‌বে, এলো মেলো তিনি॥

ডাকের কথা, ধরা বাঁধা, কথায় কিছু নাই।
এলো মেলো ধোর্ত্তে হোলে, এলো মেলেই চাই॥
ভাবের কথা, বোল্‌তে গেলে, সকলি অভাব।
কাজে কাজে উল্টে যায় কবিত্বের ভাব॥
তবে নাকি কবিত্বের তুল্য গুণ নাই।
বয়ে বয়ে, ক'য়ে ক'য়ে, মিল থেকে যায় তাই॥

৯৫

ডাক্। তা বোলে কি ছন্দে বন্দে মোটেই জানিনি।
তবে কি না বাজে কথা, আমলে আনিনি॥
তুমি যদি ইচ্ছা কর দুটো তার শুন্তে।
বোল্‌তে পারি, হয় কিছু টেনে টুনে বুন্তে॥
প্রশ্ন কোরে যেতে পার, শুনিবে কি ভাবে?,
যে ভাবে বলিবে তুমি সেই ভাবে পাবে॥
যদি বল এ যে দেখি অহংকার ভারি।
কাজে পারি না পারি বা কথাতে কি হারি?
নেবেছি যখনি আমি নাচিবার তরে।
ঘোম্‌টা দিয়ে নাচ্‌তে গেলে, লজ্জা লজ্জা করে॥

৯৬

বেই। ও সকল কথা বুঝি টেনে বোনা নয়?
ডাক। আমি যদি বুনি তবে টেনে বোনা হয়॥

৯৭

বেই। ও সকল কথাগুলি কে বুনেছে তবে ?
ডাক। বলিলে তোমার মনে প্রত্যয় কি হবে ?

৯৮

বেই। যাহার উপরে নাই আদতে প্রত্যয়।
তাহাকে কে ঘুরে ঘুরে অত কথা কয় ?
তাহার কথা কি কেহ আমলেতে আনে।
বড় জোর শোনে যদি শোনে মাত্র কানে॥

৯৯

ডাক। তবে শুন সব কথা খুলেখেলে কই।
বুনিবার কর্ত্তা আমি নিজে কভু নই॥
বুনিবার তরে যা যা আয়োজন চাই।
তার আয়োজনে কিছু ত্রুটি মাত্র নাই॥
সুত নাটা চোর্কি আদি করি ফিট ফাট।
সোজা জোরে বেঁধে দিই নরাজের কাট॥
টানা কেড়ে, সানা গেঁথে, ডাকি মনে মনে।
তাঁতি এসে বসে, আর ঝপাঝপ্ বোনে॥

১০০

বেই। তবু যেন আরো কিছু রোয়ে গেল বাকি।
তাঁতিটে কে খুলে বোলে দিলে হয় নাকি ?

১০১

ডাক। খুলে বোলে দিতে বাকি কি রেখেছি আর
তবু যদি বল সেটা কপাল আমার ॥
নিজ মুখে বোলে কোয়ে তত সুখ নাই।
তোমার মুখেতে শুনে যত সুখ পাই ॥
তাই কিছু রোয়ে গেছে অন্তরে অন্তরে।
তোমার মুখেতে খালি শুনিবার তরে ॥
ডেকে হেঁকে বল তুমি যা বুঝেছ মনে।
আমিও শুনিতে পাই, অপরেও শোনে ॥

১০২

বেই। জয় নারায়ণ ব্রহ্ম অখিলের পতি।
সকলি তোমার ইচ্ছা অগতির গতি ॥
কে জানে তোমার মর্ম্ম দয়াময় হরি।
অপার মহিমা তব প্রণিপাত করি ॥
তুমি বিনা কিছু নাই চরাচরময়।
তথাপি কাহার সাধ্য করিতে নির্ণয় ॥
কখন কোথায় হও কি ভাবে প্রকাশ।
তুমি বিনে কার সাধ্য বুঝিবে আভাস ॥
যা যা করি যে যা করে তুমি তার মূল।
সর্ব্বময় সর্ব্ব জীবে সম অনুকূল ॥

কি করিতে জানি প্রভু তব গুণ গান।
ডাক। এতক্ষণে জুড়াইল মন প্রাণ কান॥

১০৩

বেই। বল দেখি কেন সবে লেখাপড়া করি?
ডাক। লেখাপড়া শিখে ভার অবনীর হরি।
নতুবা মানব বোলে বৃথা নাম ধরি॥

১০৪

বেই। কি কোরে হরিতে হয় অবনীর ভার?
ডাক। জ্ঞানে পূর্ণ করি আগে হৃদয় ভাণ্ডার।
দিনে দিনে হয় তাতে পুণ্যের সঞ্চার॥
ধন মান যশকীর্ত্তি বাড়ে আপনার।
সাধ্য অনুসারে করি পর উপকার॥
মনে জ্ঞানে করি সত্য ধর্ম্মের প্রচার।
সাধারণে শিখে তাতে সত্য ব্যবহার॥
অত্যাচার কোমে যায় বিবিধ প্রকার।
কাজেই হরণ হোলো অবনীর ভার॥

১০৫

বেই। পারি যদি হরিবারে অবনীর ভার।
তাতে কি নিজের কিছু আছে উপকার॥
ডাক। নিজের কিছুই নাই, পণ্ডশ্রম সার।

১০৬

ডাক। নিজের পরের কথা, ছেড়ে দিতে হয়।
করতব্য কর্ম্মগুলি না করিলে নয়॥
করিলে কিছুই নাই পুণ্যের সঞ্চয়।
না করিলে অতি বড় পাতকের ভয়॥
অহংকার থাকে যদি যশকীর্ত্তি ক্ষয়।
এই ভাবে করিলেই সব দিক রয়॥
নতুবা মুখের গ্রাস পরে কেড়ে লয়।
ডাকের বচন জয় নারায়ণ জয়॥

১০৭

বেই। ছোট বড় যত নরে, সকলেই মনে করে,
ধর্ম্ম কর্ম্মে বাদী রিপুগণ।
বল দেখি শুনি তবে, কি দিয়ে কি কোরে কবে,
কেন কে তা করিল সৃজন?

১০৮

ডাক। ভুতাতীত ভগবান, নিরাকারে অবস্থান,
কোরে বহু কোটী কল্প কাল।
ইচ্ছা করিলেন পরে, প্রকাশ হবার তরে,
বিস্তার করিয়া মায়া জাল॥
মায়াতে ভূতের সৃষ্টি, শব্দ আদি বায়ু বৃষ্টি,
ভুতযোগে রিপুর উদয়।

যা কিছু দেখিতে পাই, রিপুর সংযোগে তাই,
রিপু বড় সোজা কথা নয় ॥
রিপু হোতে দেহ সৃষ্ট, রিপু হোতে দেহ নষ্ট,
ইষ্টানিষ্ট রিপু হোতে সব।
রিপুগণ আগে আসে, রিপু বাঁধে মায়াপাশে,
দেহে বেশী রিপুর গৌরব ॥
রিপুদিগে দিলে নাই, সুখের প্রত্যাশা নাই,
ধনে মানে জ্ঞানে কিম্বা যশে।
সকল বজায় রয়, অসাধ্য সাধন হয়,
রিপুগুলি থাকে যদি বশে ॥
সহস্র অসুর দলে, বিনাশে যে বাহুবলে,
তাকে আমি বলিনাক বীর।
ডাকের বয়স এই, বীর মধ্যে গণ্য সেই,
রিপু যাকে না করে অস্থির ॥
সুরিপুতে দেহ যার, জনম সফল তার,
সুরিপুতে জন্মে শুদ্ধ মন।
মনের উন্নতি আমি, নিরাকার নিষ্কামী
আমার উন্নতি নারায়ণ ॥
যার জন্যে ইচ্ছাময়, ত্যজে সুখ সমুদয়,
নিরাকারে ব্যাপ্ত চরাচরে।
ভূত উপলক্ষ ধোরে, রিপুকে সৃজন কোরে,
এতদিনে প্রকাশিত নরে ॥

নরে নারায়ণে ভাই, কিছুই প্রভেদ নাই,
দেহটী সাকার মূর্ত্তি তাঁর।
ভিতরে যে কথা কয়, আমি বলা ভাল নয়,
আমি রূপে নিজে নিরাকার॥
কাকে বলে নারায়ণ, চিনিত বা কোন জন,
ডাকিত বা কে কিসের জন্তে।
তাঁতে যে কি গুণ আছে, তিনি বিনে কার কাছে,
বলিতে কে পারে বল অন্তে॥

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

সুখ দুঃখ কান্না হাসি, কিছুই ছিল না।
ঘোরে বেঁধে কিশের তরে, লয়ে এলে মা ?
তোমারি যা দেখি তাতে, সুখ মাত্র কই।
মায়ে পোয়ে জ্বোলে মরি, কেহ সুখী নই ?
পরের বোঝা ঘাড়ে লয়ে, জ্বালা দাও পরে।
এমন মায়ের লোকে আবার, আরাধনা করে ?
এ কেমন দেখি তব, দুর্ম্মতি দুরাশা।
পরের যাত্রা নষ্ট কর, কেটে নিজ নাসা ?
তুমিও ত কষ্ট পেলে যেমন পেতে হয়।
যত বলি আমি তবু তোমার মত নয় ॥
আমি বরং তোমায় ছুট, বোল্‌তে পারি জোরে।
আসা থাকা যাওয়া তব, ঘোরে ঘোরে ঘোরে ॥

কি বলিব গর্ব্বে ছিলাম, সকল দোষই ছাড়ি।
যা কোরেছ আর কোরনা অত বাড়াবাড়ি ॥
কুমাতা কখন নয়, সে কথাটা ভুল।
আমি দেখি তুমি যত, অনিষ্টের মুল ॥
ছলে কলে কৌশলেতে, ভুলিয়ে এনে ভবে।
ফাঁকি দিয়ে বেটী তুমি, ব্যাটার মাতা হবে ?
যা হবার হোয়ে গেছে, মিছে আর বলা।
এ বারেতে আমি সব বুঝে নিচ্ছি ছলা ॥
ডাকের কথা পড়ি না হয়, পোড়্ব তোমার কোপে।
এ বারেতে কাছে গেলে, উড়িয়ে দেব তোপে ॥

মাতার উত্তর।

মা মা বোলে আমায় তুমি, যতই বল রাগে।
বলা ছেড়ে আমাকে কি, ধোরে মেলে লাগে ॥
মা বিনে কি জানে কেহ, কত মায়া সুতে।
মা মা বোলে ডাক্‌লে পরে, পথ ছেড়ে দেয় ভুতে ॥
মা মা বোলে যদি কেহ, ছুরি মারে বুকে।
বুক ঠাণ্ডা হোলো বোলে, চুমো খাই মুখে ॥
সাধ কোরে কি তোমায় আমি, পোরে বেঁধে আনি।
ছেলের মত কেহ নাই, এটা আমি জানি ॥
নাসা কাটি ওষ্ঠ কাটি, কিম্বা কাটি কাণ
মা কথাটী শুন্‌লে পরেই, সব জ্বালা নির্ব্বাণ ॥

তোমার জ্বালা আমি কি আর, জ্বালা বোলে ধরি।
যেন তেন প্রকারেণ, কার্য্য হাসিল করি।
কার্য্য আমার যাতে পারি, মা বলান চাই॥
মরি তরি উড়ি পুড়ি ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।
ডাকের কথা মায়ের মত, কথা কি আর আছে।
আসা যাওয়া মুক্ত হওয়া সবই মায়ের কাছে॥
লয়ে এসে আমি কি আর, নিশ্চিন্ত আছি।
ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে, পৌছে দিলেই বাঁচি॥
আরাধনা করিতে কি, আমি কভু বলি।
চোক্ রাঙ্গালে ভাল থাকি, আরাধনায় জ্বলি॥
তবে যারা ভাল বাসে, বেশী আনা গোণা।
থাক্তে পারে তারা কি, না কোরে আরাধনা?
কিন্তু যারা বুঝে নেছে, আসা যাওয়া কোরে।
তারাই দাঁড়ায় তোমার মত, পাঁচো হেতের ধোরে॥
আমার জ্বালা কিছুই নয় আছি বেশ সুখে।
কিন্তু বড় তুষ্ট হোলেম, শুনে তোমার মুখে॥
সৃষ্টি হেতু জন্ম আমার, না কোল্যেই নয়।
তাকেই তোমায় জেনে শুনে, কষ্ট দিতে হয়॥
যা দিয়েছি তা দিয়েছি, আর যাব না কাছে।
বুঝে শুজে বল বাছা রাগ, কোর্ত্তে আছে॥
তোমায় কি আর ধোরে বেঁধে, আন্‌তে আমি পারি
নিজে এসেছ তাই এনেছি, উচ্চ ভুমে বারি॥

হেথাও তুমি, সেথাও তুমি, তুমি সর্ব্বময়।
লাভে হোতে আমার খালি, মর্য্যাদাটা রয়॥
তোমা হোতে পূর্ণ যাহা, হলো তার আস।
সকলে বলিল সৃষ্টি, মায়াতে প্রকাশ॥
ডাকের কথা মায়ের মত, অন্য কেহ নাই।
মা এনেছেন তাই এসেছি, মা পাঠালেই যাই॥
হেসে খেলে পাঠিয়ে দিলে, আবার চেপে ধরে।
জোলে পুড়ে পাঠিয়ে দিলে, কাছে ঘেঁষে না ডরে॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা!

ডাকের প্রশ্ন।

১

এসে হেথা নরকারে, কি কষ্ট কহিব কারে,
অন্য কিছু কষ্ট নয় আসি আর যাই।
কথাটী সহজ বটে, সেই জানে যার ঘটে,
অন্যেকে জানিবে এতে কত জ্বালা পাই॥

২

আমোদে আহ্লাদে আসা, কাকে কত ভাল বাসা,
কত লোকে আমাকেও কত ভাল বাসে।
কত কি দেখিতে পাই, কত কি জিনিশ খাই,
নূতন নূতন মনে কত আসা আসে॥

৩

কত বা মেটাই কাজে, কত চেপে রাখি লাজে,
কত বা রহিয়া যায় ভয়ে ভয়ে ভয়ে।
কত বা অলক্ষে রয়, কত বা প্রকাশ নয়,
এই কোরে পোড়ে যাই ঘোর দম্‌দয়ে॥

৪

ক্রমে এসে জোটে জরা, ঘটেনাক কার্য্যে করা,
মনে মনে রোয়ে যায় ক্ষমতা অভাবে।
হোতে হোতে পড়ে ডাক্, কাজেই দওড়ে ডাক্,
জটে বাঁধা আছে হোথা কোথায় পলাবে॥

৫

সেথানেতে গিয়ে দেখি, অনেক রোয়েছে বাকি,
পুনঃ এসে না করিলে কিশে মেটে জের।
তুমিও দয়াল বড়, আগে বল সোয়ে পড়,
তাড়াতাড়ি সেথা গিয়ে সেরে এস ফের॥

৬

কাজেই ছুটিতে হয়, সহজ হুকুম নয়,
কার সাধ্য পারে তাহা করিতে হেলন।
ভিলার্দ্ধ ভিষ্টান দায়, জুতে টেনে লয়ে যায়,
ধুলো পায়ে হোয়ে পড়ে পুনরাগমন॥

৭

পুনরপি পূর্ব্ব মত, কত সারি থাকে কত,
আবার হাজির হই হুজুরেতে গিয়ে।
আবার ফিরিয়া আসি, সেই ভালবাসা বাসি,
আবার যাইতে হয় সেই পথ দিয়ে॥

৮

পুনঃ পুনঃ এ প্রকার, এসে গিয়ে বার বার
এ বারেতে বুঝে নিছি যত ঘুই ঘাই।
তাতেই কোরেছি পণ, দেখা যাবে নারায়ণ,
কে কত খেয়েছে ঝুনে জননীর মাই॥

৯

কে কাকে বলায় বোল, কার হাত পড়ে নোল,
কে কি কোরে কাকে কোথা টেনে লয়ে যায়।
অনেক খাটিয়ে নেছ, অনেক যাতনা দেছ,
দেখা যাবে মা এবার কার পুত্র খায়॥

১০

তুমিই পাঠিয়ে দাও, তুমিই লইয়া যাও,
তুমিই পরিয়ে দাও জ্ঞান চক্ষে ঠুলি।
তোমারি কৌশল ক্রমে, ভ্রমি আমি নানা ভ্রমে
কোথা হোতে জ্বলে এই বারণের চুলি॥

১১

বোঝা গেছে নারায়ণ, ভুলাতে নরের মন,
দিয়েছ ক্ষণিক সুখ সুখ মাত্র নামে।
শান্তি সুখ যাকে বলে, কেড়ে লয়ে ছলে কলে,
নিত্য সুখে নিজে আছে বইকুণ্ঠ ধামে॥

১২

তুমি যদি না আনিতে, কে আসিত অবনিতে,
কে জানিত মাতা পিতে পুত্র কন্যা দারা।
কে চাহিত কার মুখ, কে ভুগিত এত দুঃখ,
কেন বা কে হোতো এত কেঁদে কেটে সারা॥

১৩

তোমারি কার্য্যের তরে, সৃজন কোরেছ নরে,
সাভে হোতে মাঝে মাঝে ভুগে মরে নর।
বদ্ধ হোয়ে মায়া পাশে, আজ যার কাল আসে,
এত কষ্ট পায় তাতে নাই যার পর।

১৪

কামাদি বা অহঙ্কার, তুমি মুল সবাকার,
তুমিই আবার শেষে বোলে বোসো পাপ।
কোরে যায় রিপু সেবা, দেখি দণ্ড দেয় কেবা,
যত পারো কোয়ো তুমি লাগে তেমি বাপ॥

১৫

তুমিই নষ্টের রাজা, ছলে কলে দাও সাজা,
এর সোধ নিতে পারি তবে কৈও নাম।
নাই দিও সেথা ঠাঁই, কিছু প্রয়োজন নাই,
এইখানে কোরে নেব বইকুণ্ঠ ধাম॥

১৬

দেখাব কেমন ডাক্, ভেঙ্গে দিব ভুও জাঁক্,
তেমন মায়ের পেটে জন্ম নয় মম।
মা যদি সহায় থাকে, কার সাধ্য ধোরে রাখে,
ধরাকে বানিয়ে নেব শান্তিধাম সম॥

১৭

সকলে ভুগিবে শান্তি, থাকিবে না কারো ভ্রান্তি,
ঘুচে যাবে রোগ শোক অকাল মরণ।
উঠে যাবে পুণ্যপাপ, আসিবে না অনুতাপ,
পৃথিবীটা হোয়ে যাবে আলাদা ধরন॥

১৮

থাকিবে না এ দশায়, কত কাল টেঁকে আর,
জীবন যৌবন যন জোয়ারের জল।
ঘুচে যাবে যাওয়া আসা, ঘরে বোসে খাশা খাশা
ছেলে মেলে সকলেতে খাবে নব ফল।

১৯

মোটা মুটী বোলে যাই, তোমাকে বিশ্বাস নাই,
কেনা বল জানে তুমি লোক ভয়ানক?
সুক্ষ্ম কথা গোটা কত, বলিব সময় মত,
ইহার উত্তর পেলে সন্তোষ জনক ॥

নারায়ণের উত্তর।

১

বয়সের নাই ওর, পশার চোলেছে জোর,
এত কাল করা গেল এতধুম্ ধাম্।
যে রকম ছিল দাপ, করা গেছে ফুন গাপ।
কিন্তু বুঝি এ বারেতে ডুবে যায় নাম ॥

২

কোরেছে যে প্রশ্ন গুলি, সাধ্য কি যে মাথা তুলি,
ইহার জবাব দে'য়া বড় সুকঠিন।
কি কোরে সন্তোষ করি, না দিয়ে কি কোরে তরি,
খিতাম দেবার হোলে কাজে রিজাইন ॥

৩

প্রশ্ন গুলি যে প্রকার, এই বোলে ওঠা ভার,
আরো বলে এর চেয়ে সুক্ষ্ম কথা আছে।
বিষম সমস্যা হোলো, কি কোরে মিটাই বল,
নিশ্চিত জেনেছি মান এ পশার গেছে ॥

৪

এতকাল করি ঘর, দেখিনে এমন নর,
বজোরে বৈকুণ্ঠপুরি কোরে নিতে চায়।
কি জানি বা করে তাই, নরের অসাধ্য নাই,
কথায় ধরন শুনে প্রাণে ভয় পায়॥

৫

কথাতেও শুধু নয়, কার্য্য দক্ষ অতিশয়,
কোরে নিতে পারে এরা আমি বা না পারি।
কি করি পাপের ভোগ, মেগে নিয়ে এঁশো রোগ,
বেটা দিগে এনে, হেথা ঠোকে গেছি ভারি॥

৬

ডাক্। বেটা বেটা ছেড়ে দিন্, বাবা বোলে ধোরে নিন,
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

৭

নারা, আচ্ছা বাবা তাই, বলি, বোঝা গেছে ঘোর কোলি।
মেরনা ধোরো না যেন থাগো বাছা ধন॥

৮

ডাক উচিত তোমাকে তাই, কি বলিব কায়া নাই,
ভুঁয়ে ছুটো মেলে তবু কিছু মেটে ঝাল।
তুমিই কোরেছ কোলি, কালোচিত তাই বলি,
তবু কেন তার বাড়ে যেন তুমি তাল॥

৯

নারা, কি করি কোথায় যাই, কিছুতে নিস্তার নাই,
না জানি আমার মাগো কি পোড়া বরাত।
ঠেকেছি বিষম দায়, রক্ষা কর মা আমায়,
আস্‌তে যেতে কাটে যেন সাঁকের করাত॥

১০

ডাক্‌ সে পথ গিয়েছে মোরে, কেন ডাক মা মা কোরে,
মাকে আমি কিনে নিছি জনমের মত।
কে শুনিবে তব কথা, সবাই আমার মাতা,
ছোট বড় যে যেথানে মেয়ে আছে যত॥

১১

নারা, তবে কি করি উপায়, কিশে মান রক্ষা পায়,
কি ফল জীবনে বল মান হানি হোলে।
তাও যে আবার ছাই, কিছুতেই বিনাশ নাই,
অক্ষয় অব্যয় হোয়ে পোড়ে গেছি গোঁলে॥

১২

আট ঘাট হোলো বন্ধ, করিল যে তাহা অন্ধ,
কেন আমি হোয়ে ছিনু অনন্ত অনাদি।
মনে ছিল একা হবো, চিরকাল সুখে রব,
কে জানে যে যুটে যাবে হেন প্রতিবাদি॥

১৩

মিছে খেদ করি অত, হোয়েছে বিচার মত,
যদিও আমার কেহ উপরেতে নাই।
অন্তরের চোরা পাপ, ঢেকে রাখে কার বাপ,
নিজের মনের গুণে নিজে দণ্ড পাই॥

১৪

উপস্থিতে কিশে তরি, কোথা গিয়ে কাকে ধরি,
কে হবে সহায় মম সঙ্কট মোচনে॥

১৫

ডাক্ আমিই করিতে পারি, জানা গেছে যত জারি,
দেখিলাত কত মজা ডাকের বচনে?

১৬

প্রবেশি যমের ঘরে, যা করেছে জ্যান্ত নরে,
তুমিও ত সে সকল যান নারায়ণ।
তুমিও শিক্ষার তরে, এতটা কালের পরে,
মরা মানুষের হাতে পোড়ে গেছ ধন॥

১৭

কেন ভেবে সারা হও; আমার মন্ত্রণা লও;
কাচা খোয়ে কাছে তুমি বোসে থাক ঠায়
তোমার আভাস লয়ে, আমি যেন তুমি হোয়ে,
আমিই জবাব করি আমার কথায়॥

ডাক্ নিজে নারায়ণ হইয়া নিজের কথায় জবাব করিতেছে।

১

কেন বাছা ক্রুদ্ধ হও, বুঝে শুজে কথা কও,
আমি কি পাঠাই কারে কভু বেঁধে ধোরে।
আমিত নেবাই ডেকে, ফিরে আসে পথে থেকে,
নিজ মুখে নিজ পাপ অঙ্গিকার কোরে।

২

আবার ডাকাই তায়, কাজেই ছুটিয়া যায়,
আবার আসিতে চায়, আঁকু পাকু কোরে।
মোটেই ঘেঁসে না কাছে, বলে সেথা কাজ আছে,
আমার বরম ইচ্ছা রেখে দিই ধোরে॥

৩

ধরিতে পাঠাই দূত, মনে করেএলো ভূত,
ছাড়িয়া প্রাণের মায়া ছোটে ঊভরায়।
পাছে ভয়ে পোড়ে মরে, ছুটে গিয়ে তারা ধরে,
গোচে গাচে লয়ে এসে ঘরে দিয়ে যায়॥

৪

এখানেতে এসে পরে, বেঁড়ে বাহাদুরি করে,
বলে ভাই গিয়েছিনু তেড়ে দিলে ভূতে।
তোমার মতন শেষে বেড়ায় ছদ্মের বেশে,
মানে না ফেলেছে নিজে কাপড়েতে—

৫

কেন তুমি যাও আস, কেন কাকে ভাল বাস।
কেন যে তোমায় কেবা কত ভাল বাসে।
সব যদি বোলে যাই, দু'রিম কাগজ চাই,
মোটা মুটি গোটা কত বলি ঠেশে ঠাশে॥

৬

কত কি যে সহ্য কোরে, কত কি যে মূর্ত্তি ধোরে,
অবনি মণ্ডলে আমি এনেছি তোমায়॥
এই তার স্থূল মর্ম্ম, করিবে এমন কর্ম্ম,
যশ মান প্রাণ মম রক্ষা যাতে পায়॥

৭

ক্ষমতা দিয়েছি হেন, প্রায় ঠিক আমি যেন,
বরম বলিলে বেশি অতি উক্তি নয়।
সকলি করিতে পার, যাকে রাখ যাকে মার,
নামে মাত্র প্রতিনিধি কাজে সর্ব্বময়॥

৮

এ কথা তোমাকে ধোরে, বোলে দিছি ভাল কোরে,
তেয়ারে তেয়ারে আমি আসিবার কালে।
আমার শরীর নাই, হা'ওয়া দিলে উড়ে যাই,
কখন কোথায় থাকি ডালে বিলে খালে॥

৯

হইলে কাজের শেষ, খোরে কিম্বা কার বেশ,
আমার কাছেতে গেলে টেনে নিব কোলে ॥
জেনে শুনে এ সকল, দেখাও নিজের বল,
তাতেই অমন বাছা পোড়ে যাও গোলে ॥

১০

হেথা এসে বড় লাট, বদি কন রাজা পাট,
যত কিছু দেখ শুন সকলি আমার।
তা হোলে কি মহারাণী, না হবেন অভিমানি,
না, না দেবেন উপযুক্ত দণ্ড কিছু তার ?

১১

কিন্তু ভেবে নিজ দায়, যেরূপ হতেছে প্রায়,
তাঁকে রেখে মুলে যদি কার্য্য কোরে যান।
এখানে যে কত সুখ, বলি হোলে শত মুখ,
কার্য্য শেষে কাছে গেলে অজলা সন্মান ॥

১২

আমারো পেরায় তাই, কিছু উচু দরে যাই,
ডাকাই তোমাকে কাছে মিশিবার তরে।
অলজ্য আমার ডাক, কোথা তুমি লাগ ডাক্,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি কোরে সশঙ্কিত ডরে ॥

১৩

শুধ কিছু নই আমি, তুমি ও অন্তরযামী,
মনে মনে সবি যান যা করেছ আগে।
কাজেই ওজর ধর, ফিরে আসি রক্ষা কর,
সম্মুখে এ গিয়ে যেতে প্রাণে ভয় লাগে॥

১৪

নিজে আমি দয়াময় তথাস্তু বলিতে হয়,
না বলিলে কিসে বল মেটে তব আশা।
প্রকারান্তে আজ্ঞা লয়ে, আস যেথা ব্যস্ত হয়ে,
তাই জোটে একে ডাকে এত ভালবাসা॥

১৫

কর্ম্ম জোরে হবে খেতে, কর্ম্ম সোরে হবে যেতে,
সময় সাপেক্ষ সেটা খাড়া খাড়া নয়।
ভালবাসা না থাকিলে, কোথা যাবে ছেলে পিলে,
কোথা যাবে পিতা মাতা বন্ধু সমুদয়॥

১৬

পুনঃ পুনঃ এই মত, আস যাও অবিরত,
যত আস যাও তত কেটে যায় পাপ।
তোমারি মনের কথা, খুলে বলিলাম যথা,
আমি ওর কিছুমাত্র জানিনেক বাপ॥

১৭

আর বাছা দেখি নাই, এবারে ধরেছ তাই,
অত জোরে ছেঁদে বেঁধে আমায় কোনর।
আমিও ওরূপ পাত্র, খুঁজে থাকি অহোরাত্র,
মধু অন্বেষণে ভ্রমে যেরূপে ভ্রমর॥

১৮

পাপ পুণ্য কার নাম, কিছুই জানিনে রাম,
ওটা খালি তুমি বল নিজ মনমত।
নিজে যদি চোর হয়, পিতাকে প্রত্যয় নয়,
নিজের মতন দেখে যে যেখানে যত॥

১৯

সকলের শাস্তি লয়ে, নিজে যদি শান্ত হয়ে,
বোসে থাকিতাম নিজ শান্তি নিকেতনে।
আমিই তা হোলে এত, তুমি আমাদের মত,
কেন ব্যস্ত হবো বল তোমার শাসনে॥

২০

তুমিই অমন কোরে, কিসের সৌরভ ধোরে,
কোরে নিতে চাও নিজে বইকুণ্ঠ পুরি।
হয়েছে ত জানোদয়, এটাও ভাবিতে হয়,
আমি কি তোমায় মত কোরে থাকি চুরি?

২১

বড় যদি রিপুগণ, কোরে থাকে জ্বালাতন,
সেবা কোরে যেতে পার নাই যার পর ॥
তবে যুক্তি আছে সোজা, না বোয়ে ভূতের বোঝা,
লক্ষ যেন থাকে কিছু নিতে হবে বর ॥

২২

তোমার প্রশ্নের প্রায়, উত্তর হইল সায়,
ভাল আমি এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসি.
বল দেখি কি সাহসে, পৃথিবীতে বোসে বোসে,
জোরে তুমি হোতে চাও বইকুণ্ঠ বাসি ?

২৩

কি কোরে ধরায় লোক, ত্যজিবে বা রোগ শোক,
কি কোরে বা ঘুচে যাবে অকাল মরণ।
কিসে যাবে অনুতাপ, কিসে যাবে পুণ্য পাপ,
কি কোরে বা ধরা হবে আলায়া ধরন ?

২৪

কি কোরে এখানে রবে, চির সুখে সুখি হবে,
কি কোরে বা ধরা হবে শান্তি নিকেতন।
বোলেছ আমার কাছে, আরো সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে,
বল দেখি শুনি সেই প্রশ্নটা কেমন ?

ডাক্

তবে তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বী কেড়ে নাও,
আমি তোয়ে আমি করি আমার উত্তর।
থাকিলে তোমার স্পর্শে, নর নামে দোষ অর্শে,
অহংকার না থাকিলে কে বলিবে নর॥

কিন্তু এক কথা আছে, গলাটা শুকিয়ে গেছে,
সময়ে বলিব কিছু সাবকাস চাই।
তুমিই বোঝ না মনে, লেগেছি কাহার সনে,
হঠাৎ জবাব করি সে ক্ষমতা নাই॥

নানা কথা।

প্রশ্ন বল দেখি কেন লোকে মুক্তি ইচ্ছা করে ?

উত্তর। আবার জননী গর্ভে জন্মিবার ডরে॥

প্রশ্ন।

কেন সে ত আরো খুব সুখের বিষয়।
আসিলে নূতন হয়ে কত মজা হয়॥
কে কত বাজায় সাঁক কত ধাম ধুম্।
কে কত আদর কোরে কত খায় চুম॥

উত্তর।

বাহিরে আসিলে বটে ওসব ব্যাপার।
না বেরুতে হয় যদি কি ভেবেছ তার॥
এলেই এমন বল কিবা সুখ তায়।
শুয়ে হাগে শুয়ে মোতে শুয়ে শুয়ে খায়।
পরে দিলে খেতে পেলে না দিলে ত নয়।
দিবা নিশি কেঁদে কেটে সারা হোতে হয়।
পেটে পাছে যদি কিছু বড় হোয়ে উঠে।
গুরু মশায়ের জ্বালা পরে এসে জোটে॥
আমদে আমদে বটে শিক্ষা করা যায়।
ভুগেছ তা খেতে শুতে সময় কোথায়?
ক্রমে ক্রমে যত হয় শিক্ষার উন্নতি।
আহ্লাদর ক্রমে হয় তত বলবত্তি॥
নাবিতে যখন হবে বিষয় ব্যাপারে।
আহ্লাদর না থাকিলে কার সাধ্য পারে॥
ক্রমেতে জুটল এসে বিষয় ব্যাপার।
এদিকেও ছিঁড়ে খায় কন্যা পুত্র আর॥
কত দিকে রেখে গেলে কতকার মন।
তবে হয় সংসারেতে ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
হোল ত বড়ই ভাল মিটে গেল গোল।
না হোলো ত এস যাও ক্যান তোলি তোল॥

তাতেই সবার এত জন্মিবার ভয়।
সকলেরি ইচ্ছা যাতে না আসিতে হয়॥
আর যদি মোরে যায় জরায়ু বন্ধনে।
তা হোলে যে কত সুখ কে বলে কে শুনে॥
হয় নিজে পোচে মরে রস রক্ত পুঁজে।
নয় ধাই টেনে আনে কেটে হিঁড়ে খুঁজে॥
না দেখিল কর্ম্মভূমী কাকে বলে ধরা।
নামে মাত্র হোলো খালি জন্মগ্রহণ করা॥
লাভে হোতে মাঝে মাঝে জ্বালা ভোগ করে।
আবার চেষ্টিত হয় জন্মিবার তরে॥
ওদের যে সব ভুগে জোন্মেছে বিতৃষ্ণা।
এরা করে সদা সেটা ভুগিবার চেষ্টা॥
যদি বল মোরে গেলে দেখিতে ত পায়?
উঃ　সে দেখাতে এ দেখাতে ঢের আসে যায়।
তুমিও দেখিতে পাও চাঁদা মামা ওই।
উঠে গিয়ে না দেখিলে দেখা হোলো কই॥
যদি বল অনুমানে বোঝা যায় সব।
উঃ　তারা কি আমার মত বাতুরে মানব?
না তারাই কখন আর মুক্তি ইচ্ছা করে।
ছলে কলে কৌশলেতে মুক্ত করে পরে॥
যদি বল নিজে তুমি পেয়েছ কি মুক্তি।
না পেলেও কিন্তু আমি দিতে পারি যুক্তি॥

ডাক্।

না বুঝিতে পায় যদি ডেকে মা বলিলে।
তবে তুমি বোসে যাও সবার সামিলে॥
আমাকে ও সব যদি বোলে দিতে হয়।
তা হোলে এখন বাবু দু'বছর নয়॥
তবে যদি কোন দিন অবশর পাই।
বলিতে ও পারি তাতে কোন বাধা নাই॥

প্রশ্ন।

সবাই বলে যত কিছু সুখ দুঃখ আছে।
সকলিত পাওয়া যায় রিপুদের কাছে॥
রিপু গুলি কায়দা হোলে সদা ভাসি সুখে।
বেকায়দা হোলে পরে জ্বোলে মরি দুঃখে।
কোন্ রিপুটী কায়দা হোলে কোন্ সুখে ভাসি
বেকায়দা কোন্‌টী হোলে কোন্ দুঃখ রাশি?

উত্তর।

কামেতে বিয়োগ ঘটে নিষ্কামেতে যোগ।
বিতরাগে স্বাস্থ্য লাভ রাগে হয় রোগ॥
লোভেতে প্রাণের জ্বালা বিনা লোভে শান্তি
মোহ হীনে নির্ম্মল মোহে হয় ভ্রান্তি॥

মদেতে প্রমাদ ভারি ভয়ে সসঙ্কিত।
মদ হীনে লজ্জা ঘৃণা ভয় পরাজিত ॥
অহঙ্কার করি যদি জগতে অপ্রিয়।
অহঙ্কার শূন্য হোলে অতি পূজনীয় ॥
একাধারে কটী গুণ বর্ত্তমান থাকে।
ডাকের কথা আকারেতে হরি বলি তাকে ॥
একাধারে কটী দোষ থাকিবার নয়।
একটা না হয় একটা গুণ আছেই নিশ্চয় ॥

প্রশ্ন।

এত সুখ হয় যদি রিপু বশ হোলে।
দমনের যুক্তি কিছু দিতে পার বোলে ॥

উত্তর।

রিপু দমনের যুক্তি বলি।
ঠিক যেন মাছ হুইলে খেলি ॥
রসে রসে বশে বশে জড়াই ছাড়ি সূত।
তেজ কোমলেই কায়দা কোরে ধরি ইচ্ছা মত ॥
হয় কি না হয় বুঝে দেখ যত বুদ্ধিমান।
টানা টানিতে ছিঁড়ে যায় সাবধান সাবধান ॥
যদি বল এ উপমা মৎস জীবির কাছে।
খাও না খাও ধর না ধর দেখা শুনা ত আছে ॥

প্রশ্ন।

রিপু দমনের যুক্তি নিতে যাকে গিয়ে ধরি।
সবাই বলে রোয়ে রোসে রিপু বশ করি॥
আমার তো আর তর্ সয়না দেক্‌দারি কোরেছে।
হটাৎ রিপু দমন হয় এমন কিছু আছে?

উত্তর।

আছে বই আমার কাছে না আছে আর কি?
দেখে শুনে ঠেকে ভেবে অনেক শিখেচি॥
আক চিবিয়ে ফেলে দিতে পার যদি রস।
তবেই জানি তোমার কাছে হঠাৎ রিপু বশ॥

প্রশ।

ছোট খাট কথা নয় কঠিন ব্যাপার।
ঠারে ঠোরে বোলে দিলে বুঝে ওঠা ভার॥
খুলে খেলে বোলে দাও দেখি যদি পারি।
লেখা পড়া জানি বটে বুদ্ধি মোটা ভারি॥

উত্তর।

বেশী খুলে বলিবার কথা এটা নয়।
দেখি তবু বোলে যাই যত দূর হয়॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলা গোপিনীর সনে।
আমি বোলে শুধু নয় অনেকেই জানে॥
তাকেই বলি আক চিবিয়ে ফেলে দেওয়া রস।
দিন কত কাল অপযশ পরে তারি যশ॥
যশ কোল্যেই তুমি যদি সন্তুষ্ট থাক।
মদন মোহন হয়ে মদন মুটোর ভেতর রাখ॥

প্রশ্ন।

গা শিউরে উঠে ক্রমে তোমার কথার ভাবে।
এর উপরেও অন্য কথা আছে নাকি তবে॥

উত্তর।

এর উপরের কথা মদন, ভস্ম কোরে ফ্যালা।
নির্ব্বাণ মুক্তির পদ পাবার পথে চলা॥

প্রশ্ন।

কৃষ্ণ লীলায় মদন মোহন হওয়া যেতে পারে।
ভস্ম কোরে নিতে হবে কোন্ দেবতা ধোরে?

উত্তর।

যে ভাবেতে কুচনী পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন শিব।
জেকে চুরে সব বোল্‌তে চেপে ধরে জীব॥

মুখে মুখে সবই ছিল মনে ছিল না।
মদন ভস্ম করিবার স্পষ্ট উপমা ॥
তাতেই দেবের মধ্যে মহাদেব তিনি।
তিনিও হবেন রিপু জিনিবেন যিনি ॥

নানা কথা।

প্রশ্ন।

ঘুরে ফিরে বহু দিন আনা গোণা করি।
মনের অধিনে চোলে জ্বোলে পুড়ে মরি ॥
ইচ্ছায় বিরম নাই কত উঠে মনে।
নূতন নূতন ইচ্ছা আসে ক্ষণে ক্ষণে ॥
এহেন ইচ্ছাতে আর কোনো সুখ নাই।
বোলে দিতে পার কিশে পরিত্রান পাই ?

উত্তর।

নিজে পারি না পারি বা পারি বোলে দিতে
কথাই সর্ব্বস্ব মোর কথা মাতা পিতে ॥
কথায় কার্ব্বার মোর কথা বেচে খাই।
কথাতে যা পার কর মুখে বোলে যাই ॥
কিন্তু যদি কর তুমি কথাতে বিশ্বাস।
কথাতেই কোরে দিবো শান্তি ধামে বাস ॥

যদি বল এ যে দেখি বিপরীত গর্ব্ব ?

উঃ তা না হোলে হোয়ে যাবে পশারের খর্ব্ব ॥

কাজে হোক্ না হউক বোলে যাই তেজে ।

বোলে কোয়ে দেখা যাক্ যদি কেউ ভেজে ॥

এক মনে কিছু দিন ভাবো নারায়ণ ।

তিনিই দেবেন পরে চূর্ণ কোরে মন ॥

মন খালি কতক গুলি ইচ্ছায় সমষ্টি ।

ইচ্ছা বড় শোজা নয় ইচ্ছাতেই সৃষ্টি ॥

মন চূর্ণ হোয়ে গেলে ইচ্ছা কোথা রয় ।

ব্যাপ্ত হোয়ে যাবে সব চরাচর ময় ॥

মন গেল ইচ্ছা গেল তুমি থাক কিশে ।

কাজেই তুমিও গেলে নারায়ণে মিশে ॥

তুমি বোলে বোধ মাত্র রবে না তখন ।

তুমিত্ব ঘুচিলে তুমি নিজে নারায়ণ ॥

মন ইচ্ছা সব হোলো ব্যাপ্ত ত্রিজগতে ।

বিহ্বোল থাকিবে সদা নিজানন্দে মেতে ॥

তা হোলেই হোয়ে গেল খেলা ধূলো শায় ।

গায়রে ডাকের কথা হরি গুণ গায় ॥

প্রশ্ন।

নানা কথা বল তুমি নানা ছলে কলে।
কটা কথা বল তায় রক্ষা করা চলে॥
বিশেষতঃ আমাদের অতিশয় পাপ।
মনের গতিক তাতে বড়ই খারাপ॥
ভেবে চিন্তে ঠিক কোরে বোসে আছি তাই।
এ পাপের পরিত্রাণ কিছুতেই নাই॥
তুষানলে দগ্ধ হোলে ক্ষয় নাই যার।
মুখের কথায় বল কি করিবে তার॥
বোলে দিতে পার হেন আছে কোন কর্ম্ম।
শেষেতে সঞ্চার যদি কিছু হয় ধর্ম্ম॥

উত্তর।

পাপের নিমিত্তে তুমি মিছে কর ভয়।
পুণ্যে সঞ্চয় অতি সহজেই হয়॥
পুণ্যবান হোতে যদি হয় কারো মন।
আপনি যোগাড় কোরে দেন নারায়ণ॥
তুমি আমি যদি হই পাপ কার্য্যে রত।
তত কি যাতনা পাই নারায়ণ মত॥
কত কি যোগাড় তাঁকে কোরে দিতে হয়।
যে কোনো প্রকারে করি পুণ্যের সঞ্চয়॥

তাতে যদি ইচ্ছা করি হোতে পুণ্যবান।
আকাশের চাঁদ যেন হাতে তিনি পান॥
যদি বল কেন তিনি তুষ্ট হন তায়?
উঃ তুমি আমি বিনে তাঁর কেবা গুণ গায়।
যদি বল তিনি বুঝি তুষ্ট গুণগানে?
উঃ তিনি বিনে তাঁর গুণ কে গাইতে জানে॥
নরের ছলেতে তিনি জগতে প্রকাশ।
নরের সুখেতে তাই পরম উল্লাস॥
নর যদি পাপি হয় দেহ হয় জরা।
বড় কষ্ট তাঁর পক্ষে তাতে বাস করা॥
তাতেই নরের সুখ এত তিনি চান।
শুনেরে ডাকের কথা শুনে পুণ্যবান॥

রহস্য।

তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিতের পর—

ডাকের উত্তর।

ছেড়ে যদি যেতে হয় না বলাই ভাল।
তবু যে উরুতে কিছু কাঁচা রোয়ে গেল॥
সর্ব্বাঙ্গ পাষাণ হোতো দুর্য্যোধন বীর।
যদি না শুনিত যুক্তি মামা শকুনীর॥

তাঁবার চাদরে ঘোড়া বড় জল খান ।
ডুবিবে থাকিলে ছিদ্র শরিশা প্রমাণ ॥
আমার ধারনা কিছু আলাদা ধরণ ।
ওতেই জনম জানি ওতেই মরণ ॥
বিশেষতঃ নারি এত তেজী জানোয়ার ।
সম্পর্ক রেখে দিলে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
ছলে কলে বন্ধ সন্ধ করে আট ঘাট ।
তাতেই এবারে আমি কেটে দিছি পাট ॥

ঠাকুর দিদির প্রশ্ন ।

তা বড় তা বড় কত আছে ঋষি মনি ।
সকলেই জানে এটা রমণী জননী ॥
অথচ তাদের সব ছেলে পিলে হোচ্চে ।
তুমি বুঝি ভাবো তারা অকর্ম্মই কোচ্চে ॥
প্রথা মত চল তাতে কোন দোষ নাই ।
পরের নারিকে খালি মাতৃ জ্ঞান চাই ॥
নিজের নারির প্রতি ও কথাটা ছাড় ।
ঠোকে যাবে শেষে যদি এ কথাটা নাড় ॥

ডাকের উত্তর ।

ঠকি ভাল জিতি ভাল ক্ষতি নাই তায় ।
কখনো চলিনে আমি পরের কথায় ॥

নিজের মনেতে ওঠে যে কথা যখন।
অকাতরে করি তার পশ্চাতে গমন ॥
ঠকিবার তরে যদি জন্ম লয়ে থাকি।
তুমি কি ত্রেতাতে পার কোরে পাকা পাকি ॥
ও যুক্তি প্রশস্ত বটে সমাজের তরে।
নতুবা বিধির কেবা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে ॥
আমার মনের কথা শুন তবে কই।
কাহারো মতন আমি কোন কালে নই ॥

ডাক্।

বাহিরে প্রচার বাবু নিরামিশ খান।
ঘরে বলে চুপ্ চুপ্ কুঁচে কিনে আন ॥
বাহিরে মাতার তুল্য ভাবে পরদার।
ঘরেতে বোয়ের ছেলে বছরে দু'বার ॥
আমার তেমন নয় দোতেতালা মন।
পরেও যেমন আমি ঘরেও তেমন ॥
ওটার সিদ্ধান্ত আমি কোরে নিছি ভাই।
বলিতে যদ্যপি হয় ছাড়া ছুড়ি নাই ॥
চোখে দেখি কানে শুনি আছে বোলে ধরি।
জননী সমান জ্ঞান সবাকেই করি ॥
কে অত বিচার করে নিজ পরদার।
উঠিয়ে দিয়েছি তাই ও সব ব্যাপার ॥

ঠাকুর দিদির প্রশ্ন।

ছেলে মুখে বুড় কথা শুনে জ্বলে প্রাণ।
ইচ্ছা করে ধোরে দুটো মোলে দিই কাণ॥
আমি যেটা বলি সেটা অসঙ্গত হোলে।
তুমিও আমার কাণ দিতে পার মোলে॥
কত ধানে কত চাল সে জ্ঞান ত নাই।
অনেক খতিয়ে তবে বলা চলা চাই॥
সকলেরি দেহ সৃষ্টি রক্ত মাংস রসে।
সবাকে চলিতে হয় রস রক্ত বশে॥
বাহিরেও বস্তু আছে কৌশলে এমন।
যে যার জিনিশ পেলে করে আকর্ষণ॥
সে হাত এড়ান বড় সোজা কথা নয়।
অনেকে ঠকিয়া যান অনেক সময়॥

শুনেছত স্বর্গে ছিল রম্ভা তিলত্তমা।
এখনো অনেক মেলে তাদের উপমা॥
বরং তাদের চেয়ে জেয়াদা সুন্দরি।
একালে অনেক আছে ডানা কাটা পরি॥
সে কালে বরং তারা উড়ে ফুড়ে যেতো।
ক্ষণে ভদ্রে কভু কেউ দরশন পেতো॥

এখন চরণে চলে উড়ে ফুড়ে নয়।
দরশন পরশন সহজেই হয়॥
তুমি বা কোথায় লাগ ক কড়ার জ্ঞানি।
তাদের কুহকে ভোলে কত ঋষি মণি॥
দূরে থেকে দেখ যদি তাদের ঠাম।
গা থেকে বেরিয়ে যাবে হু হু কোরে ঘাম॥
তাই বলি মিছামিছি কেন কর গোল।
হরি যদি বলো ধর গৌরাঙ্গের বোল॥
সকল বজায় রাখ, বোল, ঝোল, কোল।

ডাকের উত্তর।

ছেলে মুখে বুড় কথা এর নাম নয়।
বুড় মুখে বঠে ডাক্ ছেলে কথা কয়॥
আমার বয়স কত তা কি তুমি জান।
না জেনে না শুনে মিছে অত বকো কেন॥
এ বয়সে মলা মলি কেন দিদি আর।
অনেক মলিয়ে মোলে ছেড়েছি এবার॥
সঙ্গতই বল কিম্বা বলো অসঙ্গত।
সে সব মাখিনে গায়ে আগেকার মত॥
তবে যেটা দিতে হবে কথার জবাব।
আপনি বেরিয়ে পড়ে কথার স্বভাব॥

না খতিয়ে কখনো কি বলি কারো কাছে।
ধান চাল ক্ষুদ কুঁড় সব জানা আছে॥
যেথা লাগি না লাগি বা য কড়ার হই।
কামিনী কুহকে কিন্তু ভুলিবার নই॥
ওতে মজে তারা, যারা নেহাৎ নৈবোড়।
রেখে দাও রম্ভা, কলা, মোচা, আর থোড়॥

এ দেহ পাষাণময় রস রক্তে নয়।
পাষাণ ঘামাতে হোলে সহজে কি হয়।
হরি প্রেম হরি কথা হরি গুণ গাণ।
করিলে শুনিলে তবে ঘামিবে পাষাণ॥

[ক্রমশঃ।

বন্দনা।

—*—

বন্দ মাতা ভিক্টোরিয়া মহারাণীই বটে।
যাঁর পুণ্যে ডাকের মাথায় নানা কথা জোটে।
যে সুখ মায়ের রাজ্যে পাই।
বাপের গায় সে বাতাস নাই॥
সুকৃতি পুত বাপের প্রিয়।
অকৃতি পুত দণ্ডনীয়॥
দীনময়ী মায়ের দয়া অকৃতি পামরে।
সাবালকের পিঠে বাড়ি নাবালকের তরে॥

ডাকের কথা।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

—:—

ও মা আমি পোড়েছি কি গুরুতর কাজে।
পরিচয় দিতে মুখ চেপে ধরে লাজে॥
ফেঁদেছি নূতন কথা নানা ছন্দে বন্দে।
প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে অধ্যাত্ম সম্বন্ধে॥
পণ্ডিতে পড়িলে পরে হেসে হবে খুন।
মূর্খেকে পড়িলে হবে পণ্ডিত নিপুণ॥
কোথা হোতে আসে জীব কোথা যায় যোরে।
ইচ্ছা আছে প্রকাশিব তত্ব তত্ব কোরে॥
কি কোরে কে কেন আয়ু কমি বেশী পায়।
তাহাও বলিয়া দিব সরল কথায়॥
সকলেরি ঘুচে যাবে ভ্রম অন্ধকার।
হেসে খেলে হবে লোক ভবনদী পার॥

জ্ঞানবানে স্বশরীরে স্বর্গে চোলে যাবে।
শত কুড়ি বর্ষ আয়ু যে সে খুশি পাবে॥
স্ত্রীলোকে দেখিতে পাবে স্বর্গের সোপান।
কথায় কথায় লোক পাইবে নির্ব্বাণ॥
বিস্তারিয়ে সব কথা কি বলিব আর।
খাড়া খাড়া বেড়ে যাবে সত্যের সঞ্চার॥
কেন হেন বুদ্ধি দিলে জননী আমায়।
কি কোরে সম্পন্ন হবে ভেবে প্রাণ যায়॥
আমি কি কিছুই জানি কি করিতে হবে?
কোথা হতে এসকল চিন্তা এলো তবে?
এসকল চিন্তা যদি না আসিত মনে।
সুখে কাল কেটে যেত' যশে মানে ধনে॥
এতে যে যাতনা যত কি বলিব তার।
তিলমাত্র সহ্য কর সাধ্য কি তোমার॥
এদিকেও ছেলে বুড় করে উপহাস।
ওদিকেও ছেলে বুড় করে উপবাস॥
এই জন্যে আমাকে কি গর্ভে ধোরেছিলে?
জেনে শুনে জননী গো এত কষ্ট দিলে॥
বলদেখি এটা তুমি জান কি না জান?
কার সাধ্য খণ্ডে যাকে যার জন্যে আন॥
এটাও ভাবিতে হয় কিঞ্চিৎ তোমায়।
কি বলিবে ছেলে যদি পরে টের পায়॥
এযে খালি ছেলে নয় জানিল সবাই।
প্রাণের উমের ভয় কিছুই কি নাই॥

যাহোক্ বুঝেছি আমি তোমার মহীমা।
এইজন্যে বলে লোক, বেদে নাই সীমা॥
কি কোরে ইহার সীমা কে করিবে বল'।
মা হয়ে নিজের সুতে কষ্ট দিয়ে চল' ?
আমি কিন্তু বুঝে নিছি এতদিন পরে।
কিল খেয়ে তারা ঠিক কিল চুরি করে॥
কি কোরে ফেলিবে থুথু আকাশের গায়।
যদ্যাপি ফেলতে যায় গায়ে লেগে যায়॥
তাই তারা মোটে মাটে রেখে যায় সব।
অনন্ত মহীমা বোলে বাড়ায় গৌরব॥
আমার কাছেতে কিন্তু রেখে ঢেক নাই।
খোলাখুলি বোলে যাব থাকি আর যাই॥
থাকি যদি মহীমার সাধ্য দেখাইব।
যাই যদি সেথা গিয়ে সব বোলে দিব॥
ধরাতলে যতলোক কষ্টভোগ করে।
জননীই মুল তার বোঝা যায় পরে॥
তা নাহোলে জীব হোয়ে নির্ম্মল নিষ্পাপ।
কিজন্যে ভুগিবে বল এত মনস্তাপ॥

—:—

মাতার উত্তর।

কর্ম্মকোরে খেতে বাছা সবাকেই হয়।
জগতের গতি এই তুমি বোলে নয়॥
লঘু গুরু গুরুতর ইত্যাদি প্রকার।
নানাবিধ কার্য্যে চলে নিখিল সংসার॥

ইচ্ছা অনুসারে সবে কার্য্য কোরে থাকে।
তা বোলে কি তিরস্কার করে কেহ মাকে ?
মায়ের তাহাতে নাই তিল অপরাধ।
সন্তানে কি কষ্ট দেয়া জননীর সাধ॥

—:—

মনে মনে যেরকম ইচ্ছা থাকে যার।
সেই মত গর্ভে এসে জন্ম হয় তার॥
ইচ্ছা মাত্র থাকে বটে ক্ষমতাত নাই।
জননীর বল বুদ্ধি অবশ্যই চাই॥
তাই ওটা হোয়ে পড়ে কাজের ওছিলে।
কে কি কোথা পায় বল' জননী না দিলে॥
এতে যার ভাগ্যে হোক যত দুঃখ সুখ।
দায়ে পোড়ে দিতে হয় চাই যতটুক॥

—:—

ইচ্ছাও যেমন আছে অসংখ্য প্রকার।
মাতাও তেমন আছে সংখ্যা করা ভার॥
ইচ্ছাতে থাকিত ইচ্ছা না থাকিলে মাতা।
মা বিনে করায় কাজ কাহার যোগ্যতা॥
মাতাই কি দেন কভু নিজ ইচ্ছা মতে।
মাতার তাহাই ইচ্ছা ছেলে তুষ্ট যাতে॥
তাতে যারা মনে মনে কষ্ট বোলে ভাবে।
কিজন্যে তাহারা তবে সে পথেতে যাবে ?
কষ্টবোধ হোয়ে থাকে ছেড়ে দাও ধন।
মাতাকে কিজন্যে দোষী কর অকারণ॥

অবশ্য উহাতে তুমি কিছু সুখ পাও।
তাই সব ছেড়ে দিয়ে ও কাজেতে যাও॥
গেছ গেছ ক্ষতি নাই বোলে যাও জোরে।
আমিই সকল জ্বালা দিব ঠাণ্ডা কোরে॥

—:—

কিল খেয়ে বল যারা কিল চুরি করে।
তারা কি তোমার মত মায় দোষ ধরে॥
তারা জানে জগতের জননীই মুল।
সৃষ্টিলোপ হোতো হোলে মাতা প্রতিকুল
জননী যাহাকে দেন যেরকম বুদ্ধি।
তাতেই তাহার হয় মঙ্গলের বৃদ্ধি॥
তাই তারা অত কোরে বাড়ায় গৌরব।
তাদের বাড়াই আমি অজস্র সৌরভ॥
তোমার সকল খেদ হইবে মোচন।
তবে বাছা রেখ এক আমার বচন॥
যা ইচ্ছা বল হেথা যত তুমি পার।
অথবা আমায় তুমি ধোরে ছুটে মার॥
কিন্তু যদি মহীমার সামা কোরে দাও।
কিম্বা যদি সেথা গিয়ে অপযশ গাও॥
তা হোলে আমার দফা একেবারে শেষ।
আমার সহিত বাছা সৃষ্টিও বিনেশ॥
সেটা করা ভাল নয় আড়ি তেলা কর্ম্ম।
রসে বশে রেখে যা'য়া পণ্ডিতের কর্ম্ম॥

সন্তোষ হোয়েছি ভারি তোমার উপর।
বরং তোমাকে আমি দিই এক বর॥
মনে মনে দেছ যদি এত এঁটে রেখে।
তবে তুমি থাক' বাছা না গিয়ে না থেকে॥
সফল হইবে ইচ্ছা কিছু ভয় নাই।
সময়ে ডাকের কথা শুনিবে সবাই॥
ডাকের বচন মা গো ছেড়ে দিও দোষ।
তুমি যা করিবে আমি তাতেই সন্তোষ॥

—:—

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক।

কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দয়াময় হরি।

নারায়ণ।

সর্ব্বভূতে, বিশেষতঃ নরে বাস করি॥

ডাক।

আমার হৃদয়ে তবে কেন তুমি নাই।

নারায়ণ।

আমি ঠিক আছি, তবে তুমি থাকা চাই॥

ডাক।

না থাকিলে কেন তবে করি ডাকাডাকি।

নারায়ণ।

কে করে জবাব আমি যদ্যপি না থাকি॥

ডাক।

গোটাকত কথা তবে বোলে দিতে হবে।

নারায়ণ।

যা ইচ্ছা হয় তুমি প্রশ্ন কর তবে॥

ডাক।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম আগে কিছু করা হয় না।

নারায়ণ।

এখন' করিলে চলে যে জন্যে বয়না॥

ডাক।

বয়েস গিয়েছে প্রায় বারআনা কেটে।

নারায়ণ।

সকল সামালে যাবে খাট খুব এঁটে॥

ডাক।

এ বয়সে খাটিবার বল কোথা পাব।

নারায়ণ।

দুনো বল বেড়ে যাবে কাজে যদি নাব॥

ডাক।

বাড়িতে বাড়িতে হোথা যেতে হবে বাড়ি

নারায়ণ।

আমি যার কাছে থাকি সহজে কি ছাড়ি॥

ডাক।

কি জানি কখন তুমি সোয়ে যাও যদি।

নারায়ণ।

কখন যাবনা আছে এমন ওষধি॥

ডাক।

কোমরেতে বাঁধে না কি খেতে টেতে হয়?

নারায়ণ।

কোমরেই বাঁধে প্রায় খে:ত টেঁতে নয়॥

ডাক।

খোলে দাও কিম্বা তবে এনে দাও হাতে।

নারায়ণ।

দিব্য কোরে বল দেখি আমার সাক্ষাতে॥

ডাক।

কি দিব্য করিতে হবে বোলে তুমি দাও।

নারায়ণ।

কদাচই খুলিবেনা মোরে যদি খাও॥

ডাক।

কদাচই খুলিবনা বেঁধে দাও তবে।

নারায়ণ।

বাঁধা টাধা মিছে কথা বুঝিতেই হবে॥

ডাক।

বল তাহা অবশ্যই করিব পালন।

নারায়ণ।

একেবারে ছেড়ে দেবে নারী আলাপন॥

ডাক।

কথা কহিবনা বুঝি স্ত্রীজাতীর সনে?

নারায়ণ।

কথাতে ত দোষ নাই যত মজা মনে॥

ডাক।

তুমি কি ও ঔষধের ব্যবসায়ী নাকি?

নারায়ণ ।

কি কোরে বুঝিলে আমি কিনে বেচে থাকি ?

ডাক ।

তবে কেন ফেরে ঘোরে অত কথা কও ।

নারায়ণ ।

খুলে বলি বাছা তবে ব্রহ্মচারী হও ॥

ডাক ।

পথ্যের কি আছে কোন বিচার আচার ।

নারায়ণ ।

বিশেষ বিচার চাই, সাত্বিক আহার ॥

ডাক ।

মাছ মাংস খেয়ে যদি হই ব্রহ্মচারী ?

নারায়ণ ।

নিজের ইচ্ছায় থাকি যতদিন পারি ॥

ডাক ।

নিরামিশ খেয়ে যদি ব্রহ্মচারী হই ।

নারায়ণ ।

যতদিন তুমি রাখ ততদিন রই ॥

ডাক ।

বিচার থাকেনা যেন ব্রহ্মচারী হোলে ।

নারায়ণ ।

প্রথম সূত্রেতে তুমি খাবে কি তা বোলে ?

ডাক ।

কখন ঘুচিবে তবে খাদ্যের বিচার ?

নারায়ণ।

তোমাতে আমাতে যবে হবে একাকার॥

ডাক।

নিরাকার হোয়ে যাব আমি নাকি তবে?

নারায়ণ।

নিরাকার হবে কেন, সাকারেই হবে॥

ডাক।

নিরাকারে সাকারে কি যেতে পারে মিলে।

নারায়ণ।

কি না হোতে পারে বাপু আমিত্ব ঘুচিলে॥

ডাক।

আমি ঘোচা না ঘোচাও তোমারিত হাত।

নারায়ণ।

ব্রহ্মচর্য্যে মিটে যায় সব উৎপাত॥

ডাক।

যে যা কিছু করি যেন তুমি তার মূল।

নারায়ণ।

আমি মূল, তুমি শাখা কাণ্ড ফলফুল॥

ডাক।

কেমন জবাব হোলে মেলে কই তাবে?

নারায়ণ।

আমি রস টানি, তুমি চোশো যদি পাবে॥

ডাক।

আমাকে কি চেষ্টা কোরে কোরে নিতে হবে?

নারায়ণ।

তা না হোলে সৃষ্টি করা কেন হোলো তবে ?

ডাক।

আমি বলি সব তব ইচ্ছাতেই হয়।

নারায়ণ।

তুমি আমি যত দিন তত দিন নয়॥

ডাক।

চেষ্টাতে রহিনু তবে লক্ষ রেখ তায়।

নারায়ণ।

কায়মনোবাক্য হোলে হাতে হাতে পায়॥

ডাক।

তুমি যদি দাও হরি তা হলেই পাই।

নারায়ণ।

মনে কোরে চল তুমি আমি যেন নাই॥

ডাক।

তাও কি ভাবিতে পারি জীবন থাকিতে।

নারায়ণ।

কথা যদি না শুনিবে কে বলে ডাকিতে॥

ডাক।

কোন কথা কাটিব না ত্যজো অপরাধ।

নারায়ণ।

তা হোলেই এ বারেতে মিটে যাবে সাধ॥

ডাক।

জানিবার কথা আরো আছে গোটা কত।

নারায়ণ।

অকাতরে বোলে যাও ইচ্ছা হয় যত ॥

ডাক।

উপায় করিনে আগে কিছু টাকা কড়ি।

নারায়ণ।

বয়সে ফলিলে গাছ ফলে ছড়া ছড়ি॥

ডাক।

পিতা মাতা গুরুজনে করিনেক ভক্তি।

নারায়ণ।

এখন করিলে তুমি জোরে পাবে মুক্তি॥

ডাক।

পূর্ব্ব কথা মনে হোলে কেঁপে ওঠে প্রাণ।

নারায়ণ।

ওই হয়ে গেলে তুমি পাপে পরিত্রাণ॥ ১

ডাক।

কেন তবে হেন কাজ করিলাম আগে?

নারায়ণ।

পশ্চাৎ তাপের তাত যাতে গায়ে লাগে॥

ডাক।

কাহার আদেশে তবে পাপ কার্য্য করি।

নারায়ণ।

কাঠের পুতুল তুমি আমি সুত ধরি॥

ডাক।

কার্য্যাই তোমার বুঝি পাপে লিপ্ত কয়া।

---

১ অনুতাপই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

নারায়ণ।

বেশী ভাল বাসি যাকে তাকে টিপে ধরা॥

ডাক।

ভালবাসা তবে বুঝি কমি বেশী আছে?

নারায়ণ।

কথায় বলিস্থ তুমি গোশা কর পাছে॥

ডাক।

তুমিও কি চল তবে রক্ষা কোরে মন?

নারায়ণ।

মন রক্ষা নয় ওটা স্নেহের লক্ষণ॥

ডাক।

কেন তবে অত টিপে ধর তুমি তাকে?

নারায়ণ।

দেখি মজে পাপে, কিম্বা আমাকেই ডাকে॥
পাপে যদি মজে ডাকে আরো দিই পাপ।
আমাতে মজিলে তার শত ক্ষুণ মাপ॥
ডাকের বচন আমি ডাকিতে কি জানি।
যত শেষ হয়ে আসে তত ডাকে,ঘানি॥

——•——

যোগের কথা।

হাঙ্গ।

ভাল, এক কথা বলি বল দেখি খুড়।
জান কি গা যুব জন কেন হয় বুড়?

ডাক।

যুব কেন বুড় হয় ও ত কোন ছার।
বুড় যাতে যুব হয় বুঝি জানি তার॥

হারু।

তাই তবে আগে বল ওটা বোলো পরে।
বড়ই যাতনা তার বুড় যার ঘরে॥
আমি ত বুড়র দায় জ্বোলে পুড়ে আছি।
যুব কোরে দাও যদি দুজনেই বাঁচি॥

ডাক।

তার আর কথাটা কি, করে দেয়া যাবে।
ছ মাসের মধ্যে তাকে, সাজোয়ান পাবে॥

হারু।

আঃ—তা হোলে তোমার যুত দাঁতে কোরে নৈব।
আর—তোমার গুণের কথা যেথা সেথা কৈব॥

ডাক।

দাদা ত গেছেন মোরে বহুকাল জানি।
বুড় তোমার বুঝি মাতাঠাকুরাণী?

হারু।

সে পাপ মিটিয়ে দিছি একেবারে প্রায়।
পিতা মাতা বুড়ো হলে কিবা আসে যায়॥
পিতা মাতা আগে যাবে সকলেই জানে।
তাদিগে কে যুব কোরে ডেকে রোগ আনে?
যাকে রেখে মোরে গেলে মোরে হয় সুখ।
সব দুঃখ দূরে যায় দেখে যার মুখ॥

যাঁর অঙ্কে কত মোট মাথায় বোয়েছি।
কত তাত বাত যার অঙ্গেতে সোয়েছি।
তাকেই অপটু দেখে পাগল হোয়েছি॥

ডাক।

ছেলে পিলে তবে কেউ খুঁড়িয়েছি নাকি?

হারু।

সে কি খুড়, আমি কি ও বাজে কর্ম্মে থাকি॥
ছেলে পিলে ধর তুমি প্রস্রাবের ফ্যানা।
বিশেষতঃ কোলকালে ছেলে নয় ছ্যানা॥
যে যার নিজের পাতে মাখে খালি ঝোল।
এ দাও ও দাও আর কর গণ্ডগোল॥
আমুখ মুমুখ কর না খেয়ে না পোরে।
বিয়ে টিয়ে দিয়ে বাও ধার কর্জ্জ কোরে॥
ঐ অবধি সমপর্ক কিছু দিন রাখে।
ইচ্ছা নয়, দায়ে পোড়ে বাবা বোলে ডাকে॥
তা বই দুঃখের কথা বোলে ওঠা ভার।
বুঝে দেখ কন্যা পুত্র লয়ে ঘর যার॥
কন্যাত করিল ঘর জামায়ের আলো।
ব্যাটা কোন কাজে লাগে, বউ মার ভাল॥

জিছু।

সকলেরি ছেলে বুঝি ওরকম করে?

ডাক।

আর না ও বোলে বাক্ বোলো এর পরে॥

হাক্রু।

আক্কেল দেখেছ খুড়, রুক্ বোল্যে চটে।

ডাক।

না, না, তুমি বোলে যাও, ঐ রকমি বটে ॥

জিতু।

কি বলে ও বল দেখি? কিসের নালিশ?
এত কি খাতির রাখা খেড়ে দিই বিষ ॥
তোমার ব্যবসা ওটা কথা বেচে খাও।
পশার হানির ভয়ে হাতে রেখে যাও ॥
কোন্তু মুখ আমাদের খামিবার নয়।
ভীর সয় বর্চা সয়, অকথা কি সয়?

হাক্রু।

না সয় ত সোরে যাও তোমাকে কে বলে।

জিতু।

দেখ খুড় দোষ নাই, জুত যদি চলে ॥

হাক্রু।

রেখে দাও, দেখা গেছে ঢের লোক মারে।

জিতু।

মূর্খের স্বভাব ওটা কথাতে কি হারে?

হাক্রু।

মেরেই দেখনা তবে মজাখানা তায়।

জিতু।

চুপ রও ইট্ পিন্ত জবাব আবার ॥

হারু।

না মারিস মার পিঠে গাধা চড়ে তোর।

জিতু।

দাঁড়াও রাস্‌কেল (মারামারি আরম্ভ)

ডাক।

হাঁ অাঁ হাঁ অাঁ থামো থামো মারামারি কেন।
জিতু তুমি এর মধ্যে বুদ্ধিমান যেন ?
অস্থানে কুস্থানে যদি লেগে টেগে যায়।
শরীর টক্কির মাল মারা যাবে ঠায়॥

———

কেবা কার কথা শুনে লেগে গ্যাল ধুম্।
দূরে থেকে শুনা যায় গুম্ গাম্ গুম্॥
কেনই শুনিবে বল কম্ নয় কেহ।
দুজনেই খেটে খায়, পাষাণের দেহ॥

ডাক বিপদগ্রস্থ, বলিতেছেন।

কেউ যে কোথাও নাই কাকেই বা ডাকি।
কি কোরেই এর মধ্যে নিজে বোসে থাকি॥
কি জানি গোঁয়ার গুলা পড়ে যদি গায়।
তবেই ডাকের দফা রফা হয়ে যায়॥
কি কোরেই সোরে যাই মুস্কিলের দায়।
নিজের বাড়ীতে গোল পালানা কি যায় ?
পরের বাড়ীতে হোলে যে যা খুসী কর।
সোরে গেলু মিটে গেল সব আর ভয়॥

আঃ —মূর্খ নিয়ে কথা ক'য়া কি পাপের ভোগ।

ডাকিনী (অন্দর হইতে)

ছয়াদ গড়াল নাকি শিক্ষা দিতে যোগ্য?

ডাক।

দেখ এস কোথা এস তাই বটে প্রায়।

ঝুটতে য লেগে গেছে টেনে খোলা দায়॥

ডাকিনী।

আমি গিয়ে বেশা কোরে গোল দিব নাকি।

ডাক।

অকাজে তোমাকে বল কবে আর ডাকি॥

ডাকিনী।

আমিও গড়াই যদি গোলা দিতে গেলে।

ডাক।

তা হোলেত কত লোকে কত পিণ্ডি পেলে॥

ডাকিনী।

দূর দূর, তা কি বলি, পরিহাস কোচ্চি।

ডাক।

মহা গুরু বোলে আর আমিই কি বোচ্চি॥

ডাকিনী।

সে কথা এখন থাক্ থেম থুম গেছে।

ডাক।

থেমেছে কি? দেখ একে কোল বুঝি প্যাচে॥

ক্রমশঃ

পরিচয়ের কথা।

প্রশ্ন।

কথায় কথায়, মোহিত কর, আস্তিক নাস্তিক।
কোথা এত, কথা পেলে বোল্‌তে হবে ঠিক॥
তন্ত্র মতে, মন্ত্র জোপে, স্বতন্ত্র হয়েছ?
কিম্বা তুমি, দৈব কোন, ক্ষমতা পেয়েছ?
কেমন কোরে, কোথা পেলে, এমন ক্ষমতা।
না বলোত, বোঝা যাবে, মুখস্ত মমতা॥
মনে মনে, ইচ্ছা করে, তোমার মত হই।
পথ ঘাট, না ধরিয়ে দিলে, ধোতে পারি কই?

ডাকের উত্তর।

দৈব বলই প্রধান বল।
আস্‌মানেতে ফলে ফল॥
দৈব দোষটা কর্ম্মে কাটে।
দৈব গুণে হঠাৎ জোটে॥
মুখস্ত মমতা নয়, সে রকম নই।
কোথা কথা পাই আমি শুন তবে কই॥

আমার বসৎ বাটীর কাছে।
পঞ্চ মুণ্ডির আসন আছে॥
আর কিছু নয়, কেবল মাত্র, দৈব গুণের বলে।
পিঠ দিয়েছেন, আসন আমায় পিতৃ পুণ্য ফলে॥
কেলায় যদি, বেড়িয়ে বেড়াই, আসনের পাশে।
নৃত্য করেন, নৃত্য কালী, জিহ্বার আগে এসে॥

থাকেন যদি, নয়ন মুদে আসনেতে বসি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন, পাড়া বেড়িয়ে আসি॥
ইসারায়, বোলে দিলাম, ধোর্ত্তে পার ধর।
না পারত, সাধ মিটিয়ে, শক্তি সেবা কর॥

প্রশ্ন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যদি গতিবিধি হয়।
তবেত কিছুই তব অবিদিত নয়॥
ভাল তবু ঢের ভাল আমাদের পক্ষে।
আমাদিগে বোলে দিবে দেখে এসে চক্ষে॥
উপস্থিতে বল দেখি চাঁদের খপর।
অন্য অন্য কথা শুনা যাবে এর পর॥
কিরূপ তথায় জীব কিবা তারা খায়।
কি কোরে ধরার লোক চন্দ্রলোকে যায়॥
শুনি বটে অনেকেই চন্দ্রায়ন করে।
চন্দ্রলোকে গেলে নর কি রূপেতে তরে?

ডাকের উত্তর।

নরলোকে কর ঘর নামে তুমি নর।
ভাল কোরে জানা চাই নরের খপর॥
ইহাও জানিবে তুমি এসেছ যে স্থলে।
ইহাকেও সকলেতে ব্রহ্মাণ্ড বলে॥
কি কোরে এখানে এলে কি কাজের জন্যে।
এটা আগে ভাল জেনে পরে জেনো অন্যে॥
যদি বল সে সকল খুব জানা আছে।
সে কথা ডাকের কাছে ধরা পোড়ে গ্যাছে॥

পৃথিবীর তত্ত্ব যাঁরা ভালরূপ জানে।
তারা কি অমন কোরে বাঁজা তর্ক আনে।
যে যা বলে শুনে যায় প্রফুল্ল অন্তরে।
দোষ থাকে ছেড়ে দেয় গুণ থাকে ধরে॥
তাই বলি আগে শুন পৃথিবীর কথা।
তা বই বলিব সব যা যা আছে যথা॥

প্রলাপ।

(১)

জননী যে জননী, তা অনেকে দেখেছে।
মা বিনে বাবার বল কেবা সাক্ষি আছে॥
তাতেই মায়ের নাম আগে লেখে ডাক্।
দেশে দেশে মার নামে বাজাইব ঢাক্॥
এতে হয় খোলো মার মহাত্ম প্রকাশ।
না হোলে ত বোয়ে গেল ধর্ম্মেতে খালাস॥

---

(২)

ফিটন ব্রুহামে চড়ে বাবু লোকগুলি।
মধ্যবিতে মধ্যবিধ বুলকেতে ১ কুলি॥
এ ছাড়া যাহারা সদা হেঁটে ছুটে চলে।
তাদিগে ডাকের মত নামে নর বলে॥
আর—যাঁহারা চড়িয়া যান নর গজ স্কন্ধে।
সময়ে বলিব কিছু তাঁদের সম্বন্ধে॥

---

১ বুলক্ ট্রেণ।

(৩)

জ্ঞানবানে প ড় বেদ কোরে সমাদর।
তন্ত্র প ঠ করে যত মধ্যবিধ নর ॥
অজ্ঞানির পুরাণেতে বড়ই উল্লাস।
যাহারা তিনের বার পড়ে পাশা তাস ॥
আর—যাঁহারা দেখেন খালি বেদান্ত সার।
তাদের বিষয় হবে সময়ে বিচার ॥
যদি বল নিজে তুমি কোন শাস্ত্র পড়।
এবার আমার পক্ষে গোলমাল বড় ॥
আদতে পড়িনে আমি খুব টিপে চলি।
অন্তরে অন্তরে সদা মা মা মা মা বলি ॥
যদি বল হাও ত শিখেছ পড়ে শুনে।
না পোড়ে শিখেছি-আমি জননীর গুণে ॥

(৪)

সাত্ত্বিক আহার করে ঋবিবৃদ্ধি যত।
বিষয়ির রাজসিক খাদ্য শাস্ত্রমত ॥
সামান্য বিষয়ে যারা করে অহঙ্কার।
তারাই করিয়া থাকে তামস আহার ॥
আর—যাহারা কিছুই নয় এ তিনের মধ্যে।
তাদের খাদ্যের কথা বলা ভার পোদ্যে ॥
যদি বল তবে দেখি ক্ষমতা ত ভারি।
ভবিষ্যতে বোলে যাব যতদূর পারি ॥
ফলে এটা বলা কোলে অনাচারি পক্ষে।
সম্বন্ধে বলিব স্বেচ্ছাচারি উপলক্ষে ॥

(৫)

যখন যাহার কিছু আয় খাট হয়।
তখন সে হেথাকার কারো কেউ নয়॥
আবার যখন তার বাড়ে কিছু আয়।
কত লোক এসে কত সুবাদ পাতায়॥
কোনো কালে যার সঙ্গে পরিচয় নাই।
সেও এসে বলে উনি মামাত জামাই॥

(৬)

যখন মানব কিছু হীন থাকে ধর্ম্মে।
তখন অযশ তার যাবতীয় কর্ম্মে॥
ঠেশে ঠাশে প্রকাশে কে কত কথা কয়
সোণা মুটো ধরে যদি মাটি মুটো হয়॥

(৭)

আবার যখন হয় ধর্ম্মের সঞ্চার।
অকাজ করিলে হয় যশের প্রচার॥
সকলেই বলে উনি বিজ্ঞ অতিশয়।
মাটি মুটো ধরে যদি হীরে মুটো হয়॥
আগে যে বলিত ওটা নাস্তিকের শেষ।
সেও এসে বলে উনি সাক্ষাৎ মহেশ॥

(৮)

পৃথিবীতে এসে যারা বেশি করে দর্প।
তাদের মস্তকে এসে দংশে কাল সর্প॥
পৃথিবীতে এসে যারা মাটি হয়ে চলে।
সর্প এসে মাথা দেয় তার পদতলে॥

(৯)

যারা চলে উভয়ের মাঝামাঝি হয়ে।
তারাই কাটায় কাল ধন মান লয়ে॥
স্বদর্পে করিলে কাজ অতি অল্প দিন।
অদর্পেতে হোতে হয় দীনের অধিন॥
স্বদর্পে অদর্পে যদি মিশে ঘুষে চলি।
কেহই চটে না তাতে যা খুসি তা বলি॥

(১০)

বাপ মা কাঁদে, পত্নি কাঁদে, কাঁদে ছেলে পিলে।
পাড়া পড়শী কাঁদে, তুমি কিসে সাধু হোলে?
আগে শোধো এদের ধার।
নৈলে স্বর্গে যাওয়া ভার॥

(১১)

টাকার জন্তে টাকায় জড়ায়।
স্বর্গে যাবার রাস্তা বাড়ায়॥
ধর্ম্ম হেতু অর্থ কামায়।
স্বর্গে যাবার রাস্তা কমায়॥

(১২)

সুচিন্তার কত সুখ।
যা জেনেছেন নারদ শুক।
দুর্য্যোধন আর রাবণ রাজা।
কুচিন্তার জানে মজা॥
দুই চিন্তা একাধারে।
ধর্ম্মরাজেই বিরাজ করে॥

যা জানি তা খুলে খেলে বলিনু বেবাক।
যে যা খুসি চিন্তা কর, ধর্ম্মে খালাস ডাক্॥

(১৩)

না করিলে উৎপাটন অঙ্কুরেতে ঘাস।
অচিরে করিবে ধান্য সমূলেতে গ্রাস॥
যদি বল বড় হোলে কেটে দে'য়া যাবে।
তখন শস্যের শাঁস শেকড়ে খাবে॥

(১৪)

না করিলে রিপুদিগে উদ্রেকে দমন।
অচিরে করিতে হবে নরকে গমন॥
যদি বল কার্য্যকালে দেখাইব বাড়ি।
তখন ছিঁড়িবে তারা বুকে উঠে দাড়ি॥

(১৫)

টানাটানি কোরে যদি রক্ষা করি মান।
মান কিছু থাকে বটে উড়ে যায় প্রাণ॥
সে মান থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।
প্রাণ যদি যায় ভোগ, কে করিবে বল॥

(১৬)

টানাটানি কোরে যদি রক্ষা করি প্রাণ।
তবু প্রাণ থাকে হোক্, যত অপমান॥
নিজের কথায় ডাক, নিজে গায় নাচে।
কত দিন থাকে ধার, ধেরো যদি বাঁচে॥

(১৭)

যত ইচ্ছা কর পাপ।
হরিনামে সকল মাপ ॥
এই কথা যার হৃদে জাগে।
তার কাছে পাপ বিদায় মাগে ॥

১৮

গঙ্গা নাইতে যাব বোলে।
গামছা লয়ে বেরিয়ে এলে ॥
দেক্তে পেলে নিমতলায়।
যাত্রা কোচ্চে মতিরায় ॥

নাওয়া খাওয়া দূরে গেল, ঘুরে গেল মন।
কেউ বলেন, ঠিক এম্নি ভ্রমে নরের ভ্রমণ ॥
যা কোর্বো, বোলে লোক, তথা হোতে আসে
হেথা এসে সব ভুলে যায়, মহামায়ার বসে ॥
শেষে যখন হিশেব নিকেশ দিতে হয় তার।
ভাল মন্দ অনুসারে দণ্ড পুরস্কার ॥

—ঃ—

বলে বড় মন্দ নয়।
কিন্তু একটু সন্ধ হয় ॥
কোর্বো কিছু বোলে যদি এসে থাকি হেথা।
সে কথা রদ হবে ? একি খ্যালা মামার কথা ॥
যার কাছে যা বোলে এসেছি, তাঁর মত তার আছে
তাঁর ইচ্ছায় পূর্ণ হবে, আমার ইচ্ছা মিছে ॥

কাজও তাঁর, মায়াও তাঁর, আমি ধোবার গাধা।
তাঁর মায়া কি, তাঁর কার্য্যে, দিতে পারে বাধা ?
ভাল করি মন্দ করি সকল কাজই তাঁর।
কার সাধ্য দণ্ড দেয়, বিনে পুরস্কার ?
ভাকের স্বভাব, সকল কথা, খোলাখুলি কয়।
ভাল মন্দ যতদিন, ভাল যা, তা নয়॥

—:—

(১৯)

যাত্রাওয়ালা ছিল একটী কৃষ্ণনগর গ্রামে।
খেতাবেতে অধিকারী গোবিন্দ নামে॥
দলে পোষা ছিল তাঁর যত একো বোকা।
ছুতি সেজে কথা কোয়ে, মাত কোর্ত্তো একা॥
খোল করতাল আসরেতে পাঠালেন আগে।
একে একে সবই গেল, গাওনাতে যা লাগে॥
ক্রমে গেল সম্প্রদায় লোক ছিল যত।
কৃষ্ণ নাচও হোলো যেন, ভূত নাচনের মত॥
হট্টগোল কোচ্চে খালি মাথা মুণ্ডু ছাই।
গোবিন্দ আসরে গেলে চোঁ শব্দ নাই॥
ঠুকে ঠেকে যন্ত্রগুলি সুর মিলিয়ে নিয়ে।
লুটে নিলে, লোকগুলোকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে॥

—:—

দেহটীও তেম্নি যেন গোবিন্দের দল।
আগে এসেছে যন্ত্রগুলি, ইন্দ্রিয় সকল॥

ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় লোক আছে যত।
যে যা খুষি নাচে গায় নিজ ইচ্ছামত॥
ফোঁটা ছিটে মালা ঝোলা নানা উপসর্গ।
ফুল জল শসা কলা পাঁটা উৎসর্গ॥
তপ জপ যোগ জাগ বিবিধ প্রকার।
কত দেব কত দেবী সংখ্যা করা ভার॥
দিন কত কাল হট্টোগোল পুণ্য আর পাপ।
গোবিন্দ আসরে এলে সব চুপ্‌চাপ্‌॥
ঠুকে ঠেকে যন্ত্রগুলি এক সুরেতে বেঁধে।
হাসায় কাঁদায় শ্রোতাদিগে নিজে হেসে কেঁদে॥

—ঃ—

রহস্য।

পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিতের পর।

ডাকের উত্তর।

গৌরাঙ্গের কথা আমি খুব মান্য করি।
জননী বলিয়া তাই রমণীকে ধরি॥
প্রথম প্রধান যুক্তি এই জানি তাঁর।
"হরিনামে ত্যাগ চাই বিবিধ প্রকার॥"
একথা স্বীকার তাঁর পণ্ডিতে করেছে।
সাধারণ সমাজেতে কুঠার ধরেছে॥
তাই তিনি পোড়ে গিয়ে সামাজিক গোলে।
মিশিয়ে গেছেন শেষে ঝোলে অম্বোলে॥
সেটাও নেহাৎ কিছু মন্দ যুক্তি নয়।
রসে রশে রেখে গেলে তবু যদি কয়॥

তাতে ত তাঁহার কিছু দোষ মাত্র নাই।
যাতে হোক্ ফল কথা হরি বলা চাই ॥
তা বোলে কি, সে কথাটা সকলেই শুন্‌বে।
শক্তি অনুসারে তাঁতি মরু মোটা বুন্‌বে ॥
হাটেতে বিক্রিত হয়, সুত নানা জাতি।
বেচে বেচে সুত কেনে যে যেমন তাঁতি ॥

ঠাকুর দিদি।

ভাল যেন তাই হোলো হেরে গেছি ভাই।
বংশ রক্ষা করাটা ত অবশ্যই চাই ॥
সংসারি হইয়া যদি না হোলো সন্তান।
পুন্নাম নরক হোতে কে করিবে ত্রাণ ?
এ কথা প্রথমে আমি বোলে গেছি খুলে।
ওটার জবাব তুমি দিলে কই মুলে ?
বোধ হয় ভুলে গেছ কথায় কথায়।
কিম্বা ও সকল কথা জোটে না মাথায় ॥

ডাক।

আবার কি জন্যে তুমি ও কথাটা তোলো ?
আমার বরম ইচ্ছা যাতে ওটা ভোলো ॥
এ মাথা কি মাথা তার কি বুঝিবে মাথা।
অনাদিকালের কথা আছে এতে গাঁথা ॥
অবলা অবোধ জাতি বুদ্ধি সাদা মাটা।
পুন্নাম কুন্নাম নিয়ে অত কেন ঘটা ॥
সাদা মাটা বোলে যাও বুদ্ধি অনুযাই।
অত গোলমালে থেকে প্রয়োজন নাই ॥

কেন বংশ রক্ষা করে বংশেতে কি হয়।
ও কথা বুঝিতে জন্ম স্ত্রীজাতির নয়॥
ও কথা বুঝিতে হোলে যে যে যন্ত্র চাই।
রমণী মস্তকে তার নাম গন্ধ নাই॥

ঠাকুর দিদি

তুমি বুঝি মনে মনে করেছ নিশ্চয়।
মানুষের মধ্যে যেন নারি জাতি নয়॥
যা কিছু হয়েছে সব পুরুষের তরে।
মেয়েগুল অকারণে জন্মে আর মরে?
তাতেই নারীর প্রতি হেয়জ্ঞান এত।
তুমি কি জানিবে নারী উপকারী কত॥
দেখা গেছে কত শত পরম বিদ্বান।
পুরুষের আগে রাখে প্রকৃতির মন॥

ডাক।

এ কথা বলিতে তুমি অবশ্যই পার।
মায়ে যদি লেজ থাকে ধোরে নয় মার॥
মানুষের মধ্যে বটে ভুল নাই তার।
তবে কিনা ওর মধ্যে কিছু ফেরফার॥
সিং নাই ল্যাজ নাই নয় হেঁট মুখ।
বলিবে মানুষ নয়, কোন আহাম্মুখ?
নম্রতা জানিয়ে বটে হেঁট মুখে চলে।
তা বোলে অপর প্রাণী কার সাধ্য বলে?
খায়, শোয়, কথা কয়, করে নড়া চড়া।
তবে কিনা আলাহিদা বিধাতার গড়া॥

যে বিধাতা করেছেন পুরুষে সৃজন।
তাঁহার হাতের কিন্তু নহে কদাচন॥
তা হোলে অবশ্য হোতো আলাদা প্রকৃতি।
কেনা জানে মেয়ে মদ্দ আলাদা আকৃতি॥

উপকারী বটে খুব সেটা আমি জানি।
ভারি বুদ্ধি করে ওরা জগতের প্রাণি॥
কে করিত টাকা টাকা কে বাঁধিত ঘর।
পৃথিবীতে নারী জাতি না থাকিলে পর॥
নারীর বাতাসে করে রক্ত পরিষ্কার।
তাকেই পুরুষ করে পবিত্রের দ্বার॥
কিন্তু ওর মধ্যে আছে এত ফের ফার।
স্বরগের' দ্বার আর নরকের' দ্বার॥
সুচতুর যারা তারা চোলে যায় স্বর্গে।
নতুবা নরকে মজে জ্ঞাতি গোষ্টিবর্গে॥

লেখা পড়া শিখে যারা হয়েছে বিদ্বান।
তারা বিনে কে বুঝিবে নারীর সন্ধান॥
তারা যে প্রকৃতি বোলে অত মান্য করে।
নারীদের তরে নয়, নিজেদের তরে॥
খতিয়ে দেখেন যত নারী ব্যবহার।
তত বলে বাছাদের করে নমস্কার॥
তুমি মনে কর বুঝি মান্য করে চলে।
নারীদিগে তাই ডাক্ হীন বুদ্ধি বলে॥

ঠাকুরদিদি।

—ঃ—

পাগলেতে কিনা বল বোলে থাকে কায় ?
ছাগলেতে কিনা বল কবে কোথা খায় ?
ও সকল কথা বল কেবা কবে ধরে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হেয় জ্ঞান করে॥
রমণীর গুণ যারা ভালরূপে জানে।
রমণীকে তারা ঠিক ব্রহ্ম বোলে মানে॥
নারি বুদ্ধি তুমি যদি কিছু মাত্র জান্‌তে।
তা হোলে কি ওরকম কথা মুখে আন্‌তে॥
নারীর কাছেতে আরো কিছুকাল থাক।
তবে তুমি ক্রমে ক্রমে যদি কিছু পাক॥

—•—

ডাক।

জানিব না কেন আমি যথেষ্টই জানি।
আমিও যে রমণীকে ব্রহ্ম বোলে মানি॥
তাতেই গিয়েছি সোরে আলাহিদা ঘরে।
সঙ্কা আছে কবু পাছে, জটে এসে ধরে॥
একা লোক ব্যস্ত থাকি নানাবিধ কর্ম্মে।
দশে পাঁচে শেষে পাছে মিশে যাই ব্রহ্মে॥
তা হোলেই খেলা ধুলো হয়ে যাবে শেষ।
ব্রহ্ম পদে মিলে গেলে সকাল নিকেশ॥
তপ জপ দান ধ্যান বার ব্রত যত।
উড়ে পুড়ে যাবে সব জনমের মত॥

জানি বোলে তাই থাকি অতি সাবধানে।
ইচ্ছা আছে শিক্ষা দিব যাহারা না জানে।।
অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম তাহোলে কি বোল্‌বে।
আদিতেই নারিদিগে ব্রহ্ম ভেবে চোল্‌বে।।
সাধে কি ব্রহ্মের থাকি অন্তরে অন্তরে।
ব্রহ্মের পশার থালি বাড়াবার তরে।।

—:—

পাকাতে হবেনা বড় পেকে ছেলে চোঁব।
কোনোখানে কিছু নাই তিলমাত্র খোঁচ।।
এখন পাকাতে পারি কত শত মেয়ে।
ছমাসের পথে থেকে হরিগুণ গেয়ে।।

[ক্রমশঃ।

বন্দনা।

—:০:—

আমায় রেখে যারা গেছ।
দেখা দাও কে কোথা আছ॥
টের পেয়েছি সূক্ষ্ম দেহ।
সূক্ষ্ম পথটী বোলে দেহ॥
ঢের দেখেছ, ঢের শিখেছ, ঢের ভুগেছ এসে।
ভোগাভোগের শেষ করেছ, ভব সমুদ্রে ভেসে॥
এখনত আর জান্‌তে শুন্তে কিছু বাকী নাই।
সোজা পথটী দেখিয়ে দাও, যে সোজাসুজি যাই॥
আর আমার মত যদি হও পর সুখে দুঃখি।
তা হোলে কি পিতৃলোক ও পুত্রলোক নাকি?
ডাকের কথা যাকে তুষ্ট থাকে পিতৃলোক।
সহজে এড়িয়ে যায় পুন্নাম নরক॥

ডাকের কথা।

সপ্তম খণ্ড।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক্।

ওমা আমি কি করেছি, বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে!
এখন মনে হোলে যেন, শেল বেঁধে হৃদয়ে!
ওমা আমি এ আক্ষেপ, কোথা রাখি বল!
চোর পালালে বুদ্ধি যোগায়, তাই যে আমার হোল!
ওমা আমি বাঁচি কিসে এ যাতনা সোয়ে।
দাঁতের মর্য্যাদা পেলেম দন্ত হীন হয়ে?
এ যাত্রা কি এসে ছিলে, কষ্ট পেয়ে যেতে।
এমন পেটে ধোরে ছিলে, নিজের মাথা খেতে?
তোমার প্রতি যা যা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।
আগে আমি কৈ করেছি, জেনে শুনে মর্ম্ম?

অকাতরে উড়িয়ে দিছি, তোমার মন্ত্রনা।
না জানি পেয়েছ তাতে, কতই যন্ত্রনা ?
কথায় কথায়, তোমার প্রতি, কত করেছি গোশা।
দুগ্ধ দিয়ে হোলো তোমার কালসর্প পোশা ?
এ পাপেতে কিসে বল, পরিত্রাণ পাই ?
এখন্ কি আর কোন কিছু, প্রায়শ্চিত্ত নাই ?
তা থাকে ভাল, না থাকে ভাল, দরকার নাই জেনে।
নিজে একটা ঠিক করেছি, টেনেটুনে এনে ॥
মুক্তি আশা ত্যাগ করিলাম, কাজ্‌নে সে সুখ ভুগে
তোমার পেটেই জোন্মি যেন, যুগে যুগে যুগে ॥
কিন্তু মাগো এই কোল্যে, তবে আশা মেটে।
আমার মত ছেলে যেন, না হয় তোমার পেটে
ডাকের কথা, সাধ কোরে কি অমন কথা বলি।
আবার পাছে, মোরে পোরে, এম্নি কোরে জ্বলি

মাতা।

শান্ত হও শান্ত হও, ক্ষীরের পুতলি।
তীরের মত লাগে তব অশ্রুধারা গুলি ॥
এত জ্বালা পাইনে আগে, এখন্ পাই যত।
অমন কোরে কাঁদে আছে, কোচি ছেলের মত ?
আগে তুমি যা করেছ সুবোধ সন্তান।
জ্বালা নহে, তাতে আমার, যুড়িয়ে যেত প্রাণ ॥
যা কোর্বো বোলে আমি, গিয়েছিনু বাছা।
তাই কোরে এসেছি আমি তুমিআছ সাঁচা ॥

আমার মন্ত্রনা তুমি কৈ কেটেছ ধন ?
ভুলেছ কি ? তাতে কত হোতে জ্বালাতন ?
কথায় কথায়, আমার প্রতি, রাগ করেছ যত।
ভেবে দেখ, তাতে তুমি জ্বালা পেতে কত ॥
যদি কিছু হোতো তাতে পাপের সঞ্চার।
হাতে হাতে হয়ে যেত, প্রায়শ্চিত্ত তার ॥

আমার উপর কলম চালে, এমন কি কেউ আছে ?
লেখা পড়া, হিসেব নিকেশ, সবই আমার কাছে ॥
নিজে যাই, নিজে আসি, নিজে করি ঘর।
যত কিছু দাবি দাওয়া, নিজের উপর ॥
নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, নিজে বুঝে সুজে।
তোমার দ্বারা করিয়ে নিছি, যোগাড় দিয়ে নিজে ॥
তুমি তাতে অপরাধি, কিছুমাত্র নও।
অকারণে কেন বাছা কেঁদে ক্ষুণ হও ॥
ঐহিক সুখের সব মমতা কাটিয়ে।
ঘর কোরে এসেছি আমি, আক্ষেপ মিটিয়ে ॥
ক্ষণিক সুখের কথা কভু, ভাল বাসিনে।
সে মা তোমার আমি নই, জের রেখে আসিনে ॥

সুনিয়মে সৃষ্টি চলে এলো মেলো নয়।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, কর্ম্মফলে হয় ॥
তা না হোলে, কখন' কি কষ্ট কেহ পায় ?
সুখের পড়া পড়তে গেলে, পাকড়ি ভুলে যায় ॥

কিন্তু আগে যা ভুগেছি বুদ্ধি গুণ দোষে।
এখন ভারি সুখে আছি, তোমায় রেখে এসে ॥
এখন তুমি অমন কোরে কাঁদলে কি আর বাঁচি
হেসে খেলে কাটো কাল মায়ে পোয়ে নাচি ॥

কারো বাধ্য কভু নই, ফিরি হেসে খেলে।
কেবল আমায় জব্দ করে, তোমার মত ছেলে ॥
তেমন তেমন ছেলে হোলে, হুকুম তলে রাখি।
প্রকৃত সন্তান হোলে যমের মত দেখি ॥
কিন্তু তবু তাতে আমি, অসন্তোষ নই।
ফের যদি মা হোতে হয়, তারই যেন হই ॥

সন্তানের জন্ম হলেই, মাতা হোলো ভোয়া।
ইক্ষু যেমন কাল বিশেষে, রস বেরুলেই খোয়া ॥
রসের ভিতর মিশ্রি ওলা জন্মে কালেকালে।
কিন্তু আগে গুড় তৈয়ারি, সেই খোয়ারই জ্বালে ॥
খোয়ার কি তায়, কিছু মাত্র কষ্ট হয় প্রাণে ?
আমদে আমদে জ্বলে, রসের আঘ্রাণে ॥

মাতার কি তায় কষ্ট আছে কষ্ট পেলে পরে।
মনে মনে জানে আমার জন্ম ছেলের তরে ॥
চিন্তা নাই আসি আমি, যত কষ্ট পেয়ে।
আরও আমায় মিষ্ট লাগে, তোমার মুখ চেয়ে ॥

তোমার আবার কোথা পাপ প্রায়শ্চিত্ত-কার।
তবে বাছা গর্ভে এসে দর্কার নাই আর॥
উড়ে যাই পুড়ে যাই, মাটিতে মিশাই।
ঢের ভুগেছি মায়ের মজা, আর মায়ে কাজ নাই।
ডাকের কথা আমারও আর ভুগ্‌তে নাই বাকি।
মায়ে পোয়ে এবার যেন, মতে মতে থাকি॥

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা

ডাক্‌।

হোতে হোতে হোয়ে উঠে না।
এখনও কি পাপ কাটে না?
আমার পাপ না তোমার পথটা অতি বড় বাঁকা।
এমন হোলে ভার হবে যে ধরায় কারো থাকা?
সংসারেতে সবার কাছে আছি যেন মোরে।
কিছুমাত্র সুখ পাইনে, তোমায় কেন ধোরে?
যদি বল সুখের আশা, ত্যাগ কোল্যেই সুখ।
সংসারি কোরেছে তবে কোন্ আহাম্মুখ?
আমিত আর তোমার মত, আকার বিহীন নয়।
আড়াল থেকে ঢেলা মেরে আড়ে দাঁড়ালেই হয়?
দশ জনেতে চেনে শোনে, হাত পাওলা জীব।
অর্থ বিনে হয়ে আছি নিশ্চল নির্জীব॥

বারেক যদি ভোগো এসে, সংসারের জ্বালা ?
বুঝ্‌তে পার কিসের তরে, শক্ত শক্ত বলা ॥

নারায়ণ।

আমার পথও বাঁকা নয়, তোমারও নাই পাপ।
আমার কথার আভাস পেলে সকল পাপ মাপ ॥
আমায় ধোরেই সবাই মানুষ, সত্য থেকে কোলি।
আমায় যখন ধোরে আছ, ধন্য তোমায় বলি ॥
সাধুসঙ্গ কোরে আগে মন পবিত্র কর।
যদি কিছু ইচ্ছা থাকে, তা বই আমায় ধর ॥
যদি বল সাধুর কাছে যাব কি কারণে ?
আমায় কি আর আমি রেখেছে সাধু মহাজনে ?
যাঁদের চালায় তাঁদের চলি ধনুকের তীর।
সাধুর শিকার ধোরে দিতেই সদা অস্থির ॥
ভাল মন্দ যা করি তা তাঁদের মুখের বোলে।
তোমার কাজ কি কোত্তে পারি তাঁদের কথা ঠেলে ?
তাঁরা যদি ইচ্ছা কিছু করেন তোমার তরে।
আমার অধিক দিতে আমি পারি অকাতরে ॥
তা বোলে কি তোমার কাজে কিছুমাত্র নাই ?
কিসের তরে তোমায় তবে যুক্তি দিতে যাই ?
নিজে আমি নিরাকার নাই বোল্যেই হয়।
স্বাকারেতে সাধুরূপে নিজ পরিচয় ॥
যদি বল সাধু লোক চিনে ওঠা ভার।
সাধুজনে কোরে থাকে পর উপকার ?

কি কোরে চিনিব আগে তুমি যদি বল।
আমিই চিনিয়ে দিব যুক্তি লয়ে চল?
ভ্যালা মেরে যাও তুমি কথায় কথায়।
শব্দ হবে, লাগে যদি কাঁসরের গায়॥
ডাকের বচন এটা বেশ যুক্তি বটে।
ভাল তবে দেখা যাক্ ভাগ্যে যদি ঘটে॥

সন্ন্যাসীর কথা।

প্রশ্ন!

সংসারে থাকিলে জোটে নানাবিধ জ্বালা।
বার জনে কাছে এসে করে ঝালা পালা॥
ঘরকন্না ছেড়ে যারা ফাঁকে যেতে পারে।
তারাই নিস্তার পায় এ ভব সংসারে॥
যে যত চিৎকার করি কালাকালি বোলে।
কিছুতেই শান্তি নাই সন্ন্যাসী না হোলে॥

উত্তর।

সন্ন্যাসী যে কাকে বলে সেটা আগে ভাব।
খানকাই গৃহ ছেড়ে ফাঁকে চোলে যাব?
যেমন সকল কাজে ভাল মন্দ পাই।
সন্ন্যাসীর বেলাতেও পাবে ঠিক তাই॥
কারো বা আদর বেশি কারো কিছু কম।
সন্ন্যাসী হোতেছে বটে রকম রকম॥
প্রকৃত সন্ন্যাসী যারা তারাই এড়ায়।
অভিমানে হোলে খালি বেড়িয়ে বেড়ায়॥

না চাল না চুলো, আছে ফাঁকে ফাঁকে ঘোরে
বারি বিন্দু দান নাই না সাধু না চোরে ॥
তবে সেটা তার পক্ষে ভাল খুব বটে ।
পরিত্রাণ পায় তবু অনেক সঙ্কটে ।
কোর্ত্তে হোতো যাকে রোজ কত কার চুরি ।
ভিক্ষা কোরে খেলে তবু ঢের বাহাদুরি ॥
তা বোলে কি তারা কভু মুক্তি পদ পাবে ?
না প্রকৃত যে জন তার পাছে পাছে যাবে ?

এতো খালি বলা হোলো নির্ধনির পক্ষে ।
বলি শুন তবে কিছু ধনি উপলক্ষে ॥
ঘরকন্না ছেড়ে গেলে কাঁদে পরিজন ।
যতই থাকুক তাঁর আড়ি মাপা ধন ॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা হা হা করে যাঁর ।
তাঁহার ধর্ম্মের লেশ কোথায় আবার ?
কারো মনে ক্লেশ যদি কিছু মাত্র থাকে ।
বিধাতার সাধ্য কি যে মুক্তি দেন তাকে ॥
মুক্তি কি কাকেও তিনি সহজেই দেন ?
যথা যোগ্য পাত্র হোলে বা জোরেতে ন্যান ?

মুক্ত জনে নারায়ণে কিছু ভেদ নাই ।
সে রকম যোগ্য হোতে কত দৌড় চাই ॥
তাঁর কি শরীরে থাকে কিছুমাত্র দোষ ।
যত দিন হেথা রন সকলে সন্তোষ ॥

মাতা যদি কাহাকেও করেন আঘাত।
সেই সঙ্গে ঘরে যদি নাহি থাকে ভাত॥
তা হোলে রাগের পক্ষে বড়ই সুবিধে।
কাজে কাজে দায়ে পোড়ে উড়ে যায় ক্ষিদে॥

মাতাও না বলে যদি কোন' কুবচন।
ঘরেও থাকিবে ভাত দস্তুর মতন॥
তাতে যদি ক্ষিদে চেপে রেখে দিতে পারি।
তবেত জানিবে আমি রাগি ছেলে ভারি॥

দারা সুত আদি যার কিছুই না থাকে।
বিষয়েতে দৃষ্টি যদি আদতে না রাখে॥
তা হোলে সন্ন্যাসী হোতে এতই কি ভার?
ডাকের কাছেতে নাই প্রশংসা তাহার॥
তা বোলে কি ডাক্ তাকে হেয় জ্ঞান করে?
জ্ঞানবান বলে, তবে অনুন্নত ধরে॥

ভাই বন্ধু দারা সুত থাকিবেক সব।
অথচ থাকিতে চায় বিষয় বৈভব॥
তার মধ্যে যিনি হন মুক্তি অভিলাশি।
ডাকের কথায় তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী॥

আমার কথা।

প্রশ্ন।

জ্ঞানের প্রধান জ্ঞান আত্ম জ্ঞান বলে।
স্বশরীরে স্বর্গে যায় আত্ম জ্ঞান হোলে ॥
তুমিওত বোলে থাক আত্ম জ্ঞান চাই।
আমি না দেখিতে পেলে মুক্তি পদ নাই ॥
বোঝা গেছে আমি তবে জগতের সার।
মুক্তি কিছু দিতে পার আমি দেখিবার ?

ঘুরিতে যদ্যপি হয় সসাগরা ক্ষিতি।
জিবনান্ত সীমা কোরে দেখি হারি জিতি ॥
পড়িতে যদ্যপি হয় গাড়ি গাড়ি বই।
সব কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে পুঁথি লয়ে রই ॥
টাকা কড়ি দিলে যদি পাই দরশন।
তাতেও স্বীকার আছি ভিটে মাটি পণ ॥
বড় ঝোঁক ধোরে গেছে দেখিবার তরে।
যায় যাবে ঘরকন্না যে থাকে যে মরে ॥
এ পাপ সংসার হোতে মুক্তি যদি পাই।
ধন মান কিছুতেই প্রয়োজন নাই ॥
বল' তুমি দয়া কোরে থাকে যদি খুড়।
সহিতে পারিনে আর সংসারের হুড়ো ॥

উত্তর।

ঝোঁক যদি ধোরে থাকে সহজেই হবে।
মন দিয়ে শুন তুমি বোলে যাই তবে ॥

টাকা কড়ি ব্যয় নাই কাঁচা এক কড়া।
প্রয়োজন নাই তাতে কিছু লেখা পড়া ॥
কোনো দেশে নাই নাই কোনো স্থানে লেখা।
সহজ জ্ঞানেতে হয় হেসে খেলে দেখা ॥

আমি দেখা যত সোজা তত কিছু নয়।
ঘোরা ফেরা কিছু নাই ঘরে বোসে হয় ॥
ঘরে বোসে হয় বলি, হয় বোলে হয়?
হাজার ঝঞ্ঝট থাক্ না হবার নয় ॥

তুমি আমি সকলেই আমি আমি বলি।
ধন মান জ্ঞান যশ আমার সকলি ॥
ধনে মানে যশে মেতে আছি সর্ব্বদাই।
আমি যে কেমন তার কথাতেই নাই ॥

আমার উপর যদি কিছু লক্ষ রাখি।
তা হোলে আমার গুণে আমি হয়ে থাকি ॥
তোমার যখন ওতে পোড়ে গেছে লক্ষ।
তা হোলেত এবারেতে মেরে দেছ মক্ষ ॥

সাধু কিম্বা চোর আমি অথবা লম্পট।
সরল সদয় কিম্বা নিদয় নিপট ॥
লোভি রাগি কিম্বা আমি চালাক চতুর।
ধনি মধ্যবিৎ কিম্বা নেহাৎ ফতু —

বিশ্বাসী অথবা আমি বিশ্বাস ঘাতকী।
পুণ্যবান কিম্বা আমি অশেষ পাতকী॥
এরূপ ভাবনা যারা করে অনুক্ষণ।
তারাই দেখিতে পায় আমিটে কেমন॥

ছোট বড় যত লোক অবনীতে আছে।
রকম রকম আমি সকলের কাছে॥
বারো কুড়ি ষোল কুড়ি দেখিবারে পাই।
বারো বারো ষোলো ষোলো কুড়ি কুড়ি নাই॥*

এ সব আমার প্রতি লক্ষ যদি রাখে।
তবেত বুঝিতে পারে আমি বলে কাকে॥
বুঝিতে পারিলে আর কতক্ষণ লাগে।
আমার মতন আমি ফেরে তার আগে॥

রাগ যায় দ্বেষ যায় যায় কাম ক্রোধ।
একেবারে ঘুচে যায় আমি বোলে বোধ॥
লজ্জা যায় ঘৃণা যায় যায় তার ভয়।
চরাচরে দেখে থাকি আমি সর্ব্বময়॥

---

* সময়ান্তে প্রকাশ হইবে।

নানা কথা।

প্রশ্ন।

কেহ বলে কালী কালী কেহ বলে হরি।
কেহ বলে কালা কালী এক বোলে ধরি॥
নিজ অধিকার মতে যে ভাবুক যায়।
কজনের মধ্যে বল কেবা শান্তি পায়?
কিম্বা কাকে কেবা ডাকে কোন্ অভিপ্রায়।
কোন্ দেব কাকে মুক্ত করে কোন্ দায়?

উত্তর।

কালী কালী বোলে লোক যতদিন ডাকে।
ততদিন জানেনাক শান্তি বলে কাকে॥
হরি হরি বোলে লোক ডাকে যতদিন।
তখনো থাকিতে হয় শান্তি সুখহীন॥
যখন বুঝিতে পারে অভেদ উভয়।
তখন হৃদয়ে নাই শান্তির উদয়॥
যখন ঘুচিয়া যায় ভেদাভেদ ভ্রান্তি।
তখনি বুঝিতে পারে কাকে বলে শান্তি॥
যে পেয়েছে শান্তি সুখ সেই জানে মর্ম্ম।
ডাকের মুখের কথা বাতিকের ধর্ম্ম॥

কালী কালী বলে যারা তারা পায় স্বাস্থ।
তিনিও দিবার তরে সদা মুক্তহস্ত॥
হরি হরি যারা বলে তারা খোজে ধন।
সে পক্ষেও মুক্ত হস্ত সদা নারায়ণ॥

অভেদ ভবনে যাঁরা শান্তি আশা করে।
ব্রহ্ম সনাতন তাই দেন অকাতরে ॥
শান্তি পেলে মিটে গেল সমুদয় জ্বালা।
নাই স্বাস্থ নাই ধন নাই কালী কালা ॥

ইত্যাকার জ্ঞান নাই নাই ডাকাডাকি।
সুখ নাই দুঃখ নাই তবু সুখে থাকি ॥
যদিও ভবের খেলা ফুরাইল সব।
তথাপি হৃদয়ে জাগে মা মা মা মা রব ॥
এ মা যে কেমন কোরে কোথা পেলে ডাক্।
তার আদি অন্ত মধ্য জানে মাতাই বেবাক ॥

প্রশ্ন।

ভাব গতিকে বোঝা যায় হৃদয়ের ভাব।
সাধু কি অসাধু যার যেমন স্বভাব ॥
অসাধুও নয় বটে সাধুও ত নয়।
রস রক্ত মাংসের কি, নমুনা সতন্তর ?

উত্তর।

সম্পূর্ণ আলাহিদা তার ভুল আছে ?
সাধুর বাতাস নাই অসাধুর কাছে ॥

অসাধুর রস যেন মৎস্য ধোয়া নীর।
সাধুদের রস যেন দুগ্ধ জননীর ॥

অসাধুর রক্ত চিটে গুড়ের মতন।
সাধুদের রক্ত যেন রক্ত চন্দন॥

অসাধুর মাংস যেন কাপাসের.খাস্রা।
সাধুদের মাংস যেন ছানাতে শর্করা॥

অসাধুর মেদ যেন শামুকের পোঁটা।
সাধুদের মেদ যেন সাজো চাঁপা মাটা॥

অসাধুর হাড় ঘোষ্‌লে দুর্গন্ধ কয়।
সাধুদের হাড় ঘোষ্‌লে শ্বেত চন্দন হয়॥

অসাধুর মজ্জা যেন ভুজঙ্গের বিষ।
সাধুদের মজ্জা যেন অমৃত সদৃশ্॥

অসাধুর শুক্র যেন মণ্ডুকের ডিম।
সাধুদের শুক্র যেন বেদানা ডালিম॥

অসাধুর ধাতু নাই শুক্র শেষ সীমা।
অষ্ট থেকে সাধুদের অপার মহিমা॥

শুক্র পাক হয়ে তবে ধাতু সৃষ্টি হয়।
কে না বল জানে যাকে ওজঃ ধাতু কয়॥

অসাধুরা ইচ্ছা করে সাধু থাকে বকে।
পাছে সাধু বলে সাধু, কেহে আদছলে ॥
কিন্তু এরি মুক্ত গন্ধ মন্‌দনার গুণ।
বস্ত্র ফুঁড়ে উঠে যেন অন্তর আগুণ ॥
হাজার যদিও সাধু গুপ্তভাবে থাকে।
নিজে হরি চেষ্টা কোরে ব্যাপ্ত করে তাকে ॥
যদি বল তাঁর কেন এত মাথা ব্যথা।
তিনিই ত সাধুরূপি সাধু আর কোথা ?
তুমি আমি মত্ত সদা ধনে জনে মানে।
সর্ব্বদা নিমগ্ন হরি নিজ গুণ গানে ॥

প্রশ্ন।

ছোট বড় যত লোক অবনী ভিতরে।
নরম গরম, মন্দ ভাল, সব বুঝ্‌তে পারে ॥
মনের মত, কথা বোল্যে, অমি হেসে উঠে।
বেগড়নের, কথা বোল্যে, তৎক্ষণাৎ চটে ॥
মিষ্ট বোঝে, তিক্ত বোঝে, বোঝে কথা কটু।
খেতে শুতে, ঘর কোর্ত্তে, সকল কাজেই পটু ॥
মানব বোলে, দিয়ে থাকে, নিজ পরিচয়।
অসাধু বা সাধু এরা, কি কারণে হয় ?

উত্তর।

জন্ম সঙ্গ শিক্ষা আর সাধনার গুণে।
সাধু হয়ে নর মন সঁপে নারায়ণে ॥
জন্ম সঙ্গ শিক্ষা আর সাধনার দোষে।
অনেকে অসাধু হয়ে পাপে তাপে মেশে

একাধারে চারি গুণ বহু লাভ হয়।
একাধারে চারি দোষ থাকিবার নয়॥
একটা না হয় একটা গুণ অবশ্যই পাবে।
তা না হোলে বিধাতার নাম ডুবে যাবে॥
বিশ্বপতি বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায়।
একটী পেলেই তিনটী এসে আপনি জুটে যায়॥
তবে কিনা চক্ষুগুণে হটাৎ মজি প্রেমে।
একটী গুণ পেলে মজি ক্রমে ক্রমে ক্রমে॥

জনম কাহারো যদি শুদ্ধ কুলে হয়।
সৎসঙ্গ লয়ে যদি দিবানিশি রয়॥
সংগ্রহ পাঠ যদি তার সঙ্গে করে।
সাধনে নিমগ্ন থাকে সরল অন্তরে॥
তা হোলে কি সাধু হোতে বাকি থাকে আর।
গন্ধেতে মোহিত করে নিখিল সংসার॥

জনম কাহারো যদি হয় দুষ্ট কুলে।
সংগ্রহ পাঠ যদি নাহি থাকে মুলে॥
সাধন ভজন যদি আদতে না করে।
দিবানিশি থাকে যদি কুটিল অন্তরে॥
কিন্তু যদি মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গে রয়।
সবগুলি গিয়ে তার পদানত হয়॥
চুম্বকে ঠেকিলে লোহা, লোহা কি সে থাকে?
চুম্বকের মত সেও অন্য লোহা ডাকে॥

আর সব কটি গুণ যদি একাধারে পাই।
কিন্তু যদি দেখ তাঁর মাতৃভক্তি নাই॥
তা হোলে সকল গুণ ক্রমে হয় হত।
দুগ্ধকে যেমন দধি করে নিজ মত॥

প্রশ্ন।

কেহ কেন চেষ্টা কোরে মাছ মাংস খায়।
কেহ কেন নিরামিশ খাদ্যে সুখ পায়?

উত্তর।

ধরাতলে বাহ্যসুখে রত আছে যারা।
চেষ্টা কোরে মাছ মাংস খেয়ে থাকে তারা॥
ওর মধ্যে যারা কিছু অন্ত সুখ চায়।
চেষ্টা নাই, খায় বটে, নাচো নাচো খায়॥
সংসারে প্রকৃত সুখ, ভুগুবো যারা ভাবে।
খাদ্যের বিচার তুমি সেইখানে পাবে॥
তা বই যখন, অবশেষে, প্রেম রসে ভেজে।
আঁশ নিরামিশ সব পুড়ে যায় ব্রহ্মতেজের তেজে॥
শুষ্ক কাঠের ঘর্ষণেতে আগুন জোমে গেলে।
সবাই জানে দাবানলে কাচা গাছ জ্বলে॥

তাঁত কাপড়ের অধিক জাঁকা।
শিঁধ কাটে তাই দিনেরবেলা॥
আঁধার যখন পয়সা আসে।
[illegible] হবে বসে॥

নিজের প্রাণের অকুলান।
খুঁজে খাই তাই পরের প্রাণ॥
যখন প্রাণের কুলান হবে।
আপ্না হোতেই ঘুচে যাবে॥
যদি বল মাছ মাংস না খেলেই কি ঋষি?
ছেড়ে দেওয়া, আর ছেড়ে যাওয়া, অনেক কম বেশী

প্রশ্ন।

ধরাতলে দেক্তে পাই যত গৃহবাসী।
ছেলের প্রতি স্নেহ করে নিজের চেয়ে বেশী॥
সবাই বলে নিজে বাঁচি বাঁচি মরি মরি।
ছেলেটকে মানুষ কোরে দেতে যদি পারি॥
কি রকম ছেলে হোলে, মানুষ হোলো বলি।
খুলে খেলে বল যদি, তেম্নি কোরে চলি॥

উত্তর।

এই যে হেথা এত লোক মানুষ করে ছেলে।
আর কিছু নয় খালি একটা সাধু হবে বোলে॥

প্রশ্ন।

ধন মানের তরে বুঝি মানুষ করা নয়?

উত্তর।

ধন মান যার নাই তার কথা কে কয়?

প্রশ্ন।

ধন মান নাই যার কি হয়েছে তার?

উত্তর ।

হেলে মেটুলি, নিংড়ে নিলেও গরল পাওয়া ভার ॥

প্রশ্ন ।

সাপের সঙ্গে মানবের উপমা কি হয় ?

উত্তর ।

তুমিই বুঝি বিধাতার, তারা কেউ নয় ?

প্রশ্ন ।

দাও দেখি কৈ মিলিয়ে দিতে কেমন তুমি পার ?

উত্তর ।

যাতে আমি পারি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর ॥

প্রশ্ন ।

অমন কথা বোলে কেন বাড়াও আমার পাপ ?

উত্তর ।

দোষ কি তাতে ? আমি জানি সবাই আমার বাপ ॥

মা বোলেছি ধরাতলে যত আছে মেয়ে ।
নিজে হয়েছি দুয়ের বার, বলি লজ্জা খেয়ে ॥
যদি বল কেন তুমি দুয়ের বার হোলে ।
বাপের চেয়ে মায়ের ভাগ, বাড়িয়ে নিবো বোলে ?
ধরাতলে যাকে আমি ভারি ভালবাসি ।
ডাকের কথা বাপের চেয়ে, মায়ের বল বেশী ॥

ক্রমোন্নতি জগতের অখণ্ড ব্যবস্থা ।
সকলেরি ক্রমে হয় উন্নত অবস্থা ॥

হেলে সাপ ক্রমে হয় বিষধর ফণী।*
দরিদ্র মানব যত ক্রমে হয় ধনী॥
বিষধরে জন্মে মণি, মহামূল্য ধন।
ধনী গৃহে জন্মে জ্ঞানী, অমূল্য রতন॥

যে সাপের বিষ নাই তুচ্ছ জ্ঞান করি।
বিষধর হোলে তবে সর্প বোলে ধরি॥
যে জনের ধন নাই কেবা তাকে ধরে।
বিষয় যদ্যপি থাকে সমাদর করে॥
ভেবে দেখ উভয়ের মান্য করি কিসে।
বিষয়ে নরের মান, সর্প মান বিষে॥

বিষের মদে মত্ত হোলে সর্প যেমন জ্বরে।
বিষয় মদে মত্ত হোলে তেম্নি জ্বরে নরে॥
কিন্তু আবার সেই বিষেরই, সদ্ব্যবহার হোলে।
মাণিক হয়ে চারিদিক আল কোরে তোলে॥
বিষয়েরও তেম্নি যদি সদ্ব্যবহার হয়।
সাধু হয়ে শোভা করে ত্রিভুবনময়॥

তাতেই বলি যত লোক মানুষ করে ছেলে।
ছেলের মত ছেলে হয়, ধনীর ঘর হোলে॥
ধনীর ঘরে না হোলে কি ধন তৃষ্ণা মেটে।
ডাকের কথা ধন ছাড়্‌লেই সাধু নাম রটে॥

---

* সময়ে প্রকাশ হইবে।

প্রশ্ন ।

নানা কথা শুনা গেল, নানা ছন্দে কলে।
বিধাতাকে স্বপ্রকাশ, কি কারণে বলে ?

উত্তর ।

স্বপ্রকাশ অর্থে তিনি প্রকাশিত নিজে ।
তুমি আমি মনে করি ধরি খুঁজে খুঁজে ॥
তিনি যদি না আসেন কার সাধ্য আনে ।
ডাকের কথা থাকি বটে, অনুসন্ধানে ॥

লম্পট পুরুষ যত আ ছ ধরাতলে ।
খোঁজে খালি রূপবতী বেশ্যা কোথা মেলে ॥
কারো কাছে শুনে যদি আছে কোনো স্থানে ।
নিজে গিয়ে উপস্থিত, সন্ধানে সন্ধানে ॥
নিজের সকল ধন ঢেলে দিয়ে তাকে ।
নিজে যেন বিনামূলে কেনা হয়ে থাকে ॥

লম্পটের শীরোমণি পূর্ণানন্দময় ।
বড় তুষ্ট যদি পান সরল হৃদয় ॥
খুঁজে খুঁজে নিজে এসে উপস্থিত হন।
হৃদয়ে করেন বোসে শান্তি বরিষণ ॥
স্বপ্রকাশ বোলে তাঁকে নির্দ্দেশ তাই করি ।
ডাকের কথা, শঠ সরলের, মূলাধার হরি ॥

প্রশ্ন।

কারো মুখে শুনি যদি মিষ্ট কথাগুলি।
ইচ্ছা করে জিবে চেটে খাই পদধূলি॥
কারো মুখে শুনি যদি, কড়া কড়া কথা।
মনে মনে ইচ্ছা হয় কেটে ফেলি মাথা॥
কড়া কথা শুনে যেবা মিষ্টকথা বলে।
রাগশূন্য দেহ তার, বুঝি ধরাতলে?

উত্তর।

যতদিন লোকার্ণবে বাক্যালাপ আছে।
রাগ বোলে সুধু নয় যদি থাকে কাছে॥
কড়া কথা শুনে যারা মিষ্ট কথা বলে।
না হবার আগে রাগ নষ্ট কোরে ফ্যালে॥

লাঠি ধোরে চলে যেবা, সে কি কভু পড়ে?
পা'টা যদি টোলে যায়, গা'টা বড় নড়ে॥
হৃদয়ে ধারণ যার বিধাতার রূপ।
রাগাদি যতেক রিপু সাড়া পেলে চুপ॥
যদি বল রিপু তবে, কি কারণে থাকে।
রিপু না থাকিলে দেহ, কার সাধ্য রাখে॥

প্রশ্ন।

নিজের কেমন বক বুদ্ধি ভাল নয়।
কাজ কর্ম্ম কোর্ত্তে গেলে, ঠোকে যেতে হয়॥

তেবে চিন্তে বুঝে দিছি বিধাতাই মূল।
বিষয়ের চেষ্টা করা অতি বড় ভুল॥
সংসারী হয়েছি আমি ইচ্ছাতে যাহার।
তাঁর ঘাড়েতে, চাপিয়ে দিছি, দায় দফা সব তার॥
তাতেই আমি দিবানিশি বিধাতাকে ভাবি।
তথাপি মেটেনা কেন, সংসারের দাবি?

উত্তর।

ভাবতে হয়, ভাবা চাই, মন্দ সেটা নয়।
খালি ভাবলে, নাড়ি উঠেনা, ঠেলে দিতে হয়॥
যেমন কোরে তাঁর ইচ্ছায়, পেয়েছ সংসার।
তেম্নি কোরে সকল কাজে, চাপিয়ে দাও ভার॥
তিনিই সকল, কাজের মূল, সে কথাটা ঠিক।
চোল্‌তে হবে, তোমাকে তাঁর, মৎলব মাফিক॥

কতকগুলি বৃত্তি দেছেন, তোমার নিকটে।
তাও তোমাকে, দেখিয়ে দেছেন, কোন্ কাজে কি খাটে
একটা বৃত্তি, নেড়ে চেড়ে, সংসারটা হোলে।
আর যা কিছু, বৃত্তি আছে, সব উড়িয়ে দিলে?
সব গুলিকে, নেড়ে চেড়ে, খাটিয়ে লও কাজে।
হেসে খেলে, কাটো কাল, সংসারের মাঝে॥

ফাঁকা কথা ভাল্ লাগে না।
খোসে আলাপে কাজ্ হয় না॥

কাজে নাব্‌লেই বুদ্ধি যোগায়।
বোসে ভাব্‌লেই বুদ্ধি কুলোয় ॥

প্রশ্ন।

মনে মনে ইচ্ছা হয় সাধুসঙ্গ করি।
খুঁজে পেতে মেলা ভার, কাকে গিয়ে ধরি?

উত্তর।

যথা গিয়ে কর তুমি সাধুসঙ্গ যত।
সাধুসঙ্গ নাই আর, নিঃসঙ্গের মত ॥

প্রশ্ন।

জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ভাল বড় নয়।
লোকালয়ে না গেলে কি ভ্রম দূর হয়?

উত্তর।

লোকালয়ে বড় দোষ নানা গোলমাল।
ছলা পেতে ছোট লোকে ঘটায় জঞ্জাল ॥

প্রশ্ন।

একা থেকে মনে যদি কুচিন্তা আসে।
সাধুর নিকটে গেলে, ঘোচে অনায়াসে ॥
ছলা পেতে ছোট লোকে কি করিবে তার।
যাব কি সেখানে? যার ছোট ব্যবহার?

উত্তর।

ছোট বড় ব্যবহার চেনা ভারি দায়।
এমন কলাই আছে যশ পোড় খায় ॥

যেতা যত দেখি সোজা তত দুরবাম ।
সাধু আছে যত সব বর্ণচোরা আম ॥

কেমনে চিনিবে বল কি রকম আমি ।
সাধুর প্রধান সাধু গোলোকের স্বামী ॥
একা বোসে ভাব তুমি একচিত্ত হয়ে ।
পাঠিয়ে দিবেন তিনি নিজে বোলে কোয়ে ॥

তুমি আমি হেথা যদি নিজে আসিতাম ।
চেষ্টা কোরে সাধু হোতে ভালবাসিতাম ॥
তিনি এনেছেন এটা বলিতেই হবে
হেথা সেথা গিয়ে কিবা প্রয়োজন তবে ॥

এনেছেন যিনি তিনি অনুরক্ত মন ।
অবশ্যই আমাদিগে আছে প্রয়োজন ॥
ঘুচায়ে দিবেন তিনি পাপ তাপ জালা ।
আমরা যেমন দিই শশা গাছে পালা ॥

আমাদের মনে জাগে অভিলাষ যাহা ।
পূর্ণ করিবার তরে বাধ্য তিনি তাহা ॥
অকালেতে অব্যাহতি কেবা পায় কবে ।
যদি না করেন তাঁকে দণ্ড পেতে হবে ॥

প্রশ্ন।

বল দেখি কোথা যায় বুদ্ধি কত ঘটে।
কিসে লোক তুষ্ট হয় কিসে লোক চটে?

উত্তর।

বিনয়ি হইলে মন পাষাণের ভেজে।
মাটির মানুষ হোলে চোটে যায় ভেজে॥

প্রশ্ন।

মনে করি হেথা সেথা করি পর্য্যটন।
ঘুরে ফিরে এলে তবু ঠাণ্ডা হয় মন॥
ঘরে বোসে বোসে খালি বাতিকের বৃদ্ধি।
লোপাপত্তি হয়ে গেল যত বল বুদ্ধি॥
নানাবিধ দেখে শুনে মেটে নানা সন্ধ।
তুমি তাতে কি বল গো, যুক্তিটা কি মন্দ?

উত্তর।

ও যুক্তি আমার কাছে ভাল বড় নয়।
আমি ওর যুক্তি জানি সোজা অতিশয়॥
ভ্রম মাত্র হেথা সেথা ঘুরে ফিরে দেখা।
ভারি মজা তুমি যদি থাক্তে পার একা॥
এক বোলে থাকা নয় বদ্ধ কোরে ঘর।
এএকার যুক্তি আছে স্বতন্ত্র প্রকার॥
ছেলে বুড় যুবা সব থাকিবেক কাছে।
তবু একা থাকা যায় হেন যুক্তি আছে॥

রাগাদি যতেক রিপু সরাইয়া দিয়ে।
একা বোসে থাক তুমি যাকে তাকে নিয়ে॥
কত কথা পাবে তুমি ঘরে বোসে বোসে।
এ হেন একার গুণ সদা ডাক্ ঘোষে॥
হেথা সেথা ঘুরে ফিরে কি বুঝিবে তত্ব।
এ একা ত একা নয় একা এক শত্ত॥

প্রশ্ন।

ডাকে বলি কিসে পাব ভবে পরিত্রাণ।
বিষয় ত্যজিতে বলে বিষের সমান॥
ভাই বন্ধু পরিজন দারা সুত আদি।
পরমার্থ পথে বলে, এরা প্রতিবাদি॥
সব ছেড়ে দিয়ে যদি বল হরি হরি।
তবেই মিলিবে ভব-সাগরেতে তরী॥
হরি বিনে কারো যদি পবিত্রাণ নাই।
বোলে দিতে পার তুমি হরি কোথা পাই?

উত্তর।

চিরকাল জান আমি কোন্ কর্ম্মে হারি?
হরি কোথা বোলে দিতে এই দণ্ডে পারি॥
তবে আগে বলি শুন গুটিকত কথা।
তা বই বলিয়া দিব হরি গেলে কোথা॥

ছাড়াছুড়ি মিছে কথা সব থাকা চাই।

লবণ হলুদ ঝাল সব চাই আগে।
তা বই ফোড়ন দিলে তবে মিষ্ট লাগে॥
যদি বল কেন তারা ওরকম বলে।
তারা খালি শিক্ষা দেয় পাষণ্ড সকলে?
মুক্তির কথায় যারা আদতেই নাই।
তাদিগে শিখাতে হোলে ওই যুক্তি চাই॥
আর তোমার মতন যারা মুক্তি ইচ্ছা করে।
তারা কি ওসব যুক্তি যুক্তি বোলে ধরে॥
তুমি কি তা হোলে আর আসিতে এখানে।
সব ছেড়ে চোলে যেতে হরির সন্ধানে॥

এখন বলিব শুন হরি কোথা গেলে।
ভব নদী পারে যায় যে হরিকে পেলে॥
অন্য কিছু হোলে বরং খুঁজে নিতে হয়।
নাচে হরি ঘাটে হরি হরি সর্ব্বময়॥
তুমি আমি ঘোড়া হাতি ইট কাট ঢেঁকি।
হরি বিনে কিছু নাই যা যেখানে দেখি॥

প্রশ্ন।

হেথা সেথা যত দেখি সবি যদি হরি।
বল দেখি তবে কার উপাসনা করি?

উত্তর।

বুঝে থাক যদি তবে উপাসনা নাই।
না থাক ত থাকে ধর সমান সবাই॥

প্রশ্ন।

সেকি কথা? শুনে যেন হাসি হাসি পায়।
উপাসনা না কোরে কি থাকা কভু যায়?

উত্তর।

থাকিতে বলিনে আমি সচ্ছন্দেই কর।
যাকে ভাল লাগে তাকে দৃঢ় কোরে ধর॥
কদাচ যেওনা দুই নায়ের ফ্যাসাতে।
ডাকেরকথা তার ফল পাবে হাতে হাতে॥
এতে ফল হবে কিছু সময়েতে লাভ।
সময়ে মিটিয়া যাবে তোমার অভাব॥

উপকথা।

নিধিরাম।

খুড় তুমি কোনো কিছু উপকথা জান?

ডাক্।

কথাই শুননা যাদু, উপকথা কেন?

নিধিরাম।

কথা শুনে শুনে বাবু হেজে গেছে কান।

ডাক্।

তবু দুট শুন বাছা তাজা হবে প্রাণ॥

নিধিরাম।

[illegible]কথা। তবে বুঝি জানা টানা নাই?

ডাক্।

এ যুগ কাটাতে পারি, শ্রোতা যদি পাই ॥

নিধিরাম।

বল দেখি গোটাকত শুনা যাক্ তবে।

ডাক্।

প্রত্যেক চরণে কিন্তু হুঁ দে যেতে হবে ॥

নিধিরাম।

সেটা ত এমন কিছু শক্ত কথা নয়।

ডাক্।

দেখো বাবু কথাটার ঠিক যেন রয় ॥

নিধিরাম।

বেঠিক বরঞ্চ হয় দেনাহনি হোলে।

ডাক্।

সব কথা নড়ে, যারা বেঠিকের ছেলে ॥

নিধিরাম।

তত বেঠিকের লোক আমি বাবু নই।

ডাক্।

তবে তুমি হুঁ দে যাও, উপকথা কই ॥

কিন্তু এক কথা বোলে, রাখি যাদুমণি।

কদাচই বলিবনা উঁহুঁ যদি শুনি ॥

নিধিরাম।

এ কথা স্বীকার আমি করি লক্ষবার।

উঁ হুঁ যদি বলি তুমি বলিও না আর ॥

ডাক।

কথার মধ্যে ত আর উপকথা নয়।
যে কোনো প্রকারে খালি কাটান সময় ॥
তবে ওটা বোলে যাই তোমাকেও ধোরে।
বেজার হওনা যেন সত্য মনে কোরে ॥

নিধিরাম।

এত আহাম্মুক তুমি আমাকে কি পেলে ?
বিশ্বাস না কর যদি বলি দিব্বি গেলে ॥
যাকে ইচ্ছা পোবে বল কিছু নাই ভয়।
উপকথা চাই কিন্তু, কথাটা না হয় ॥

উপকথা আরম্ভ।

ডাঃ— মনে কর তুমি যেন কাশীধামে গেছ।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— ইজ্যৎ সহিত তথা কিছুদিন আছ।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— আরো যেন হেথাকার বাঙ্গালী জনেক।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— কোরেছেন সেখানেতে বৈভব অনেক ॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— আলাপে আলাপে ক্রমে হোলো চেনাশোনা।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— জাতিতে স্বভাবে প্রায় তুল্য দুই জনা ॥
নিঃ— হুঁ

ডাঃ— ভালবাসাবাসি খুব হোলো পরস্পর।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— পরিচয়ে মিলে গেল করণিয় ঘর॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— উঁর যেন ছিল এক অবিবাহি কন্যে।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— তোমাকে করিল জেদ বিবাহের জন্যে॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— মেয়েটি ও রূপে গুণে অতি চমৎকার।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— বিবাহ করিলে যেন মেয়েটিকে তার॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— আসা যা'যা কর খুব শ্বশুরের বাড়ি।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— সমাদর করে খুব শ্বশুর শাশুড়ি॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— শেষেতে প্রকাশ পেলে সকলের কাছে।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— স্বভাবের দোষে ওরা একো হযে আছে॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— শুনে কিন্তু মনে মনে চোটে গেলে ভারি।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— আড়ি হোলো এর শোধ নিতে কভু পারি?
নিঃ— হুঁ

ডাঃ— শঠের কৌশলে পোড়ে বিদেশেতে এসে।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— জাত কুল সব নষ্ট হোলো অবশেষে॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— একে কাশীধাম তাতে হিন্দুর সমাজ।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— করিতে পারনা কোনো বুভিবার কাজ॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— গায়ে রাগ মেরে মেরে আছ হেসে খেলে।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— ইচ্ছা আছে দেখে নেবো পত্তনেতে পেলে॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— দৈবে একদিন যেন তোমার শ্বশুর।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— বউ মার মার কিছু পেয়েছে কশুর॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— স্ত্রীলোকের গায়ে নাকি তুল্‌তে নাই হাত?
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— না বোলে না কোয়ে এসে তিন পদাঘাত॥
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— এ রাগ সামাই বল কে করিতে পারে।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— বিশেষতঃ বুঝে দেখ মেয়েরা কি হারে?
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— গালাগালি দিলে আগে মুখে যত এলো।
নিঃ— হুঁ
ডাঃ— কাঁটা দিয়ে শেষে ভেজে দিলে এলো গেলো॥
নিঃ— হুঁ

(ক্রমশঃ)

বন্দনা।

দিনময়ি মা, মায়ার নাইক উপমা,

মায়ের কাছে মাগে কি গা, সন্তানে ক্ষমা?

তোমার বাঞ্ছা সদা ওই, যাতে সর্ব্বজয়ী হই,

কোলে কোলেই রাখলে যদি, সাধ মিটালে কই?

ডাকের কথা।

মা বাপের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাকের প্রশ্ন।

কে তুমি কোথায় আছ নারি কিম্বা নর
জগৎ ঈশ্বরী কিম্বা জগৎ ঈশ্বর
কে করিলে সৃষ্টি এই অনন্ত জগৎ
তরুলতা জীব জন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
মা বোলে ডাকিব কিম্বা ডাকি বাবা বোলে
মুক্তিপদ পাই কেবা পরিতুষ্ট হোলে
যখন যা মনে আসে তাই বোলে ডাকি
তোমার নামের কিছু স্থির নাই নাকি?
ডাকিবা মাত্রেতে বটে কিছু সুখ পাই
চির সুখ যাকে বলে তাতো কই নাই?
দয়া কোরে বোলে দাও লক্ষ যদি থাকে
মনে মনে বুঝে ডাক, কি ভাবেতে ডাকে
মৌখিকে যদ্যপি ডাকি, বোলে কাজ নাই
আন্তরিকে যদ্যপি ডাকি বলা চায়ী চাই
আমি তো আমার মন ভাল রূপে জানি
দেখিব কেমন তুমি অন্তর যামিনী।

মা বাপের উত্তর।

খুব লক্ষ আছে বাছা শুন তবে কই
তোমার মতন আর আমিও কি নই?
বিচারের তরে আমি তোমাকেই মানি
বুঝে দেখ হই কি না অন্তর যামিনী
উত্তর কি দিই আমি যে সে যদি ডাকে
অন্তরে যে জন ডাকে সেই পেয়ে থাকে
বুঝেছি তোমার ডাক্ মৌখিকেতে নয়
বোলে যাই শুন বাছা মনে যদি লয়
নর নই নারি নই, নই আমি ক্লীব
আমারি সৃজিত এই জগৎ ও জীব
অথচ সকলি আমি অপরূপ কথা
ধারণা জন্মায় যার জ্ঞান গম্য যথা
যার যাহা মনে আসে সেই তাহা বলে
তুষ্ট বই তাতে আমি রুষ্ট নই কলে
ডাকিবা মাত্রেতে বটে কিছু সুখ পায়
চির সুখ কাকে বলে জানে না তা প্রায়
কি কোরে জানিবে বলো সাক্ষী তুমি তার
বৃথা নামে না ডাকিলে শাড়া পায় কার?
আমিও তাদের মত কিছু সুখ পাই
সে সুখ মেলেনা যাতে জীবন জুড়াই
তবে নাকি সুখ দুঃখের অতীত হয়েছি
গোচে গাছে তাই চির সুখেতে রয়েছি

আমি যে প্রকৃত কি তা বোঝে সাধ্য কার
আমি বিনে সাধ্য নাই কারো বুঝিবার
বুঝেছেন যিনি তাঁর ডাকা ডাকি নাই
নেমে এসে আমি তাঁর গায়ে মিশে যাই
কে কাকে ডাকিবে বল কেবা কোথা আর
কে না জানে কেহ নাই দ্বিতীয় আমার

আমার প্রকৃত কথা শুন তবে কই
যে নামে ডাকিলে আমি ভারি তুষ্ট হই
অথচ তাহাকে আমি সদানন্দে রাখি
সাধে কি তাহাকে রাখি ? আমিও যে থাকি,
পরম্পরা (১) ভাবে আমি তিনের অতীত
পরা (২) সম্বন্ধেতে আমি ক্লীবে পরিণত
অপরা (৩) সম্বন্ধে আমি নরের আকার
সাক্ষাৎ (৪) সম্বন্ধে নারী জননী তোমার
অন্য অন্য সম্বন্ধে ভেবে নিতে হয়
নারী রূপে কিছু নাই প্রমাণ প্রত্যয়
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেটী চোখে দেখা যায়
তাহার প্রমাণ বলো কেবা কোথা চায়

---

(১) পরম্পরা সম্বন্ধ—সূক্ষ্মাতীত সম্বন্ধ।
(২) পরা সম্বন্ধ—সূক্ষ্মতর সম্বন্ধ।
(৩) অপরা সম্বন্ধ—অপর সম্বন্ধ—সূক্ষ্ম সম্বন্ধ।
(৪) সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—স্থূল সম্বন্ধ

চির শান্তি পাব বোলে ইচ্ছা করে যারা
মনে জ্ঞানে দিবা নিশি মা মা বলে তারা
তাদের সুখের আর হ্রাস বৃদ্ধি নাই
আমিও তাদের সুখে শরীর জুড়াই
তুমি যদি ইচ্ছা কর চির সুখ পেতে
মা মা বোলে থাকো সদা নিজানন্দে মেতে
তাতেই মায়ের নাম আগে লেখে ডাক্
দেশে দেশে মার নামে বাজাইব ঢাক
এতে হয় হোলো মার মাহাত্ম্য প্রকাশ
না হোলো তো বোয়ে গেল ধর্ম্মেতে খালাশ।

আয়ুর্বৃদ্ধির কথা।

দাতারাম—প্রশ্ন।

১

শুনা যায় যারা সব সাধু টাধু হয়
প্রায় তারা পৃথিবীতে বেশি দিন রয়
কি কোরে তাহারা আয়ু দীর্ঘ কাল পায়
এর কোনো যুক্তি আছে ডাকের কথায়?

উত্তর।

২

পরিষ্কার যুক্তি আছে শুন বলি তবে
শুনিলে তোমার প্রাণ পুলকিত হবে
কিন্তু বাপু এবারেতে খুলে বলা নয়
নমুনা স্বরূপ বলি যত দূর হয়
সকলেই জানে তাহ্ পূর্ণ অহঙ্কারি
কথাতে যা হয় তার কিনা আমি পারি?

৩

তবে কি জানি তোমার পাছে পরে গোল লাগে
সাধুর বিশেষ গুণ বোলে রাখি আগে
বোসে থাকে বটে সাধু মুদে দু'নয়ন
সূক্ষ্ম দেহে করে সদা শূন্যে বিচরণ *
এখন শুনিয়া যাও যুক্তি তবে বলি
আয়ু বৃদ্ধি না করিলে কিসে যাবে কলি।

---

* অর্থাৎ খেচরী মুদ্রা

৪

দেখেছ ত স্রোতে যদি ভেসে যায় ঘাস
ঠেক্ ঠাক্ পেলে করে তাতেই বিশ্রাম
কেটে ছিঁড়ে দিলে তবে ভেসে চোলে যায়
নতুবা তাহার গায়ে লেগে থাকে ঠায়
মাচ কাঁচ আদি কিন্তু কত জলচর
আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার ভিতর
যদিও একথা নয় বেশি দরকারি
উপমার স্থলে কিন্তু কাজে লাগে ভারি
কত কি আনিলে টেনে কথায় কথায়
তবে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করা যায়
যদি বল হৃদয়েতো ভাব ছটোছটী ?
দেখনা ব'সর কত কত মজা লুটি ঃ

৫

গগনেতে মেঘাবলি দ্রুত বেগে চলে
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে ঠেকিলে অচলে
জলীয় পদার্থ তাতে থাকে যতক্ষণ
মুশলের ধারে তাহা করে বরিষণ
পার্ব্বতীয় দেশে তাই বেশি হয় বৃষ্টি
বুঝে দেখ তাহাতেই রক্ষা হয় সৃষ্টি
কত নদ নদী তাতে কত দিকে বয়
বৃষ্টিহীন দেশে তাই জীব রক্ষা হয়
তা বই উড়িয়া যায় লঘু হোলে পরে
আবার জলীয় বাষ্প সঞ্চয়ের তরে

কত চাল্ ভেবে চলে জগতের পতি
সম্যক প্রকাশ করে কাহার শকতি
কিন্তু তাঁর এত কৃপা নরের উপরে
যে যেমন বোঝে ব্যক্ত কিছু কিছু করে।

৬

অপূর্ব্ণ আত্মা যত দেহ ছেড়ে যায়
কিছু দিন শূন্য ভরে উড়িয়া বেড়ায়
কিন্তু যদি কাছে পায় সাধু মহাজন
তাহাতে ঠেকিলে নাই নড়ন চড়ন
মেঘাবলি ঠেকে থাকে অচলের গায়
এরা এসে সাধুদের গায়ে মিশে যায়
যতক্ষণ থাকে যায় সৎইচ্ছা যত
সাধুর দ্বারায় করে কার্য্যে পরিণত
তা বই সক্রিয়া পড়ে ভারি হলে পরে
আবার স্বাত্ত্বিক ভাব সকলের তরে
তাতেই সাধুর বাড়ে বেশি বুদ্ধি বল
পর্ব্বতে যেমন হয় বেশি ভাগ জল
কত বেদ কত তন্ত্র সৃষ্টি হয় তায়
পোড়ে শুনে সাধারণে মুক্তিপদ পায়
নিজ পর ইচ্ছা লয়ে কত কার্য্য করে
আপনিও তরে তাতে অপরেও তরে
হেসে খেলে কেটে যায় বহু শত বর্ষ
সাধন করেন তিনি প্রকৃত উৎকর্ষ।

৭

তোমার নিজের যদি কিছু ধন রয়
অপরের ধন যদি তাতে যোগ হয়
কেন না হইবে তুমি ধনি রিতীমত
সুদের সুদেতে বলো বেড়ে যাবে কত।

৮

সাধুর আয়ুর কিছু পরিমান ছিল
অপরের আয়ু এসে ত্যতে যোগ দিল
কেননা পাইবে সাধু আয়ু রীতিমত
সুদেতে বাড়িবে কত বর্ষ শত শত।

৯

যদি বল সাধু বোলে কাকে তুমি ধর
তোমাকেই ধরি যদি যোগ শিক্ষা কর
দিবা নিশি রাখ যদি উর্দ্ধদিকে মন
স্বশরীরে * শূন্যপথে করিবে গমন
কত শত আত্মা এসে লেগে যাবে গায়
কত কার্য্য হবে নিজ পরের ইচ্ছায়।
কাজে কাজে কেটে যাবে হেসে খেলে দিন
কি জন্য হইবে শীঘ্র কালের অধীন
কাজেই থাকিতে হেথা পাবে বহুকাল
তিল তুল্য যোগে পায় পুরস্কার তাল।

---

* অর্থাৎ শরীরও থাকিবে অথচ শূন্যে ভ্রমণ করিবার ক্ষমতাও জন্মিবে।

১০

যদি বল কেন যোগী অকালে তো মরে ?
সে সব বাজারে যোগী তাই বাঘে ধরে।

গোপনে গোপনে যারা শিক্ষা করে যোগ
প্রথমেই হয়ে পড়ে দেহটী নিরোগ
তা বই কে জানে আয়ু কতকাল ভোগ।

দাতারাম—প্রশ্ন।

১১

তবে যেন শুনা যায় কেহ কেহ বলে
মরে গেলে জীব এসে নামে ভূমণ্ডলে ?
তা বই মিশিয়ে গিয়ে শস্যাদির সঙ্গে
আবার প্রবেশ করে মানবের অঙ্গে ?
অর্থাৎ মানবে যদি সেই শস্য খায়
জীবের বিনাশ নাই গায়ে মিশে যায় ?
তা বই সময়ে নর নারী সহযোগে
আবার এখানে এসে সুখ দুঃখ ভোগে ?

ডাক।

১২

জীবের বেলায় সেটা যথার্থই বটে
আত্মার বেলায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটে
জীবের উন্নতি হোলে তাকে বলে আত্মা
অত্যুন্নতি পরমাত্মা কিম্বা সৃষ্টিকর্তা।

১৩

জীবের যেমন আছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ
আত্মার' অবস্থা ঠিক জানিবে তদ্বৎ
কেহ বা নিকৃষ্ট জীব কেহ বা উৎকৃষ্ট
কেহ বা অপুষ্ট আত্মা কেহ পরিপুষ্ট।

১৪

কীটাণুও জীব বটে মানবেও তাই
তা বোলে কি হয়ে কিছু ছোট বড় নাই ?
রাবণের' আত্মা ছিল বিভীষণে' তাই
তা বোলে কি হয়ে কিছু ছোট বড় নাই ?

১৫

রাবণের আত্মাটীকে অপূরণ ধরি
বিভীষণে যেটী তাকে পূর্ণ জ্ঞান করি
তাতেই অমর বোলে জগতে প্রচার
সাধু হোলে আয়ু বৃদ্ধি এত হয় তার।

১৬

আর আমার মতন হেথা থাকে যদি কেহ
তাকেই জানিবে তুমি আত্মাহীন দেহ
না চেনে জগতে কেহ না সাধু না চোর
সকল কাজের যার কথা মাত্র ষোর

১৭

জীব আছে খেতে জানে কথা টথা কয়
জীব শব্দ বিনে আর অন্ত কিছু নয়
তারাই নাবিয়া আসে অবনিমণ্ডলে
তাতেই তাদের কথা ও রকম বলে।

১৮

তারা কি কখন পায় পরকায়ে স্থান
পরকায়ে পায় তারা, যারা পুণ্যবান্
ফল কথা যাতে হয় আত্মার সঞ্চার
সে কি কভু জরায়ুতে জন্ম লয় আর ?

১৯

আত্মার সঞ্চার যাতে আদতে না হয়
আকারেতে নর বটে নর তারা নয়
বরফে যেমন তাপ সকলেই জানে
তাহাদের আত্মা ঠিক সেই পরিমাণে।

২০

তারাই প্রথমে এসে মৃত্তিকায় মেশে
শস্ত সহযোগে পরে শরীরে প্রবেশে
তা বই আবার করে গর্ভেতে প্রবেশ
পুনঃ পুনঃ এই মত ভোগে নানা ক্লেশ।

২১

পিতা মাতা সহযোগে শরীর সৃজন
পিতা টুকু আমি আর মাতা টুকু মন
পিতাকে পুরুষ বলি মাতাকে প্রকৃতি
তারতম্যে স্থূল সূক্ষ্ম জীবন্ত আকৃতি।

২২

পিতা টুকু হাতে হাতে ক্রমে হয় পুষ্ট
মাতা টুকু হাতে হাতে ক্রমে হয় নষ্ট
পিতা যত পুষ্ট হয় তত জ্ঞানবান
মাতা নষ্ট হইলেও ফলেতে সমান।

২৩

মাতা যদি ভাগ্য দোষে পুষ্ট কারো হয়
পিতাকে লইতে হয় অন্যের আশ্রয়
তাহাকেই সাধারণে বোলে থাকে মরা
মরা মানে দেহ হোতে আমি টুকু সরা।

২৪

সেই টুকু মিশে যায় সাধুদের গায়
তাতেই তাহারা আয়ু দীর্ঘকাল পায়
জলে জল বাধে স্থলে ধনে বাধে ধন
আত্মার পক্ষেও ঠিক জানিবে তেমন।

২৫

ফল কথা আত্মা যাতে বেশী ভাগ রয়
দেখিলে কমের ভাগ, জোরে টেনে লয়
সেই আত্মা বেশী রহে যোগীদের কায়
যোগের গৌরব তাই ডাকের কথায়।

দাতারাম—প্রশ্ন।

২৬

যোগেতে যদ্যপি হয় আত্মার উন্নতি
তা হোলে তো যোগ শিক্ষা আবশ্যক অতি
এখনি আমাকে তুমি শিক্ষা দাও তাই
যত টাকা লাগে দিব সে ভাবনা নাই।

ডাক।

২৭

যোগ শিক্ষা করিতে কি টাকা বেশী লাগে ?
দু'টো কোরে টাকা দিও ব'সরের আগে
আর ঘরে বসে মজা কোরে শিক্ষা কোরো যোগ
উড়ে যাবে যত কিছু পাপ তাপ রোগ।

২৮

তবে আজ কিন্তু ও কথাটা ভিক্ষা আমি চাই
আমার সময় আজ আদতেই নাই
নানা কথা বলা চাই নানা ছলে কলে
নানাবিধ লোক আছে গ্রাহক মণ্ডলে।

দাতারাম—প্রশ্ন।

২৯

শেখাতে সময় যদি আদতে না থাকে
মোটামুটি বল তবে যোগ বলে কাকে।

ডাক।

৩০

নেহাৎ না ছাড় যদি বলি শুন তবে
মোটামুটি বোলে গেলে কটোমটো হ'বে
তবে নমুনা দিয়েছি আমি যোগের কথার
ছাপা হোলে বুঝে নিও সূক্ষ্ম কথা তার
আপাতঃ লিখেছি সেটা রহস্যের ছলে
পরে কিন্তু লেখা আছে যোগ যাকে বলে
অথচ লিখেছি সেটা এ রকম ভাবে
পড়ো যদি হাতে হাতে কাজে-কোলে যাবে
মোটামুটি শুন তবে বলি আদি যোগ
আর কি কোরে মানুষে করে শান্তি সুখ ভোগ

৩১

বিশ্বপতি বিধাতার কার্য্য চমৎকার
জীবের সৃজন অতি অদ্ভুত ব্যাপার
প্রকৃতি পুরুষ যোগে জরায়ুর রজে
রেত স্পর্শ হোলে জীব জন্মায় সহজে।

৩২

শরীরের সার ভাগ রেত বলে যাকে
কোটী কোটী বৈবশিক শিশু তায় থাকে
অধোগামী হোলে পরে জন্মে নব জীব
ঊর্দ্ধগামী হ'লে পরে জীব হয় শিব

৩৩

তুমি আমি জীব-স্রোত বৃদ্ধি করি যারা
এ রকম যত আছে অধরেতা তারা
শুক আদি জীবস্রোত হ্রাস করে যারা
ও রকম যত আছে ঊর্দ্ধরেতা তারা।

৩৪

জীব-স্রোত রক্ষা হেতু যাহার সৃজন
তাহারা করিয়া থাকে নারী আকর্ষণ
জীব-স্রোত হ্রাস হেতু যাহার সৃজন
তাহারা করিয়া থাকে হরি আকর্ষণ।

৩৫

নারী আকর্ষণে রেত অধোগামী হয়
কাজেই তাহাতে এসে জীব জন্ম লয়
হরি আকর্ষণে রেত ঊর্দ্ধগামী হয়
তাই জীব শিব হ'য়ে যোগে মিলায়।

৩৬

আহা মরি মরি কিবা বিচিত্র কৌশল
রেতঃ মধ্যে থাকে যত বৈবনিক দল
অগ্রে যে প্রবেশ করে জরায়ু ভিতরে
অবশিষ্ট গুলি নিজে আত্মসাৎ করে।

৩৭

ঊর্দ্ধরেতাদের ঠিক বিপরীত তার
তবে কি না তাহাদের স্বতন্ত্র আধার *
জন্মকালে বটে এক নিয়ম অধীন
প্রত্যেকের মধ্যে শিব, জন্মে নিশি দিন।

৩৮

জরায়ুর মধ্যে জীব দিনে দিনে পুষ্ট
পরিপুষ্ট হ'লে হয় সময়ে ভূমিষ্ঠ
তখন তাহার নাম ভ্রূণ আর নয়
কেহ বা সন্তান বলে পুত্র কেহ কয়;

৩৯

যে রূপেতে পুষ্ট জীব জরায়ুর মধ্যে
সেইরূপে পুষ্ট শিব মণিপুর পদ্মে
জীব ক্রমে পুষ্ট হয়ে পাছু পানে হটে
শিব যত পুষ্ট হয় তত ঊর্দ্ধে উঠে।

* [illegible]

৩৯

ক্রমে ক্রমে নানাবিধ বাহ্য বস্তু যোগে
কর্ম্ম অনুসারে জীব সুখ দুঃখ ভোগে
কেহ করে নিজ কুল সমূলে নির্ম্মূল
উজ্জ্বল করিয়া তোলে কেহ তিন কুল।

৪০

পাছে হেঁটে হেঁটে জীব ভূমি তলে পড়ে
ঊর্দ্ধে উঠে উঠে শিব হৃদয়েতে চড়ে
ক্রমে জীব হামা টানে এঘর ওঘর
ক্রমে শিব আসে যায় কণ্ঠের উপর।

৪১

ক্রমেতে জীবের বোল আধ আধ হয়
কণ্ঠপরে উঠে শিব এলো মেলো কয়
ক্রমে জীব কথা কয় হেথা সেথা চলে
আজ্ঞাচক্রে উঠে শিব তত্ত্ব কথা বলে।

৪২

জীবের ফুটিলে বোল হেন দ্রব্য চায়
উপস্থিতে হাতে হাতে যাতে সুখ পায়
মরূপ তরূপ কেহ নাই সে খবর
নিঃস্বর হোলেই হোলো মোর আপনার।

৪৩

শিবের ফুটিলে বোল হেন দ্রব্য চায়
উপস্থিতে হাতে হাতে যাতে ক্লেশ পায় *
মরুণ বাঁচুণ নিজে খোঁজ নাই তার
স্বার্থশূন্য হয়ে করে পর উপকার।

৪৪

স্বাবালক হ'লে জীব ইচ্ছা অনুসারে
আনন্দেতে লিপ্ত হয় বিষয় ব্যাপারে
ধন মান কুল শীলে যত্নবান অতি
প্রণত সংসারি লয়ে সন্তান সন্ততি।

৪৫

স্বাবালক হ'লে শিব ইচ্ছা হয় নাশ
বিষয় ব্যাপারে করে অনিচ্ছা প্রকাশ
ধন মান কুল শীলে অযতন অতি
প্রণত সন্ন্যাসী ছেড়ে সন্তান সন্ততি।

৪৬

ক্রমেতে জীবের হয় দিনে দিনে ক্ষয়
বহু কষ্টে পরে দেয় নিজের বিষয়
তবু ত্যাগ করে শেষে ভুগে নানা রোগ
ডাকের কথায় বলে ইহাকে বিয়োগ।

* স্থানান্তরে বিশেষ প্রকাশ হইবে।

৪৭

ক্রমেতে শিবের হয় দিনে দিনে জয়
অকাতরে পরে দেয় নিজের বিষয়
দেহ মধ্যে থেকে করে শান্তি সুখ ভোগ
ডাকের কথায় বলে ইহাকেই যোগ।

৪৮

তনু ত্যাগ কোরে জীব শূন্য পথে যায়
তনু মধ্যে থেকে শিব শূন্য স্থান পায়
শূন্য পথে গিয়ে জীব করে হাহাকার
শূন্যস্থানে ভোগে শিব আনন্দ অপার

৪৯

শূন্যপথে গিয়ে জীব আসে পুনরায়
শূন্যপথে উঠে শিব অপশোধ যায়
জীবের বাসনা কিসে শান্তি সুখ পাই
শিবের বাসনা নাই শান্তি ভোগ তাই।

৫০

ক্ষণিক সুখেতে মত্ত থাকে বিয়োগী
যোগানন্দে শান্তিসুখ ভোগ করে যোগী
বিয়োগীতে যত দিন না করিবে যোগ
ততদিন হেথা আসি নিবে কর্মভোগ।

৫১

বিয়োগী অনেক আছে যেগে আক্সার
যোগীর দ্বিতীয় লোক খুঁজে মেলা ভার
বিয়োগীর কাছে তুষ্ট যত রিপুগণ
যোগীর কাছেতে তুষ্ট আত্মনারায়ণ।

৫২

বিয়োগী দ্বিপদ পশু নামে নর মাত্র
যোগী জন বিধাতার সমযোগ্য পাত্র
বিয়োগীর সহবাসে পাপে দেহ ভার
যোগীর শুনিলে নাম পুণ্যের সঞ্চার। *

৫৩

ডাকের বচন যোগ বলিলাম বটে
বলাটা পাপের কাজ পুণ্যে কাজে ঘটে
না জানি শরীরে আরো কত পাপ আছে
কত কথা বোল্‌তে আরো হবে কার কাছে।

৫৪

জীব জীব শীব শীব বলিলাম যত
মায়াশ্রিত হ'লে জীব শীব মায়াতীত
আমি জীব আমি শীব স্থান ভেদে নাম
জীবের সকাম কার্য্য শীবের নিষ্কাম।

* অর্থাৎ যাহার নাম শুনিলে পুণ্যের সঞ্চার হয়, তাহার সহবাসে যে কি হয় বলিতে পারা যায় না।

ডাকিনীর কথা।

লক্ষ্মী।

মাইরি আমার, দিবা নিশি, ইচ্ছে করে কাকি
ঘর কন্না, ছেড়ে এসে, তোমার কাছেই থাকি।

ডাকিনী।

কেন বাছা, কি কোর্বে, আমার কাছে থেকে?
এতই তোমার ইচ্ছে, হয়েছে কি দেখে?

লক্ষ্মী।

সাধে কি, অমন ইচ্ছে, হয়েছে আমার
কত যে তোমার গুণ বোলে উঠা ভার।

ডাকিনী।

গুণের কি ধারি বাছা, গরিবের মেয়ে
কেন বাছা লজ্জা দাও বেশি গুণ গেয়ে?

লক্ষ্মী।

ঠিক কথা বোলে যাব বেশি কোরে নয়
খোষামুদি কোরে কথা মানুষে কি কয়?
সত্য বলি মিথ্যে বলি জানে নারায়ণ
হাতের আসান কিছু আছে কি এখন?
কি কোরেই বলি তুমি ব্যস্ত আছ ভারি
গোটা কত কথা আমি জেনে নিতে পারি?

ডাকিনী।

ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে অনাসেই পার
কথায় কথায় কাজ বেশি হয় আরো
এ হাত আসান পাবে ঠিকেনায় গেলে
এখন আসান নাই আরো ছুটো পেলে
কিন্তু যদি এরকম মেয়ে আমি পাই
যত কাজ থাক্, আমি সব ভুলে যাই।

লক্ষ্মী।

আজ কিন্তু পোড়ে গেছে ভয়ানক শীত।

ডাকিনী।

ওমাঃ ওকথা কি মুখে আনা নারীর উচিৎ ?

লক্ষ্মী।

কেন ? তবে ওতে কিছু দোষ আছে না কি ?

ডাকিনী।

তা না হ'লে ওতে আমি অত লক্ষ্য রাখি ?

লক্ষ্মী।

ভাল যদি বলে কেউ গ্রীষ্ম অতিশয় ?

ডাকিনী।

তাতেও বিশেষ দোষ কম কেউ নয়

লক্ষ্মী।

এ যে তবে কোনো কথা মুখে আনা দায়

ডাকিনী।

সহজে কি থাকে বাছা সংসার বজায়?

ক্রমশঃ।

প্রলাপ।

১

শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে যারা
মনে মনে দিবানিশি বলে তারা তারা
তারাই নিস্তার পায় ভব পারাবারে
নতুবা ডাকের কথা ব্রহ্মা বিষ্ণু হারে।

২

মিথ্যা আহার মিথ্যা বিহার
ঢের কোরেছ ; মেটেনা কি আর ?
দিন কতক কাল ঠিকে চলো
এ দিকেও যে হয়ে এলো
কিন্তু এম্নি বিধির কল
তিলেক পুন্যের তালেক ফল
সোমৃজে চোলো ডাকের কথা
উল্টে যাবে যমের খাতা।

৩

অন্ন বিন্সে যত কিছু সব মিথ্যা হার
যত বেশি খাই তত মরি বেশি বার
যাহারা অপর গুলি যত কম খায়
তাহারা মরিয়া তত অল্প বার যায়
যাহারা অপর গুলি নাহি খায় মোটে
তারাই অবনি তলে যত মজা লোটে।

বোসে দ্যাখে পূর্ব্ব কেলে ঋষিদের মত
খোসে খোসে পড়ে কত সূর্য্য শত শত
যদি বল এ কথা কি কোলি কালে চলে ?
দেখো না যা বঙ্গবাসী বিজ্ঞাপনে বলে ¿ *

৪

নিজে আমি বঙ্গবাসী বাঙ্গালির ছেলে
বাংলা খাই বাংলা পরি চলি বাংলা চেলে
বাঙ্গালা ভাষায় রাখি বিশেষ খাতির
দ্যাখোনা দৌউড় কত বাঙ্গালা ছাতির
বঙ্গবাসী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিছি
বঙ্গভূমি কার্য্যালয়ে ছাপায়ে এনেছি
বঙ্গবন্ধু কাগজেরো আলোচ্য হয়েছি
আবার বাচা বাচা বাঙ্গালিও গ্রাহক পেয়েছি।

৫

এত বঙ্গ একত্রেতে মিশেছে যখন
দেখ দেখি কোলিকাল থাকে কতক্ষণ ?
কথায় কথায় দিব দু'দিনে তাড়িয়ে
আর গ্রাহকগণের দিব বয়স বাড়িয়ে
তা হোলেই সত্যকাল হবে সূত্রপাত
সাধে কি দিয়েছি কালি কলমেতে হাত ?
যদি বল তুমি কেন অত অহঙ্কারি ?
নতুবা কোলিকে আমি তাড়াতে কি পারি ¿

* অর্থাৎ সত্য কালের সূত্রপাত।

৬

তিনিও যেমন এক বড় বুনো ওল
আমিও তেঁতুল বাগা, মিটে গেল গোল
আমি যে হৃদয়ে ধরি কত অহঙ্কার
পর খণ্ডে বোলে যাব গোটা কত তার
তা' বোলে গর্ব্বিত নই গ্রাহকের কাছে
লক্ষ্য খালি যাতে তাঁরা বেশি দিন বাঁচে
তবে আমি গর্ব্ব করি তাহাদের কাছে
যাঁহারা ভাবেন আমি মোরে গেলে বাঁচে।

৭

কি কোরে বাঁচিতে হয় তাকি কেউ জানে ?
পৃথিবীর লোক মাত্রে মত্ত ধনে মানে,
কিশে হ'বে ধন মান কিশে হ'বে যশ
ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ইন্দ্রিয় অবশ
ছেলে পিলে একে তাকে ডাকাডাকি করে
আর বদ্যি এসে বোলে গ্যালো "আড়াই প্রহরে"।

৮

আসিয়া ছিলেন কিছু ত্রৈকালজ্ঞ স্বামী
উপস্থিত কালে খালি যা জানি তা আমি
যদি বল (রাধে কৃষ্ণ) এ কথা কি মানি ?
বোলে যাই বুঝে দেখ জানি কি না জানি।

৯

তবু যদি বল অত অহংকারে বলে ?
ব্যবসা কে'দেছি যে গো', না হোলে কি চলে ?
মন বুদ্ধি অহংকার ইত্যাদি শরীর
কিছুই আমার নয় সকলি হরির
যখন যে দিকে যাকে চালা প্রয়োজন
নিজ ইচ্ছা মতে তিনি চালান তখন।
তাতে কি আমার কিছু দোষস্পর্শ হয়
যে বলে বলুন আমি, আমি আমি নয়।

১০

তা' বোলে কি আমি আর হয়ে গেছি হরি
তিনি যেটী লিখে দেন মুখে ব্যক্ত করি
এতে যে যা বলে তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই
দিতে বলি দিয়ে থাকি হরির দোহাই।

১১

বিধাতার কার্য্যগুলি হোচ্চে খালি কলে
আমার মতন যারা, আমি কোচ্চি বলে
নরের মতন কিন্তু আছে যত নর
কদাচই নন তাঁরা অত আমি পর।

এখন আশল কথাটা বলি।

১২

গম যব চনকাদি ছ'সয়েক রয়
আলু মালু ছ'মাসের অতিরিক্ত নয়
নারিকেল থাকে বড় মাস দুই তিন
বেগুন পটোল বিম,দু' আড়াই দিন

চারি পাঁচ দিন থাকে কাঁচা পাকা কলা
শাক সব্জি মেরে কেটে এবেলা ওবেলা
মাচ মাংস পোচে যায় কথায় কথায়
ধান্যের বিনাশ নাই চারিযুগে প্রায়
খাদ্যের মধ্যেতে অন্ন শ্রেষ্ঠ বলি তাই
অন্নের মতন সার কিছুতেই নাই।

১৩

"তার মত হয় লোক যুক্তি শোনে যায়
সেই মত আয়ু, যার, যেমন আহার"
অল্প জীবী দ্রব্য খেলে অল্প দিন রই
দীর্ঘজীবী খেলে পরে দীর্ঘজীবী হই
বিশেষতঃ কোলিকালে অন্নগত প্রাণ
ধন্য বলি তাঁকে, যিনি, খালি অন্ন খান।

১৪

শুনেছতো পণ্ডিতেরা অনুমান করে
শরীর বদলে যায় দ্বাদশ ব'সরে
বদলে বদলে কারো ভাল হ'য়ে যায়
কারো কারো মন্দ হয় যে যেমন খায়।

১৫

ভাল হয়ে হয়ে কারো এত ভাল হয়
ভবিষ্যতে উড়ে যায় মরণের ভয়
অর্থাৎ তাহার সব উড়ে যায় রোগ
হেসে খেলে বোলে কয়ে চির সুখ ভোগ।

১৬

মন্দ হয়ে হয়ে কারো এত মন্দ হয়
ভবিষ্যতে বাড়ে খালি মরণের ভয়
অর্থাৎ তাহার খালি বাড়ে যত রোগ
কেঁদে কেটে শুয়ে করে চির দুঃখ ভোগ।

১৭

ভাল হ'লে ক্রমে তার বুদ্ধি বল বাড়ে
ওদিকেও ক্রমে ক্রমে মায়াপাশ ছাড়ে
মায়াপাশ ছেড়ে গেলে মুক্ত হয় বেঁচে
বিধাতা চলেন তার আগে নেচে নেচে।

১৮

মন্দ হ'লে ক্রমে তার কমে বুদ্ধি বল
ওদিকেও কোশে ধরে মায়ার শৃঙ্খল
মায়াতে হইলে বদ্ধ মুক্ত হয় মোরে
বিধাতা চলেন তার কাচা খোয়ে খোয়ে।

১৯

প্রকৃত বিহার হোলে আত্মাতে রমন
যাহাতে নরের ঘোঁচে পুনরাগমন
অর্থাৎ যাহাতে আমি শান্তি সুখ পাই
কিছুতে পাড়েনা কম বা নিৰ্বাণ যাই।

২০

তাহার নিচের ধরি পুত্র উৎপাদন
যাহাতে নির্ম্মল হয় মানবের মন
অর্থাৎ যাহাতে হয় শান্তির সঞ্চার
কমি বেশি হয় যত খাদ্যের বিচার।

২১

তাহার নিচের ধরি অর্থ উপার্জ্জন
যাহাতে নরের ঘোঁচে অকাল মরণ
অর্থাৎ তাহাতে সুখ ইহকালে পায়
খাদ্যের বিচার, তাই থাকে, তাই যায়।

২২

ইহা ছাড়া যত আছে অন্যান্য বিহার
তাহার কলাই করে নরকের দ্বার
হেসে খেলে যাও এল গন্ধ নাই মোটে
মল মূত্র চন্দনের তুল্য হ'য়ে উঠে।

২৩

ভিন্ন করে নাসিকার আঘ্রাণ প্রণালি
চন্দন ছিটায়ে গায়ে দেয় গালাগালি
মিথ্যা বিহারের মধ্যে ধরি তাকে তাই
ছেড়ে দাও ভজনাতে প্রয়োজন নাই।

২৪

উক্ত তিন বিহারের যে যা পায় কর
নতুবা ডাকের মত পুনঃ পুনঃ মর
যদি বল তবে তুমি জানিলে কি ক'রে ?
বহু কষ্টে জানা গেছে ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

২৫

পৃথিবীটে বড় কিছু ছোট খাট নয়
সিখানা করিতে প্রায় হেয়ে যেতে হয়
এতে যদি ইচ্ছা কর প্রতিপত্তি লাভ
অবশ্যই করা চাই নির্ম্মল স্বভাব।

২৬

নির্ম্মল স্বভাবে চাই মন পরিস্কার
মন পরিস্কারে চাই খাদ্যের বিচার
খাদ্যের বিচারে চাই নিজের বিশ্বাস
যুক্তি নিলে হ'য়া তার মৎস্য দেশে বাস।

২৭

ছেলেদিগে শিক্ষা দাও বেচে কুচে খেতে
যুবাদিগে শিক্ষা দাও বেচে কুচে শুতে
প্রৌঢ়দিগে বেচে কুচে উপসনা কোর্ত্তে
বৃদ্ধদিগে শিক্ষা দাও বেচে কুঁচে মোর্ত্তে।

২৮

বেচে কুচে খেলে পরে স্বল্প গুণ বাড়ে
দিনে দিনে শান্তি সুখ বেঁধে হাড়ে হাড়ে
বেচে কুচ শুলে হয় ব্রহ্মবির্য্য নাশ
ভবিষ্যতে শান্তি সুখ সন্তানে প্রকাশ।

২৯

বেচে কুচে উপাসনা করে যেই জন
তাহার সংসার নয়, শান্তি নিকেতন
বেচে কুচে খোলে পরে ভয়ে মৃত্যু হয় না
পুনঃরপি জন্ম নিলে মৃত্যু ভয় রয় না।

৩০

কিন্তু যারা নিজে নিজে চলে বুঝে সুজে
তাঁদিকে প্রণাম ডাক্ করে খুঁজে খুজে
তবে যারা কটী কাজ কোর্ত্তে হয় করে
ডাকের এসব যুক্তি তাহাদের তরে।

৩১

বেচে কুচে খেতে হয় দ্বাদশ ব'সর
তা বই বিচার নাই জোয়ে গেলে পর
শুতে হয় বেচে তার অর্দ্ধেক প্রমাণ
তা বই বিচার নাই জন্মিলে সন্তান। (১)

৩২

বেচে কুচে উপাসনা তিন বর্ষ চাই
তা বই ডাকের কথা উপাসনা নাই (২)
বেচে কুচে খোর্ত্তে হয় জীবনে নিঃশেষ
তা বই ডাকের কথা মরণের শেষ।

(১) খণ্ডান্তরে প্রকাশ হইবে।
(২) খণ্ডান্তরে প্রকাশ।

৩৩

খা'য়া বলি স্বত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি যাতে পায়
শো'য়া বলি যাতে সৎ-সন্তান জন্মায়
উপাসনা বলি যাতে ভেদ জ্ঞান যায়
মরা বোলে ধরি যাতে হরিতে মিশায়।

৩৪

স্বত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধি হ'লে শক্ত হয় হাড়
ভিতরে চৈতন্য থাকে বাহিরে অশাড়
সৎ-পুত্র বংশে হোলে মুক্ত তিন কুল
ধরণীকে কোরে তোলে চন্দ্র সমতুল।

৩৫

ভেদ জ্ঞান না থাকিলে নর নারায়ণ
সহজে অপরে করে ব্রহ্ম-পরায়ণ
সাহসে মরণ হোলে নারায়ণ বাধ্য
নারায়ণ বাধ্য হোলে অসাধন সাধ্য।

৩৬

সরু ধারে বারি যদি ধিকি ধিকি বয়
যেমন পাশান হোক তবু কিছু ক্ষয়
মনে যদি হরি কথা ধিকি ধিকি চলে
হাজার কঠিন হোক্ তবু কিছু গলে।

রহস্য।

(ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিতের পর)

আর তোমার মতন যদি কাছে বোসে শোনে
ছালে পাতে পেকে গিয়ে নাচে মনে মনে
তবে যার মনে মনে থাকে কিছু পাপ
তোমার মতন ব'কে বিকেরে প্রলাপ
কিন্তু আমি ও বিষয় শক্তি ধরি এত
তাকেও পাকাতে পারি কাঁটালের মত।

নারী বুদ্ধি শুন তবে গোটা কত বলি
মোটে মাটে বলি তবু খুলিব না খলি
এঁটো খায় পাতা লয় ঝাঁটা দেয় ঘরে
ওজে বাজে মায়ে ঝিয়ে গণ্ডগোল করে
এই কটা কাজে যত বুদ্ধি প্রয়োজন
তাই দিয়ে বিধাতার স্ত্রীজাতি সৃজন
এতে কি ওসব কথা পরিপাক পায়
লাভে হ'তে কথা ভুল মাটী হ'য়ে যায়।

ঠাকুর দিদি।

তুমি কি জানিবে নারী কত গুণবতী
নারীরূপা পৃথিবীতে লক্ষ্মী সরস্বতী
আরো কত গুণ ধরে বোঝে তার কত
সহগুণে এরা ঠিক ধরণীর মত।

আরো জেনো নারী জাতি এরূপ সরল
উপমা বলিতে গেলে কোথা লাগে জল
নারীজাতি এরকম কোমল হৃদয়
দেখিলে পরের ক্লেশ কেঁদে খুন হয়
তোমার কথায় খালি যাবে নাকো মান
বাজারে প্রচার নারী শক্তি মূর্ত্তিমান।

ডাক্।

রমণীর যত গুণ জানি তা বেবাক
আরো বেশি হোতো যদি না থাকিত নাক্
বার হাত শাড়িখানা যদি কেহ পরে
ঈষৎ বাতাস দিলে কেঁদে কেটে মরে
সরল স্বভাব বোলে বোঝা যায় তাই
ওরকম সরলতা পুরুষের নাই

উপমাটী দেহ ভাল "লক্ষ্মী-সরস্বতী"
তার কথা বলি শুন যেমন শকতি
লক্ষ্মী তো দেখিতে পাই যেরূপ চঞ্চল
গৃহেএলে পদে পদে ঘটে অমঙ্গল
নিয়ত তাঁহাকে লয়ে থাকিলেই হয়
হাতে প্রাণ থাকে যেন তস্করের ভয়
কখন কোথায় যান ঠিক নাই তার
লোহার কপাট দাও থোরে রাখা ভার
আচারে বিচারে যদি তিল পান খুঁটে
কথাবার্ত্তা নাই আর যায় টেনে ছুটে

ওটা কি বিশেষ কোনো গুণ মধ্যে ধরি
অনাচারে থাকে যদি তবে মান্য করি।

সরস্বতী যে রকম কুটিল স্বভাব
প্রশংসার কথা তাতে মোটেই অভাব
জীবন ক্ষেপন যদি কর তাঁর পায়
সামান্য কথায় তাঁর মর্ম্ম বোঝা দায়
প্যাঁচে প্যাঁচে কত কথা আছে তার পেটে
বেউড় বাঁসের মত বাঁকা গেঁটে গেঁটে
কদাচ কাহারো প্রতি যদি হয় দয়া
একাকার হয় তার মক্কা কাশি গয়া
জাত্ কুলশীল আদি উড়ে যায় সব

এতে কি করিতে পারি গুণের গৌরব ?
দয়া হোলে যদি ঐ সব গুলি থাকে
ডাকের বচন তবে মান্য করি তাঁকে
তোমাদের জাতি বোলে তাই মানো তায়
কাকেতে কাকের মাস কখনো কি খায় ?

আরো বলি।

বাল্যকালে ভাষা বেটী কৈয়ে নানা ছলে
যৌবনেতে উড়ো ছলে নানা কথা বলে
প্রৌঢ়কালে ডুবো বলি কিম্বা বলি গুপ্ত
বৃদ্ধকালে ক্ষ্যাপ্ত কভু কভু প্রায় লুপ্ত।

ক্রমশঃ—

বন্দনা।

ভৈরবচরণ কোথা ? মাতৃ কুল রত্ন
তোমা সম কেবা জানে ভাগিনের যত্ন
কত কি কাজেতে আগে দিয়েছ প্রশ্রয়
এখন লইব আর কার পদাশ্রয় ?
সে কৃপা কটাক্ষ কই দেখিবারে পাই
করুণাময়ীর ভাই, করুণা কি নাই ?

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথা বার্ত্তা।

ডাক্

মা আমি করিব আর, কত ডাকা ডাকি
কত আসি যাই আর, কত কাল থাকি ?
ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে, ধোরে গেছে গলা
এসে গিয়ে এসে গিয়ে, গেছে পার তলা
থেকে থেকে থেকে দেহে ধোরে গেছে উই
শক্তি নাই উঠি বসি, নড়ি চড়ি শুই
আরো কি ডাকিতে পারি, গলা ভাঙ্গা স্বরে ?
না যাইতেই পারি আর, অত বেশি দূরে ?
না আসিতেই পারি আর, অত ঘুরে ঘুরে ?
না থাকিতেই পারি এই, পাপ মর্ত্ত্যপুরে ?
আরো কত ভোগা ভোগ, বাকি আছে দেবী
আরো কত কাল আমি, ভুত প্রেত সেবি ?
করুণার লেশ মাত্র, হৃদয়ে কি নাই ?
কি হবে তাহোলে দিয়ে, নামের দোহাই
গর্ব্ভে লয়ে কষ্ট দাও, নানা ছলে কলে
তোমাকে করুণা ময়ী, কোন্ মুখে বলে ?

ঠেকে গেছি মিছি মিছি, ফাঁকা গ্রন্থ দেখে
কে জানে পণ্ডিত গুল, ঘুষ খেয়ে লেখে?
কে জানে যে তন্ত্র বেদ, অলীক কেতাব
কে জানে তোমার ওটা বাজারে খেতাব
করুণাময়ী কি নাম, দিতাম তা হোলে?
এবারে ছাপিয়ে দিব, দারুময়ী বোলে
কদাচই বলিব না, ধাতু বা পাষাণ
কারণ! অগ্নি যোগে তা হোলেও, মিলিবে নিশান
দারুময়ী হোলে আর, সে আশাও নাই
অগ্নি যোগে উড়ে যাবে, পুড়ে হয়ে ছাই

মাতার উত্তর।

আমাকে ওড়ানা বড়, সোজা কথা নয়
দেখ বাছা পার যদি, পারিলে ভো হয়
তবে উড়ে যাব বটে, প্রলয়ের কালে
এখন ওড়াতে গেলে পোড়ে যাবে জালে
ভারি কড়া কড় বাছা ক্রিমিন্যাল য্যাক্ট
সেটা কোরে কাজ নাই, বলি শুন ফ্যাক্ট
ডাকিবার প্রয়োজন, বেশি নাই আর
কিছুমাত্র প্রয়োজন, নাই যাইবার
কাজেই ঘুচিয়া গেল, পথ আসিবার
প্রয়োজন আছে কিন্তু, বেশি থাকিবার

তবে যদি গায়ে ফায়ে, ধোরে থাকে উই
এমনা সে গুলি আমি, নিজ হাতে ধুই
তা হলেই ঘু'চে যাবে, যত কিছু ক্লেশ
নড় চড় এস যাও এদেশ ও দেশ
কিন্তু বাছা কিছু দিন, ডাকা ডাকি চাই
মা মা বোলে যত দিন, না ডকে সবাই
যদি বল হরি হরি বলাটা কি দোষ ?
দোষ নয়, তাতে আমি, বিশেষ সন্তোষ ;
তবে যারা হরি বোলে, না চিনিল মায়
কি হিসাবে তারা বল', মুক্তিপদ চায় ?
আর কি কোরেই তাহাদিগে, দিই আমি মুক্তি ?
কে না জানে পৃথিবীতে, মুক্তি দাতা শক্তি
হরি বোলে হরি হয়, শুনেছ তো কানে ?
হরি যারা হয় তারা, মাতাকেই জানে
মাতা না থাকিলে, হরি, চিনিত কি কেহ (১)
কোথা যেতো উড়ে পুড়ে নিরাকার দেহ
তাতেই শেখাতে বলি, মা মা মা মা রব
আমারো গৌরব তাতে তোমারো গৌরব

(১) মায়া আবির্ভাব না হইলে সৃষ্টিই হইত না, সৃষ্টি না হইলে কি কোরেই বা হরি জগতে প্রকাশ হইতেন ? এমন যে মায়া বা মা তাঁহার গৌরব রক্ষা করা আগেকার কর্ম নয় কি ?

আমি যদি মনে করি, কিনা আমি পারি
আমার কাছেতে বল, কোন কার্য্য ভারি?
বাল্মীকি আমার ছিল, উই ধরা ছেলে
আমিই দিয়েছি তার, কুটী মাটী ফেলে
সর্ব্ব লোকে গতি বিধি, হোলো তার তাই
এখনো হোতেছে, হবে, ক্ষয় ব্যয় নাই
তোমাকেও রেখে দিব, একাল সেকাল
প্রয়োজন নাই আর, অত গোল মাল
তুমিও হয়েছ ক্লান্ত, গিয়ে গিয়ে গিয়ে
কিছু দিন থাক বাছা, ছেলে পিলে নিয়ে
সবাকেই শিক্ষা দাও যুক্তি জান যত
কেহ যেন হাটা হাঁটী, নাহি করে অত
অর্থাৎ যে গেছে সে থাক, আর নাহি যেন আসে
যে আছে সে বদ্ধ যেন, নাহি হয় পাশে
গেছে যারা তারা যেন, না আসিতে চায়
আছে যারা তারা যেন যাইতে না পায়
যদিও বা যায়, যাবে, শত কুড়ি পরে
অথচ ইচ্ছুক হবে, নির্ব্বানের তরে
তা হোলেই হয়ে যাবে, সত্যের সঞ্চার
সাধ্য কি যে কোলিকাল, থাকে হেথা আর
ডাকের বচন মাগো, থেকো পৃষ্টবল
যুটাইয়া দাও এক দোশর কেবল।

নারায়ণের সহিত ডাকের কথা বার্ত্তা।

ডাক্

মনে করি করি এক হয়ে পড়ে আর
তোমারি কৌশলে চলে জগৎ সংসার
বোঝা গেছে জগতের আমি কেউ নই
তোমারি কৌশলে আমি আমি আমি কই
মনে করি দিয়ে চলি তোমার দোহাই
আমিই বেরিয়ে পড়ে তুমি যেন নাই
তুমি যদি না করিতে অহংকার সৃষ্টি
সকলে বলিত আমি অসুর সমষ্টি
অহংকারে বলি আমি যা করি তা হয়
বিচারে তো আমি কোনো অপরাধি নয় ?
তবু কেন মনে হয় অপরাধি বোলে
যত বলি ভেবে চলি তত পড়ি গোলে
কে বলে তোমার হরি দয়াময় নাম
তোমাকে প্রণাম তব সৃষ্টিকে প্রণাম ।

নারায়ণের উত্তর ।

আমারি কৌশলে বটে মিথ্যা কথা নয়
অনেক ফিকিরে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়
ভেবে চিন্তে কোর্ত্তে যদি হোতো অহংকার
তা হলে কি আমা হোতে সৃষ্টি হোতো তার ?

অনিচ্ছায় হয়ে গেছে ইচ্ছা মাত্র নাই
বিধির বিপাক বলে যথার্থ ভাই
অহংকারে করে মম যত অপচয়
তোমার হিসাবে তার কথা মাত্র নয়
তবে নাকি না করিলে সৃষ্টি হ'য়া ভার
দায়ে পোড়ে হয়ে গেছে সৃষ্টি অহংকার
অদৃষ্টের ভোগা ভোগ খণ্ডিবার নয়
তা না হোলে এত কথা কেবা কার সয়
যা ইচ্ছা বল বাপু যত আসে মনে
দায়ে পোড়ে করে যারা দায়ে পোড়ে শোনে

অনিচ্ছায় করি আর ইচ্ছাতেই করি
সৃষ্টিতে আমার লেশা আছে বরাবরি
নানাবিধ সৃষ্টি কোরে পশু পক্ষী নর
কর্তৃত্ব করিব নিজে সবার উপর
আমার হুকুম মতে সকলেই চোদে
আর আমার মাহাত্ম্য কথা যাকে তাঁকে বোদে
কোথা থেকে তার মধ্যে অহংকার ঢুকে
আমি আমি কোরে সবে ফেরে তাল ঠুকে
এটা কি আমার কম আক্ষেপ অন্তরে ?
যে চোশে কুড়ে নিজে মরি লুটে খায় পরে ?
তা বলে কি আমি কারে পর বোলে ধরি ?
কথায় বেরিয়ে পড়ে, এত জ্বোলে মরি ;

কিছু মাত্র অপরাধি তুমি নও ধন
যথার্থ বোলোছ তুমি আমিই কারণ
কেন তুমি মনে কর আমি কেউ নই
যে তুমি সে আমি যাদু এত ক্ষণে কই
যদি বল তবে কেন উল্‌টে যায় কর্ম্ম ?
সত্য মিথ্যা মিথ্যা সত্য ব্যবসার ধর্ম্ম ৷
যা হয়েছে তা হয়েছে আর হবেনা ভুলে
ডাকে কথা গের বেঁধে রেখে দাও তুলে।

বাঁচিবার কথা।

রামভদ্দর

জান কি গা খুড় তুমি কেন লোক মরে ?

ডাক্

অবশ্যই মোরে যাবে বুড় হোলে পরে

রামভদ্দর

বুড়র কথা কি আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ?
আমার জিজ্ঞাসা, কেন যুব মোরে যায়

ডাক্

তত্ত্ব জ্ঞানি হইবার ইচ্ছা বলো তবে ?

রামভদ্দর

তুমি যদি দয়া কর তা হলেই হবে

ডাক্

আমি তো দয়ালু বোলে ঢ্যাড়া পিটে দিছি
দয়া কোরে শেখ' যদি, তা হলেই বাঁচি

রামভদ্দর

আমিও তো ব্যস্ত আছি শিখিবার তরে

ডাক্

শুন তবে বলি, কেন যুবা কালে মরে।

আহারে দোষে আগে পোচে যার ভুঁড়ি
তা বই কাজেই খোঁজে পটলের ঝুড়ি

রামভদ্দর

তার তো লক্ষণ কই কিছু দেখা যায় না?
আর এমন' মানুষ আছে অতিরিক্ত খায় না
এ দিকেও দেখি বেশ কাজ কর্ম্ম কোচ্চে
ও দিকেও দেখি খালি টপাটপ মোচ্চে
কি কোরে তাদের ভুঁড়ি পোচে গেল কবে
এ কথা কাহার' মনে বিশ্বাস কি হবে?

ডাক্

লক্ষণ দেখিয়া তুমি কি বুঝিবে তার?
পেটের ভিতরে ভুঁড়ি, চোখে দেখা ভার
ঘড়ির ইস্প্রিঙ্গে যদি মলা টলা ধরে
ফাঁকে থেকে কার সাধ্য অনুভব করে?
কাঁটা ফাঁটা ঠিক আছে যা যেখানে চাই
ঘুরে ফিরে এসে দেখ টুম্ টাম নাই

এও তুমি তাই ধর ঠিক যেন ঘড়ি
যতক্ষণ ভুঁড়ি থাকে ততক্ষণ নড়ি
সেই ভুঁড়ি পোচে যায় আহারের দোষে
আহারের গুণ তাই এত ডাক ঘোষে
আর অতিরিক্ত খাদ্য যদি নারী কেহ খায়
খাদ্য বিশেষেতে ভুঁড়ি অল্পে পচে যায়
ভুঁড়িটী বাঁচিয়ে যদি আহারাদি করে
তা হোলে কি কভু কেহ যৌবনেতে মরে ?

রামভদ্দর

তবে বলো কোন্ খাদ্যে ভুঁড়ি তাজা রয় ?

ডাক্

সব খাদ্যে রয়, খালি মাচ মাংসে নয়

রামভদ্দর

একথা কি প্রাণে লাগে ? কদাচই নয়
বরঞ্চ ভুঁড়ির ওতে বেশি বল হয়
তবে মেলাতে যদ্যাপি পার' যুক্তির প্রমাণে
বুঝে শুজে দেখা যায়, লাগে কি না প্রাণে

ডাক্

ভুঁড়িটী সৃজন কিসে তাতো তুমি জান ?

রামভদ্দর

মাংসেতে সৃজন ভুঁড়ি, জানিব না কেন ?

ডাক্

তবে তুমি শুনে যাও যুক্তি বলি তায়
কেন না পচিবে ভুঁড়ি মাংস খাদ্য যায়

পাথরেতে যাঁতা হয় সকলেই জানে
কলাই ভাঙ্গিবে বোলে যাঁতা কিনে আনে
যাঁতাতে যদ্যাপি ভাঙ্গ পাথুরে কলাই
যাঁতা ও বিগুড়ে যাবে খেয়ে যাবে নাই

কিন্তু প্রকৃত কলাই তুমি ভাঙ্গ যদি তায়
দেখ দেখি কত দিনে কত ক্ষয় যায় ?
অবশ্য থাকিবে তাতে বহুকাল ধার
জ্ঞাতিকে শপিলে শীর প্রাণে বাঁচা ভার

আর সামান্য লোকের হাতে সঁপো যদি প্রাণ
নিজ প্রাণ দিয়ে করে প্রাণের কুলান
কলাই ফলাই তুমি ভাঙ্গ যত পারো
বরঞ্চ তাহাতে ধার বেশি হবে আরো

মাংসের ভুঁড়িতে যদি কর মাংসাহার
ভুঁড়ি ও বিগুড়ে যাবে ঠিক সে প্রকার
মাংসেতে মাংসেতে জ্ঞাতি কেনা বল্যে জানে
ঠোকা ঠুকি হোয়ে মরে দুজনেই প্রাণে

আর সাদা মাটা খায় যদি শাক ডাল ভাত
অনেকে এড়িয়ে যায় সমনের হাত
তাহাতে ভুঁড়ির ধার এত বৃদ্ধি পায়
সম্মুখে এগিয়ে যেতে শমন ডরায়

দেখেছ তো মাংস খেলে আগে লাগে দাঁতে
যেয়াদা অনিষ্ট আরো করে গিয়ে আঁতে
অত শক্ত যন্ত্র দাঁত, তাকে যে টলায়
ভুঁড়িকে পচাতে তার কত ক্ষণ যায় ?

কাজেই ভুঁড়ির যায় হজম ক্ষমতা
কলাই ভাঙ্গেনা যেন, তেল পারা যাঁতা
তবে যাঁতাকে কাটাতে পারো কারিকর খোরে
ভুঁড়িকে কাটাতে হয়, শ্মশানে বা গোরে

কাটারি কুঠার আদি অস্ত্র আছে যত
সকলেরি ধার কিন্তু, ইস্পাতে নির্ম্মিত
যাতে তুমি লোহা কাটো পড়িবেনা ধার
ইস্পাতে ছোঁয়ালে কিন্তু ভেঙ্গে চুর মার

ফল কথা ধারে যত কড়া দ্রব্য কাটি
কেনা জানে পৃথিবীতে তত ধার মাটী
মাংসের ভুঁড়িতে যদি মাচ (১) মাংস খায়
ভুঁড়ির হজম শক্তি অবশ্যই যায়

খাদ্যের ভিতরে প্রাণ সকলেই জানে
খাদ্যের অভাবে বলো কিশে বাচে প্রাণ
ভুঁড়ি যদি পোচে গেল, কে খাইবে আর ?
কাজেই মরণ বই গতি নাই আর

গৃহির যদ্যাপি থাকে নিত্য নিত্য আয় ?
তা হোলে কি সে সংসার টুটে কভু যায়
আয় নাহি ব্যয় আছে দুদিনে ফতুর
এও ঠিক তাই, হ'ন যতই চতুর

আরো কথা আছে।
ইতর প্রানির সৃষ্টি মরিবার তরে
কাজেই মরিয়া যায় কিছু দিন পরে
তবে বংশ বৃদ্ধি যত কম তত মরে কালে
বেশি হোলে আকালেতে অপরের গালে

(১) মাচও তো এক প্রকার মাংস।

তা মরিবার তরে যারা এসেছে এখানে
তাকে খেলে, কি হিসাবে বাঁচি বলো প্রাণে
দয়া ধর্ম্ম বলে লোক তাই তার কই ?
ধর্ম্মাভাবে কি হিসাবে দীর্ঘ জিবী হই

অল্প অপরাধ হোলে কারাদণ্ড সাজা
অতিরিক্ত হোলে তবে ফাঁসি দেন রাজা
অল্প সল্প পাপ হোলে পীড়া ভোগ করি
অতিরিক্ত হোলে পরে তবে প্রাণে মরি

ভিটে ছেড়ে মোরে যেতে ইচ্ছা কেবা করে
দায়ে পোড়ে ছাড়ে, যাকে তুলে দেয় পরে
মোরে যেতে ইচ্ছা বলো কবে থাকে কার
দায়ে পোড়ে মরে, ভুঁড়ি ভাল নহে যার

মরাটাকি সাধারন কষ্টের বিষয় ?
যাতনার শেষ হোলে তবে মৃত্যু হয়
যে যাতনা যতক্ষণ সহ্য করা যায়
ততক্ষণ কোনো মতে মৃত্যু নাই তায়

যে মোরেছে সেই জানে মরা কাকে বলে
বেঁচে থেকে জানে "যারা নম্রভাবে চলে"
মৃত্যু কালে জানিবেক সেই অভাজন
পূর্ণ অহংকার যার আমার মতন

মোরে জানি ক্ষতি নাই বিশ্বাসি তখন
কোলে কোরে তুলে লন নিজে নারায়ণ
বেঁচে জানি আরো ভাল সদানন্দে থাকি
হরিকে টানিয়া লয়ে হৃদয়েতে রাখি

ডাকের প্রার্থনা এই সকল সময়
মরণের কালে যেন না জানিতে হয়
কিন্তু যদি ভুঁড়িটাকে নষ্ট কোরে যাই
অবশ্য জানিব, যত ¶ হরিগুণ গাই

আর এক কথা আছে
সর্ব্বদা যাহারা করে মৃত্যুকে স্মরণ
তারাই এড়াতে পারে অকাল মরণ
ও কথাটা মনে যারা আদতে না ভাবে
নিশ্চিত জানিবে তারা অকালেই যাবে

¶ এই চিহ্নিত শব্দগুলি জোরে উচ্চারণ করিতে হইবে।

ভুলেও যদ্যপি থাকে মৃত্যুর কথায়
যদিও অকালে মরে দীর্ঘ আয়ু পায়

রামভদ্দর

তাইতো ও কথাটা যে মনেই আসেনা
আর ও কথা ভাবিতে কেহ ভালও বাসেনা
ডিমের কথায় এক কেমন বাতাস
একে বারে কোলে ফ্যালে বিষয়ে উদাস

ডাক্

তবে তুমি ভাবো বলো মৃত্যুর বিষয় ?
তাতেই ঔদাস্য আসে সময় সময়

রামভদ্দর

চকিতের ন্যায় বঠে এসে পড়ে মনে
মনে করি ভাবি, কিন্তু মন কই শোনে

ডাক্

হেথাকার কথা লয়ে ব্যস্ত সদা যারা
সেথাকার কথা বলো কি ভাবিবে তারা ?

রামভদ্দর

না বাবু ও কথা বলো, কিশে বোঝা যাবে ?
দেখেছি মৃত্যুর কথা অনেকেই ভাবে
অথচ মরিয়া যায় অতি অল্প কালে
এ যে আমি পোড়ে গেনু আরো গোলমালে

ডাক্

কিছু গোলমাল নাই, কথা অতি শোজা
তবে খালি প্রয়োজন স্থির হয়ে বোঝা
অবশ্য হইবে ওতে দীর্ঘ আয়ু লাভ
যতই হউক তার কুটিল স্বভাব

তবে যে কাহারো আয়ু অল্পকাল হয়
তার খালি শোনা কথা জানা কথা নয়
যদি বলো শোনা কথা জানিলে কি কোরে?
তা হোলে যে কাজে কোর্ত্তো সেই কথা ধোরে?

মুখেতে বলেন বাবু, হিংসা ভারি দোষ
ভোজনের কালে দেখি কর্ক্কটে সন্তোষ
কর্ক্কটো না হয় যদি মাংস ও তো বটে
মাংস ও না হয় যদি, মাচেতে ও ঘটে।

কি কোরে মানিব এ:তে জানা কথা বোলে
অবশ্য ফলিত কাজে জানা কথা হোলে
দাঁড়ে বোসে রাধাকৃষ্ণ বলে শুক শারী
জানা কথা তাকে কভু বলিতে না পারি?

শুনেছে শিখেছে তাই মুখে বোলে যায়
কোথা গেছ রামকৃষ্ণ * হায়! হায়! হায়!
মুখেতে ঢোলের বোল অনেকেই জানে
জানা কথা বোলে তাকে কেবা বলো মানে?

তিন্ তা, ধিন ধিন্ তা মুখে বলা যায়
জানা বোলে মানি যদি আঙ্গুলে বাজায়
আমিও আবার কিছু বেশি বোলে যাই
আঙ্গুলে হবে না শুধু গীতে মেলা চাই।

কালে কালে সব কথা শোজা হয়ে আসে
বিশেষতঃ আরো সোজা সত্যের বাতাসে
প্রথমেতে কানে শুনে মুখে বলে পরে
তা বই আঙ্গুল এলে জানা বোলে ধরে।

তা বই সঙ্গতে যদি তালে তালে চলে
তবেই জানার মত জানা তাকে বলে
তেমি কোরে করে যারা মৃত্যুকে স্মরণ
অবশ্য এড়াবে তারা অকাল মরন।

(ক্রমশঃ)

---

* পরমহংস দেব।

অহংকারের কথা।

দাতারাম।

অষ্টম খণ্ডেতে তুমি বোলেছ সবারে
অহংকারের কথা বলিবে এবারে
তুমি যে হৃদয়ে ধর কত অহঙ্কার
বলো দেখি গোটা কত শোনা যাক্ তায়?

ডাক।

আমি তো বলিব বোলে ব্যস্ত হয়ে আছি
তাতে যদি প্রশ্ন কর. তা হোলে তো বাঁচি
অহঙ্কার চেপে রেখে ফেটে মোরে যাচ্চি
তাই যথা তথা নিজ মুখে নিজ গুণ গাচ্চি
বেরিয়ে যদ্যপি যায় দুএক অঞ্জলি
তা হোলে তো লোকালয়ে নম্র ভাবে চলি
তা হোলে তো ঘরে পরে খুব সুখ পাই
এযে ছাই কিছু নাই যে দিকেতে যাই
শুন তবে বোসে আমি করি অহঙ্কার
থামিতে না বলো যদি, থামিব না আর।

ডাকের অহঙ্কার।

ফের কোলিতে ডাক্ এসেছে, বিধাতার খেলা
দ্বারে দ্বারে, ফেরে মজ্জ, ফলের ফিরিওয়ালা
যে যা পার, কিনে রাখ, পথ খরচের তরে
খাও, চাকো বা শুঁকে দেখ, সুয়ানি গুণ করে

দাতারাম।

ওতে যে বিধাতার নাম রয়েছে

ডাক।

আচ্ছা তবে আর একটা বলি

এম্নি কথা ফেঁদে বোসেছি
আমি যেন সব দেখে এসেছি
তা নয়, খালি বায়ুর খ্যালা
মুখে আসে, তাই বোলে ফ্যালা
তবে একটী, কথা আছে
আমি যে বলি, সেটা মিছে।
যাঁর বায়ু, তাঁরই খ্যালা, তাঁর হুকুমেই চলে
নাম মাত্র, ডাকের জীব, নানা কথা বলে।

দাতারাম।

ওতেও যে তাঁর, অর্থাৎ প্রকারান্তরে বিধাতার নাম রয়েছে

ডাক্।

আচ্ছা তবে আর একটা বলি।

কেউ যোগী কেউ গৃহত্যাগি
কেবল একটী, কথার লাগি (১)
ডাকের জীবের, এম্নি পড়ন
সেই কথারই, ওড়ন পাড়ন

---

(১) অর্থাৎ আমি কে?

সাম্‌নে এস, শিখিয়ে দিব, সাপট কোরে বলি
কোলি কালে, জোম্মেছি, তাই কালের মত চলি
মনে করি, মনের কথা, মিশিয়ে রাখি মনে
কি জানি কে, বার কোরে দেন, আছে কোন্ খানে।

দাতারাম।

ওতেও যে কে অর্থাৎ প্রকারান্তরে বিধাতার নাম রয়েছে।

ডাক্।

আচ্ছা, তবে আর একটা বলি।

ভব সমুদ্র যিনি চিনেছেন
তিনি তো ডাকের মাথা কিনেছেন
যিনি আছেন মাঝামাঝি
ডাক্‌কে ধরুন নায়ের মাজি।

যিনি আছেন তলায় তলায়
ডাকের কথা গাথুন গলায়.
আর নেহাৎ যদি ডুবে থাকো
দিন কত কাল তন্ত্র দেখ।

দাতারাম।

হাঁ, বড় মন্দ নয়।

ডাক্।

তবে আর একটা বলি।

যুগে যুগে, ডাকের সৃজন, মুক্তি মাত্র দিতে
ফিরে ঘুরে ফের এসেছে, ডেকে লয়ে যেতে
যে যাবে সে পাছু লও, ঝুলি কাঁথা ফেলে
সকাল সকাল, পৌঁছে দিব, হিমেলে হিমেলে
তেতে পুড়ে, যেতে চাও, যেও তবে পরে
কোল্কি অবতার এলে, পাঠিয়ে দেবে ধোরে
না যাও তো, আমার কাছে, পাশ কাড়িয়ে নাও
পাশ দেখিয়ে, পাশে পাশে, যেতে যদি পাও
না নাও তো, অবশেষ ফুলবেনা কেঁদে
ঝুলি দেখ্লেই, ঝুলিয়ে দেবে, হাতে পায়ে বেঁধে

দাতারাম।

হাঃ মধ্যম রাশি গোচর।

ডাক্।

হুঁঃ তবে রোসো তো আর একটা বলি।

ধন নাই, জন নাই, নাই জ্ঞান গুণ
কথা দিতে নিতে ডাক্, বড়ই নিপুণ
অহংকার আছে মাত্র, ডাকের সম্বল
ডাকের এটা দেহ নয়, "টেলিগ্রাফ কল"
মর্ত্ত হোতে স্বর্গ লোকে, পেতে দিছি শিক
যার যে খুসি প্রশ্ন কর, জবাব পাবে ঠিক
উপস্থিতে, শুনে যদি, না হয় প্রত্যয়
মিলিয়ে নিও, দেখা গিয়ে, হয় কিম্বা নয়?

যদি বলো সকলে কি, স্বর্গে যেতে পারে ?
মন থাকে তো, আমি পারি, পাঠিয়ে দিতে তারে॥

তারে যায়, হাতি ঘোড়া, নৌকা ডিঙ্গি পাল্কি
ডাকের কথা, আত্মারাম, সরকারের ভেল্কি
নিরাকার, ধোরে এনে, স্বাকারেতে পোরে
স্বাকার উড়িয়ে দেয়, নিরাকার কোরে
উড়ে গেল, এলো ডিম, ক্ষণকাল পরে
বিধাতাকে লয়ে ডাক্, তেম্নি খেলা করে
কখনো উড়িয়ে দিয়ে, বলে কিছু নাই
কখনো দেখায় যেন, আছে সব ঠাই
কখনো বা বলে যেন, বিধাতাই নয়
কখনো বা বলে তিনি সবার উপর
যদি বলো হেন লোক, জগতে কি আছে ?
অসাধ্য সাধন হয়, আত্মারামের কাছে॥
এবারেতে রেখে যাব, যত অহংকার
লয়ে গিয়ে ঠোকে গেছি, কত শত বার
খালি গাড়ি না হোলে কি, ছুটে চলে গরু
পড়িলে ডাকের কথা, বুদ্ধি হয় সরু

কেমন হে বাবু, হয়েছে ?

দাতারাম।

আজ্ঞা হাঁঃ খুব হয়েছে আর না।

ডাক্।

তবে আর একটা ফাও দিই।

সুস্থ শরীর করে ব্যস্ত
ডাক্ একটী কাঙ্গাল মস্ত
মুখটী বটে হাসি হাসি
কথা গুলি সব লাক পাঁচাসি
হোক্ তাতে ক্ষতি নাই
ঘর কোর্ত্তে সবই চাই
পায়খানাতে গন্ধ আছে
তা বোলে কে বুজিয়ে দেছে ?
কোষ্ঠ শুদ্ধি অগ্রে চাই
তবে দেহে সুখ পাই
ভেদ্নি ধারা, ডাকের কথায়, ঘুচিয়ে মনের মল
যে সে শাস্ত্রে, দেবে হাত, ছ'ষা ছটী ফল
আজ আর নয়।

কামের কথা।

যাহার শরীরে যত, বেশি ভাগ কাম
তাঁর দ্বারা ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম ¶ যায় নাম
তাতেই দেবের মধ্যে শঙ্কর প্রধান
জানতো ? বাবুর কত, ওদিকেতে টান ?

ব্রহ্মাও নেহাৎ কিছু, কম্ পাত্র নন
শুনেছ তো ? যে কারণে, চতুর আনন
বিষ্ণুকেই বলো তুমি ফ্যালা যায় কই
তবে কিনা, তাঁর নাই অত হই চই।

ছলে বলে কৌশলেতে, সব কার্য্যে জয়
ওঁদের মতন অত, বালা ভোলা নয়
না' হোক্, তথাপি ফলে, কম্ নন কেহ
তিনে এক একে তিন ভেদ মাত্র দেহ।

যাহী হোক্ সব দোষ, ঢেকে যায় গুণে
বিচার করুন সবে, গুণ ব্যাখ্যা শুনে
দোষে গুণে সকলেরি শরীর ধারণ
গুণ বৃদ্ধি চাই দোষ লাঘব কারণ।

¶ এই চিহ্নিত শব্দগুলি জোরে উচ্চারণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মার রচিত বেদ ব্রাহ্মণের প্রাণ
বিষ্ণুর পুরাণে ক্ষত্রি, বৈশ্যে মুক্তি পান
যক্ষ রক্ষ দানবাদি শুদ্র জাতি যারা
শিব প্রোক্ত তন্ত্র মতে, মুক্তি পান তাঁরা।

আবার তন্ত্রের আছে এ হেন ক্ষমতা
বিপ্র দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য সবে মুক্তি দাতা
ভিন্ন ভিন্ন মুক্তি আছে, আধার অনুসারে
ভিন্ন ভিন্ন মুক্তি পায়, যে যেমন পারে।

এটা কি তন্ত্রের ধর, সাধারণ শক্তি
যে আপামরসাধারণে আনে হরি ভক্তি
তবেই বুঝিয়া দেখ বেশি বল কার?
কে করিতে পারে বলো, সবাকে উদ্ধার?

সদা ধারে জ্ঞান শিক্ষা সোজা অতিশয়
মধ্যাধার সোজা, তাতে মধ্য জ্ঞান হয়
অনাধার বলি যার ধারনাই নাই
তাকে শিক্ষা দিতে হোলে কত জ্ঞান চাই

সেই শিক্ষা দিতে হোলে, তন্ত্রসার মাত্র
শুধু তাই নয় আরো, যথা যোগ্য পাত্র
শিক্ষা বোলে নয় শুধু, হেন শিক্ষা পায়
বেদে অধিকার জন্মে, বেঁচে মুক্ত যায়।

পুতুলের কানে তুমি দাও তন্ত্র মন্ত্র
প্রস্ফুটিত হবে তার ভিতরের যন্ত্র
চোলে যাবে, কথা কবে, ছেলে হয়ে তার
উপদেশে কমাইবে অবনির ভার।

তা বোলে কি যথার্থ ই পুতুলের হয়
অর্থাৎ এত জোরে বলিলেও অতি উক্তি নয়
বিশেষে ডাকের ওটা জোলে গেছে পায়
তাতেই তন্ত্রের গুণ এত জোরে গায়।

আর একটু তন্ত্রের কথা বলি।

সহজে না কোষ্ঠ শুদ্ধি যদি হয় কারো
রেচক ঔষধ তাকে খা'য়াইতে পার।
তাতেও না হয় যদি কোষ্ঠ শুদ্ধি তার
বিরেচক দিয়ে কর, কোষ্ঠ পরিষ্কার।

তাতেও না পাও যদি বিভীমত ফল
এনিমা প্রয়োগ কর "রেচকের কল"
তাতে আর খিচখাচ, থাকিবার নয়
পায়ে ধোরে কখনো কি কার্য্য সিদ্ধ হয়?

কার্য্য হাসিলের তরে শক্তি প্রয়োজন
ক্ষমতা না দেখালে কি, মানে কোন' জন
রেচক ঔষধ দিলে দিলে বিরেচক
হজম করিল সব, খেয়ে ঢক্ ঢক্

কিন্তু তুমি দেছ যাই এনিমাটী ঠেলে
তখনি তাহার ফল হাতে হাতে পেলে
দেখিলে জোরের কত অসাধার জোর?
সকল কাজেই এন্নি জোরের গুমোর।

এনিমার মধ্যে আছে নানান কৌশল
গাব তেল আছে আছে সাবানের জল
কিছু কি রাখিতে দেয়, পেটে গলে পরে
যা যে খানে থাকে সব ধুয়ে বার করে।

সহজে না মন সুদ্ধি যদি হয় কারো
পূরক প্রয়োগে শুদ্ধ কোরে নিতে পারে
তাতে ও না হয় যদি মন সুদ্ধ তার
বিপূরক দিয়ে কর মন পরিষ্কার।

তাতে ও না যদি তার মন হয় সুদ্ধি
এনিমা প্রয়োগে তুমি, কর কার্য্য সিদ্ধি
এখানে পুরক মানে বেদানৃত পাঠ
যাহাতে খুলিয়া যায় মনের কপাঠ।

বিপুরক মানে হেথা বলিলাম বেদ
যাহাতে মনের যায় ঘুচে ভেদাভেদ
এখানে এনিমা মানে বলিলাম তন্ত্র
যাহাতে নির্ম্মল হয় নর দেহ যন্ত্র।

বেদ বা বেদান্ত তুমি ফুঁকে দাও কানে
অনেক সময় তাহা ভেসে যায় বাণে
কিন্তু যদি কর তন্ত্র এনিমা প্রয়োগ
মন সুদ্ধি কোরে তার, করে জ্ঞান যোগ।

তন্ত্রের মধ্যেতে আছে নানা কলবল
মুদ্রা আছে, ফুঁদ্রা আছে, আছে ফুল জল
প্রয়োগ করিলে পরে মনের গোড়ায়
যত মলা থাক্ মনে, বজোরে ওড়ায়।

যদি বলো বেদান্ত কি, অপারক তায় ?
বৈদিক মানব আছে,—ক'জন ধরায় ?
পৃথিবীর ভাল যেটা তাই কি না কম।
কাজেই তাদের পক্ষে আলাদা নিয়ম ॥ *

আমি এটা বলিলাম সমাজের তরে।
তারি ইচ্ছা যাতে সবে তন্ত্র পাঠ করে ॥
ফুলে জলে যত পূজা করো দিনে রেতে।
মন না দিলে কি হরি বসে কারো ধেরে ?

সকলের ধাতু কিছু এক রূপ নয়।
কড়া বা নরম কিম্বা মধ্যবিধ হয় ॥
হইলে নরম গোচ রেচকেই ফলে।
মধ্যবিধ হোলে তবু বিরেচকে চলে ॥

---

* গণান্তরে প্রকাশ হইবে।

কড়া হোলে কিন্তু ওতে হইবার নয়।
কাজেই এনিমা এনে ঠেলে দিতে হয়॥
যেমাকে যে তেমা বলে এই তার মর্ম্ম।
পাত্র ভেদে করা চাই উপযুক্ত কর্ম্ম॥

মনের পক্ষে ও আছে ধেতের বিচার।
তেমন ব্যবস্থা ধাতু যে রকম যার।
হইলে নরম গোচ বেদান্তেই সারে।
মধ্যবিধ হয় যদি বেদ হোলে পারে॥

কড়াগোচ হোলে নাই কিছুতে নিস্তার।
কার সাধ্য সুদ্ধ করে বিনা তন্ত্রসার॥
তন্ত্রকে ধরেছি তাই এনিমার মত।
ধুয়ে বার করে মলা যথা আছে যত॥

সেই তন্ত্র রচয়িতা ভোলা মহেশ্বর।
বেশি কাম যাঁর দেহে সবার উপর॥
এটা কি অল্পের ধর সামান্ত ক্ষমতা?
দেবের দেবতা শিব এটা মিথ্যা কথা?

বুঝিলে কামের দ্বারা উপকার কত।
তবে কামেতে উন্নত করে কামে অবনত॥
সবশে থাকিলে, নাম যশ আশাতীত।
অবশ হইলে পরে সমাজে নিন্দিত॥

অধর্ম্ম ও হয় তাতে যার পর নাই।
উর্দ্ধসীমা করে তার যে দিকে চালাই॥
তাতেই দানব মধ্যে প্রধান রাবণ।
কে না বলো জানে পোড়ে, শুনে রামায়ণ

বেশি প্রয়োজন নাই ইহার প্রমাণে।
আমিও অনেক জানি, অনেকেও জানে॥
তবে উপস্থিতে করি এই কারণ নির্ণয়।
উং কিম্বা অবনতি কি কারণে হয়॥

সেই কাম জন্মে বেশি আগুণ তণ্ডুলে।
জন্ম থেকে একেবারে উর্দ্ধে মুখ তুলে॥
নাবিবার ইচ্ছা তার আদতেই নাই।
সর্ব্বদা উঠিতে থাকে কোরে সাঁই সাঁই॥

কদাচ যদ্যপি নাবে অনিচ্ছায় তার।
সে তেজ হজম করে হেন সাধ্য কার ?
পতিত যদ্যপি হয় দ্রোনী, শর বোনে।
মহা তেজা পুত্র হয় বুঝে দেখ মনে॥

ওরকম অত তেজ না থাকিলে পরে।
কার সাধ্য বলো, লোকে উর্দ্ধ রেতা করে॥
কলের জলেতে যদি বেশি থাকে জোর।
তবে তো উঠিবে জল দোতালা উপর॥

উর্দ্ধ রেতা না হোলে কি মুক্তি পদ পায়।
আর মুক্ত না হইলে কেবা মুক্ত করে কায় ?
পুর্ব্বকালে ছিল যত ঋষি মুনিগণ।
কে করিত তার মধ্যে আমিশ ভক্ষণ ?

তাঁরা কি যেতেন কভু অন্নকালে ঘোরে ?
তোমা আমাদের মত কাঁদাকাটী কোরে ?
তাঁদের পাড়ায় যারা করিতেন বাস
বাতাসেতে উড়ে যেত সমনের ত্রাস॥

তাঁহাদের ছিল খালি একমাত্র যুক্তি।
যে কোনো প্রকারে পায় সাধারণে মুক্তি॥
মুক্তও হইত তাই বহুতর লোক।
কানে শুনে তাঁহাদের দুই চারি শ্লোক॥

এখনো সে সব যুক্তি লেখা আছে বটে।
মেচো মুখে বলে বোলে, কার্য্যে কই ঘটে?
হাড়ের দোষেতে অর্থ একে হয় আর।
তাতেই কোলিতে জীব মুক্তি পা'য়া ভার॥

তবে যদি বলে কেহ নিরামিশ মুখে।
হেসে খেলে মুক্ত হবে পরম কৌতুকে॥
মুক্ত কি কখন হয় খালি হরি বোলে?
ডাকের বচন মুক্তি হাড় সুদ্ধ হোলে॥

সেই হাড় সুদ্ধ হয় খাদ্যের বিচারে।
নতুবা ডাকের কথা কার সাধ্য পারে?
হাড় সুদ্ধ হোলে তবে সুদ্ধ হয় কাম।
সেই ক্রমে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম যার নাম॥

ক্রমশঃ।

রহস্য।

(অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিতের পর)

স্বরস্বতীর কথা।

বাল্যকালে ভাষা বেটী, ফেরে নানা ছলে (১)
যৌবনেতে উড়' ছলে, নানা কথা বলে (২)
প্রৌঢ় কালে ডুবো বলি, কিম্বা বলি গুপ্ত (৩)
বৃদ্ধকালে ব্যাপ্ত কভু, কভু প্রায় লুপ্ত (৪)
কোনো কালে নাই যার, স্থির কিছু মাত্র
তুমি বিনে কে বলিবে, প্রশংসার পাত্র ?
আমি যদি কোনো কালে, স্থির কিছু পাই
তবে গুণ গাই আর, বগল বাজাই।

আরো দেখি পরস্পরে (৫) ভারি ঠেশামিশি
উভয়েতে উভয়ের, বিশেষ বিদ্বেশি
উনি এলে ইনি যান, ইনি এলে উনি
দু'জনেতে দলাদলি, চিরকাল শুনি
তবে যদি উভয়েরে, এক ধারে পাই
ডাকের বচন আমি ঝেড়ে গুণ গাই।

---

(১) সাহিত্য। (২) জ্যোতিষ। (৩) আয়ুর্ব্বেদ।
(৪) ধর্ম্মতত্ত্ব। (৫) লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীতে।

এ কথাটী সত্য বটে শক্তিরূপা মেয়ে
ঢের শক্তি ধরে ওরা পুরুষের চেয়ে
বাজারে প্রচার বটে, ভুল নাই তার
সব চেয়ে বিশেষতঃ, মেছুয়া বাজার
আমি আরো ও কথাটী এত ভাল জানি
মহাশক্তি বোলে আমি নারী দিগে মানি

শক্তির স্বভাব করে, জড় আকর্ষণ
এ শক্তি টানিয়া লয়, জীবের জীবন
তাই কি আবার খালি, নিকটের টানে ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড থেকে, জোরে টেনে আনে
ঢের কথা তবু আমি, ছেড়ে ছুড়ে দিনু
অশ্লীল হবার ভয়ে, চেপে রেখে গেনু।

বন্দনা।

কোথা পিতা বিশ্বনাথ
ঘুচবে না কি যাতায়াত।
তুমি এনেছ, তাই এসেছি
তাই তোমাকে, ধোরে বোসেছি
তোমার পুণ্য, ডুবে যায়
আমার দায়? না তোমার দায়?
ঢাকিয়ে কি ফল, মনের কথা ডেকে হেঁকে বলি
ইচ্ছা আছে, তোমার সঙ্গে, কোর্‌বো কোলাকুলি
বেঁচে হোক্, মোরে হোক্, যাতে শীঘ্র হয়
মনের আশা, না মেটালে কিসের দয়াময়?

ডাকের কথা।

মা বাপ ডাক্ ও আমার কথা।

জীবের প্রশ্ন।

কে আমাকে লয়ে এলে অবনি মণ্ডলে?

মাতার উত্তর।

আমি (মহামায়া) মা মা বোলে ডাকে যাকে জগতে সকলে

জীবের প্রশ্ন।

কে আমাকে লবে যাবে নির্ব্বাণ নগরে?

বাপের উত্তর

আমি (মায়াতীত) পিতা বোলে যাকে সবে সম্বোধন করে

জীবের প্রশ্ন।

কে আমাকে মাঝে ভবে রাখে দিন কত?

মা বাপের উত্তর।

(আমরাই রাখি,) শিব দুর্গা বোলে যারা জগতে বিদিত

জীবের প্রশ্ন।

বলো দেখি ডাক্ ভবে আমি কোন জন?

ডাকের উত্তর।

সূক্ষ্ম রূপে মায়াশ্রিত ব্রহ্ম সনাতন

জীবের প্রশ্ন।

উভয় সংযোগে যদি আমার উদয়
তা হোলে তো আমি বড় খাটো লোক নয়?

ডাক্।

কে বোলেছে খাটো? তুমি অতি পূজনীয়
বিশেষে আমার তুমি নিকট আত্মীয়

জীব।

তবে আমি সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা কোঁরে যাই?

ডাক্।

পদ্যে? না কি গদ্যে? সেটা শুনিবারে চাই

জীব।

গদ্যেই বলিয়া যাই পদ্যে নয় আর
সূক্ষ্ম কথা পদ্যে বোঝা কঠিন ব্যাপার

ডাক।

ছ্যাঃ গদ্য তো ছন্দের মধ্যে ধর্তব্যই নয়
কেনা জানে গদ্য খানি পদ্যের অধম
গদ্য তুমি যত পড় মনে থাকে তাব
ছন্দে তুলি মনে থাকে পদ্যের স্বভাব
পদ্যের স্বভাব এটা সকলেই জানে
এত (—) খানি হলে প্রায় এত (-) টুকু মানে

পদ্যের গৌরব আমি তাতেই বাখানি
এত (•) টুকু ছন্দ তার মানে এত (— খানি
গদ্য লিখি স্থূল বুদ্ধি মানবের তরে
পদ্যের আদর করে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নরে

জীব।

যাত্রী বলো, পদ্যে আমি বলিব এবার
সময়ে করিব গদ্য পদ্যের বিচার

ডাক্।

নিতান্ত হয়েছে যদি পদ্যে লেখা মন
এস বাছা আমি আগে করি আলিঙ্গন
কিন্তু আমি এক কথা বলি ওটার সম্বন্ধে
তবে তুমি লিখে যাও আধঃ পদ্য ছন্দে
অর্থাৎ ত্রিপদি পয়ার কভু কভু একাবলি
কভু এলো মেলো যাকে প্রহেলিক বলি
কখনো বা লিখে যাও ঝাড়া পদ্য ছন্দে
দুজনেই থাকি এস মনের আনন্দে

জীব।

তাই তবে লিখে যাই তোমার কথায়
বলিবা মাত্রেতে ডাক্ আলিঙ্গন তায়

ডাক্ জীবকে আলিঙ্গন করিবা মাত্র জীব ডাক্পুরুষের গায়ে মিশিয়া গেল কাজেই আর জীব রহিল না, ডাক্ সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন—

সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণন।

সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণন করিতে হইলে এমন একটী লোক চাই যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি হইতে না দেখিয়াছেন, তিনি আর সৃষ্টির কথা কি করিয়া বলিবেন, আর সৃষ্টির আদি আছে, কিন্তু যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, বা সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছেন কাজেই তাঁহাকে অনাদি ও বলিতে হইবে—যাহা হউক সেই অনাদি পুরুষের কথা কিছু পরে বলা যাইবে, এক্ষণে সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণন করিবার পূর্ব্বে যাহা বলা আবশ্যক তাহাই বলা যাইতেছে,

যেমন ক্ষেত্র তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে তাহার কতক গুলি সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, সৃষ্টি তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে ও প্রথমে তাহার কতকগুলি সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত বিষয় শিক্ষা করা আবশ্যক। ক্ষেত্র তত্ত্ব শিক্ষা করিলে যেমন পৃথিবীর পরিমাণ ফল স্থির করিতে পারা যায়, সৃষ্টি তত্ত্ব শিক্ষা করিলে তেমনি পৃথিবীর উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের অনুমান ফল স্থির করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে যেমন বিন্দু বা পরমাণুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সৃষ্টি-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিন্দু যেমন নাই বলিলেই হয়, অথচ আছে, পরমাত্মাও তেমি নাই বলিলেই হয় অথচ আছেন; বিন্দু যেমন জগৎব্যাপী, পরমাত্মাও তেমি জগৎ ব্যাপী, তবে বিশেষ এই যে বিন্দু অচেতন পদার্থ, পরমাত্মা, সচেতন পদার্থ, তাহা না হইলে যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু মাত্রকে বিন্দুতে পরিণত করিতে পারিলেই যাহা থাকিত তাহাকেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলিয়া অধো-গণকে দেখাইতে পারা যাইত। বিন্দু সমষ্টিতে অসীম ও জগৎব্যাপী,

পরমাত্মা "একাই" অসীম ও জগৎব্যাপী। বিন্দু "যোগে" যেমন বিভিন্ন প্রকারের রেখা কোন ও ক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায়, পরমাত্মা "বিয়োগে" তেমি বিভিন্ন প্রকারের অচেতন উদ্ভিদ ও চেতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, বিন্দু "যোগে" যেমন বিভিন্ন প্রকারের রেখা কোন ও ক্ষেত্র অঙ্কিত করিলেও জাগতিক বিন্দু সমষ্টির হ্রাস বা ক্ষয় হয় না, পরমাত্মা বিয়োগেও তেমি বিভিন্ন প্রকারের অচেতন উদ্ভিদ ও চেতন পদার্থ। উৎপন্ন করিলেও জাগতিক পরমাত্মা এককের হ্রাস বা ক্ষয় হয় না, বস্তুতঃ বিন্দুতে ও পরমাত্মাতে এত প্রভেদ যেন আকাশ ও পাতাল,—বিন্দু সগুণ, পরমাত্মা নির্গুণ; সগুণ বিন্দুর দ্বারা পৃথির নির্গুণ পরিমাণ ফল নির্ণয় করিতে পারা যায়, আর নির্গুণ পরমাত্মার দ্বারা পৃথিবীর সগুণ উৎপত্তির নির্ণয় করিতে পারা যায়।—ক্ষেত্র তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে যেমন প্রথমেই তাহার কতকগুলি সংজ্ঞা শিক্ষা করিতে হয়, সৃষ্টি তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার স্বীকৃত বিষয় গুলি শিক্ষা করিতে হয়, তাহার পর স্বতঃসিদ্ধ ও পরিশেষে সংজ্ঞা গুলি শিক্ষা করিতে হয়, কারণ নাস্তিকে আস্তিক * করিবার নিমিত্তে নারায়ণের কৌশলে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ক্ষেত্র

* যাহাদের অনুমান করিয়া সূক্ষ্মবিষয় হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারিবে? কারণ তিনি সূক্ষ্মাতীত, কাজেই নাস্তিক হইয়া পড়ে, কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া, যদি সূক্ষ্মবিষয় বিন্দু, কণা বা পরমাণুর সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে, কাহার বিন্দু, কণা বা পরমাণু এইরূপ চিন্তা আসিলেই সূক্ষ্মাতীত নারায়ণের সত্তা উপলব্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কাজেই আর আস্তিক না হইয়া থাকিতেই পারেনা।

তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে এই জন্য প্রথম হইতেই সগুণবস্তুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আস্তিককে নাস্তিক বা প্রকৃত আস্তিক করিবার জন্য নারায়ণের কৌশলে সৃষ্টি-তত্ত্ব গ্রন্থের উদ্ভব, এই জন্য প্রথম হইতেই নির্গুণ পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে নাস্তিকই বা কাহাকে বলে, আর আস্তিকই বা কাহাকে বলে।—সাধারণতঃ ঈশ্বর নাই বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকেই নাস্তিক বলে আর ঈশ্বর আছেন বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকেই আস্তিক বলে, নাস্তিক দুই প্রকার প্রকৃত নাস্তিক ও অপ্রকৃত নাস্তিক,—আস্তিক ও দুই প্রকার, প্রকৃত আস্তিক ও অপ্রকৃত আস্তিক।

যিনি ঈশ্বর নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতে পারেন না অথচ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তর্ক করিয়া ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন তিনিই প্রকৃত নাস্তিক কারণ তাঁহার দ্বারা জগতে নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

যিনি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন অথচ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে খাড়া করিবার চেষ্টা করেন তিনিই অপ্রকৃত নাস্তিক কারণ তাঁহার দ্বারা জগতে নাস্তিকতা কম হইবার সম্ভাবনা।

যিনি ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতে পারেন না অথচ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তর্ক করিয়া ঈশ্বরকে খাড়া করিবার চেষ্টা করেন তিনিই প্রকৃত আস্তিক কারণ তাঁহার দ্বারা জগতে আস্তিকতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

যিনি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন,

কিন্তু যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তর্ক করিয়া ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন তিনিই অপ্রকৃত আস্তিক কারণ, তাহার দ্বারা জগতে আস্তিকতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ঈশ্বর নাই বলিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিবার লোক জগতে থাকিবার সম্ভাবনাই নাই, কারণ নারায়ণ যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তিনি অল্প অধিক পরিমাণে সকল শরীরেই বিরাজ করিতেছেন, যে শরীরে তিনি যতটুকু বিরাজ করিতেছেন, এমন কি বরফে তাপের মত অংশে বিরাজ করিলেও ততটুকু ও তাহাকে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেই হইবে, তবে যে অপ্রকৃত নাস্তিকের সম্বন্ধে কায়মনোবাক্যে নাই বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবার কথা বলিলাম তাহা ঐ বরফে তাপের মত, শূন্য নহে বুঝিতে হইবে।

আবার ঈশ্বর আছেন বলিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিবার লোক জগতে থাকিবার সম্ভাবনাই নাই, কারণ ঈশ্বর যে শরীরে যত অধিক পরিমানেই বিরাজ করুন তাহার ঈশ্বরও বা অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত, (যে হেতু তাঁহার অহঙ্কারে সৃষ্টি) কিছু না কিছু অংশে এমন কি অগ্নিতে শৈত্যের মত অংশে ও অপূর্ণ থাকিবেন, কাজেই ততটুকুও তাহার অপূর্ণত্ব উপলব্ধি হইবেই হইবে, তবে যে অপ্রকৃত আস্তিকের সম্বন্ধে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবার কথা বলা হইয়াছে তাহাও ঐ অগ্নিতে শৈত্যের মত, পূর্ণ মাত্রায় নহে, বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে যে আস্তিককে নাস্তিক বা প্রকৃত আস্তিক করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম আলমগিরি, অর্থাৎ সমাজের অতীত

কথা, কারণ যে হৃদয়ে ঈশ্বর পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করেন, তাঁহার ঈশ্বর আছেন কি নাই বলিয়া চৈতন্যই থাকে না, কাজেই যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তর্ক করিয়া তাঁহাকে খাড়া করিবার, বা উড়াইয়া দিবার কোন বিষয়ে আস্থা থাকে না,তখন তিনি নিজেই যে আকার ঈশ্বর বা অদ্বিতীয় হইয়া পড়িয়াছেন তখন তাঁহার তপ জপ, বার ব্রত যোগ যাগ, সাধন ভজন, আচার বিচার প্রভৃতি কিছুই থাকে না, তখন তাঁহাকে ধারণা অনুসারে, কেহ নাস্তিক বলে, কেহ বা আস্তিক বলে, অতএব আস্তিককে এই প্রকার নাস্তিক বা প্রকৃত আস্তিক করিবার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রন্থের উদ্ভাবনা।

সৃষ্টিতত্ত্বে ভবিষ্যতে যাহা বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা হইবে উপস্থিতে তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত পদ্য দেওয়া হইল।

চরাচর ধর যেন জ্যামিতি সমান
মানব জীবন যেন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ
সংজ্ঞা গুলি ধর তার পদার্থ নিচয়
ভূজল খেচর আদি প্রাণী সমুদয়
মানবের ইচ্ছা গুলি স্বীকৃত বিষয়
ক্ষেত্রে দিতে পারে নর ইচ্ছা যাহা হয়
ক্রমোবক্তি প্রথা ধর স্বতঃসিদ্ধতায়
অবশ্য হবেই হবে পরে যে যাহায়
সাধারণ সূত্র তায় হরিনাম ধরা
বিবরণ সূত্র নরে হরি জ্ঞান করা
ব্রহ্মচর্য্য ধর যেন তাহার অঙ্কন
করিবারে হবে যাতে সিদ্ধ প্রয়োজন

প্রয়াণেতে কোরে চক্রো ষট্‌চক্র ভেদ
তবেই মিটিবে হরি দরশন খেদ
যতকিছু দেখি শুনি আছে জ্ঞান করি
হরিবিনে কিছু নাই সর্ব্বময় হরি
হরি সর্ব্বময় বোলে হোলে পরে বোধ
তবে হবে জননীর ঋণ পরিশোধ
তবে যাবে জাতি ভেদ তবে যাবে ভয়
খকারে নির্ব্বাণ পদ ইহাকেই কয়

আর একটু বলি

অকারে নির্ব্বাণ পদ অনেকেই পায়
খকারে নির্ব্বাণ পদ দুর্লভ ধরায়
নিতে যদি পার তুমি কিবা রবে ভারি
বোঝা যাবে নারায়ণ নর রূপ ধারি
ঘুচে যাবে নিরাকার অপযশ তাঁর
অনিচ্ছায় পূর্ণ হবে ইচ্ছার ব্যাপার
এহেন অবস্থা যিনি করিবেন লাভ
প্রকৃত আস্তিক তিনি নাস্তিক স্বভাব

সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনের স্বীকৃত বিষয়।

স্বীকার করিতে হইবে যে।

১। ঈশ্বর আছেন।

২। তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন।

৩। তিনি সকলের অতীত।

৪। তিনি মহান।

৫। আমি তাঁর অংশ।

৬। তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি।

৭। তিনি প্রকাশ হইবার জন্য সৃষ্টি।

৮। তিনি অক্ষয়।

স্বতঃসিদ্ধি।

১। যাহা সর্ব্বত্র সমভাবে থাকে তাহা তরল।

২। তাপে তরল পদার্থের পরমাণু সকল প্রসারিত হইয়া দূরস্থ হয়।

৩। শৈত্যে তরল পদার্থের পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া নিকটস্থ হয়।

৪। নিকটস্থ হইলে অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ স্তূপে মিশিয়া যায়।

৫। ইচ্ছায় তাপের বৃদ্ধি হয়।

৬। অনিচ্ছায় শৈত্যের বৃদ্ধি হয়।

৭। তাপ বিয়োজন।

৮। শৈত্য আকর্ষন।

৯। আগে খাদ্য পরে জীব।

১০। জগতের নিয়ম ক্রমোন্নতি।

সংজ্ঞাগুলি খণ্ডান্তরে প্রকাশ হইবে, কারণ নমুনা প্রকাশ করিতেই দ্বাদশ খণ্ডে শেষ হইবে না, কাজেই অল্প স্বল্প করিয়া সকল বিষয় লিখিতে হইতেছে।

এক্ষণে মনে করুন আমিই যেন সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম বা সৃষ্টি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি বা অনাদি পুরুষ, কেবল মুখে মাত্র বলিলে চলিবে না, যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে কেহ প্রত্যয় করিবে না, কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ অসম্ভব কথা ও সম্ভব হয়।

প্রমাণ।

আমি একটী পূর্ণ বয়স্ক মানব, সকলে যাহা দেখিতেছেন এটী কিন্তু আমি নই এটী আমার দেহ বা থাকিবার স্থান, তবে যেটী বাহির হইয়া গেলে এই দেহকে অগ্নিস্মাৎ করিবে বা গোর দিবে বা শৃগাল কুকুরে ভোক্ষণ করিবে তাহাই আমি, আমি দেহের মধ্যে আছি বটে কিন্তু আমার সহিত দেহের সংস্রব নাই, কারণ তাহা হইলে যত দিন দেহ থাকিত, ততদিন আমি দেহের সহিত জড়াইয়া থাকিতাম যখন তাহা হইবার নহে তখন প্রমাণ হইল যে আমি দেহের অতীত পদার্থ।

যখন আমি পঞ্চম বর্ষীয় বালক ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (তবে কিছু প্রভেদ বটে, গোঁপ দাড়ি ছিল না আর আকারে ছোটো) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

আমি যেদিন ভূমিষ্ঠ হই তখনো আমার এই দেহ (তবে ছোটো) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

যখন আমি মাতৃ গর্ভে ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে স্থূল) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

যখন আমি পিতৃ তেজে ছিলাম (পিতৃ তেজ হইতে গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়) তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে স্থূল) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

খাদ্য হইতে পিতৃ তেজ, যখন আমি খাদ্যে ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্ম) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

উদ্ভিজ্জ হইতে খাদ্য, যখন আমি উদ্ভিজ্জে ছিলাম, তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্ম) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিজ্জ, যখন আমি মৃত্তিকায় ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্ম) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

জল হইতে মৃত্তিকা, যখন আমি জলে ছিলাম, তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্মতর) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

তেজ হইতে জল, যখন আমি তেজে ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্মতর) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

বায়ু হইতে তেজ, যখন আমি বায়ুতে ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে সূক্ষ্মতর) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

শূন্য হইতে বায়ু, যখন আমি শূন্যে ছিলাম তখনো আমার এই দেহ (ক্রমে আরো সূক্ষ্মতর) কিন্তু আমি দেহের অতীত পদার্থ।

শূন্যের পর আর কিছুই নাই আমার দেহও নাই।
আমি কিন্তু আছি।

আর ঈশ্বর আছেন।

তিনি মহান।

আমি তাঁর অংশ।

তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন (১ম সূঃ) তিনি তরল।

আমি যখন তাঁর অংশ তখন আমিও তরল আমি তাঁহার সহিত মিশিয়া গেলেম (৪র্থ সূঃ) এখন তাঁহাতে আমাতে আর প্রভেদ রহিল না, তিনি যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন সে ত আমারি থাকা, তিনি যখন সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছেন সে ত আমারি দেখা। তিনি যখন অনাদি সেতো আমিই।

আমি যখন অনাদি বলিয়া প্রমাণ হইল তখন অবশ্যই আমি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারির এবং অবশ্যই সকলে আমার কথায় বিশ্বাস করিবে, যিনি না করিবেন চলুন তাঁহাকে শুদ্ধ অনাদি করিয়া লইয়া আসি, তাহা হইলে আমিও বর্ণনা করিতে করিতে আসিব আর তিনিও দেখিতে দেখিতে আসিবেন।

চলুন সকলকেই অনাদি করিয়া লইয়া আসি দেখুন পারি কিনা।

জগতের যাবতীয় আমিই তাঁহার অংশ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁহার অংশ তাহা হইলে আমারা সকলেই অনাদি।

আর একটী সংক্ষিপ্ত পদ্যবলি।

অনাদি কালেতে আমি ছিনু নিরাধার।
ব্যোমরূপে প্রকাশিত আদিতে সবার॥
বায়ু রূপে প্রকাশিত তৃতীয় সময়।
চতুর্থে প্রকাশ হই রূপে তেজোময়॥
ক্রমে ক্রমে স্থূল হয়ে পঞ্চমেতে জল।
আরো স্থূল হয়ে ক্রমে ষষ্ঠে ভূমণ্ডল॥
পরে পরে হেলো বটে মূর্ত্তিগুলি সব।
কিন্তু এত শীঘ্র, তাহা বলা অসম্ভব॥
অর্থাৎ ও সব কার্য্য পলকেতে হয়।
অনিচ্ছায় হোয়ে গেছে ইচ্ছা কোরে নয়॥
তা বোলে কি ইচ্ছা তাতে আদতে ছিল না।
আভাস হইয়া মাত্রে থাকিতে দিল না॥
সপ্তমে প্রকাশ আমি ছত্রক আকারে।
প্রাণী রূপে প্রকাশিত হই অষ্টবারে॥
ক্রমে ক্রমে হোয়ে হোয়ে নানাবিধ প্রাণী।
নররূপে প্রকাশিত হয়েছি এখানি॥
অন্ত অন্ত রূপে থাকি ব্যস্ত নিজ কাজে।
নররূপে নিজ গুণ প্রকাশি সমাজে॥
তাতেই এবারে আছে শক্তি অসাধার।
নিজে বলি নিজে শুনি ধোরে নরাকার॥
আমি বিনে কেবা বলো শুনে মম দায়।
কেবা বলে কেবা করে আমাকে প্রণাম॥

ফল কথা পৃথিবীতে যত আছে নর।
সকলি আমার মূর্ত্তি নহে অন্য পর॥
তবে কিনা যত যার উচ্চতর মন।
জগতে সেজন তত আমি পরায়ণ॥
আমিও ততই তার পরায়ণ হই।
যা কিছু তাহার চাই ঘাড়ে কে রে বই॥
সে কি কভু কুল শীল ধন মান চায়?
আমাকেই চায় বোলে আমি হয়ে যায়॥
আমিই অনাদি, সে, বলিতে পারে তাই।
সৃষ্টি তত্ত্ব লিখিবার সেই লোক চাই॥

ক্রমশঃ।

সত্যকালের কথা।

প্রেমচাঁদ।

বলো দেখি কত দিনে সত্যকাল হবে?

ডাক্

কোলির মানুষগুলো মোরে গেলে তবে।

প্রেমচাঁদ।

নতুন পত্তন বুঝি হবে ফের কেঁচে?

ডাক্।

তা বোলে কি কেহ আর থাকিবে না বেঁচে?

প্রেমচাঁদ।

কোলির মানুষ মাত্র মোরে যদি যায়।
কে আর তা বোলে বলো থাকিবে ধরায়?

ডাক্।

তা বোলে কি সকলেই কোলির মানব।
তবে কিনা একালেতে যেয়াদা দানব॥
ওর মধ্যে দেবতাও আছে ঠাঁই ঠাঁই।
তবে কিনা তাহাদের সংখ্যা বেশি নাই॥
তারাই থাকিবে সব মোরে গেলে পরে।
বাচ্চা বাচ্ছা প্রজা সৃষ্টি করিবার তরে॥

যেথেছ তো যারা ঝিঙ্গে শশা চাষ করে।
বাচা ফল রাখে বীজ সংগ্রহের তরে॥
এতেও জানিবে তুমি ঠিক যেন তাই।
লোক সংগ্রহের তরে বাচা লোক চাই॥

প্রেমচাঁদ।

বাচা বাচা বলো যদি প্রজা সৃষ্টি হবে।
প্রজাদেরও আছে নাকি ভাল মন্দ তবে?

ডাক।

যে ভাবেতে তুমি বাবু কথা বার্ত্তা কও।
তুমি যেন পৃথিবীর মনুষ্যই নও॥
দেখ নাকি? বড় বড় জমিদার যত।
মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে জ্বালাতন কত?
কাহারো উপরে হন পরম দয়ালু।
কারো ভিটে চেলে বোনে, নৈনিতাল আলু॥
এতেও জানিবে তুমি ঠিক যেন তাই।
ঘর কন্না কোর্ত্তে হোলে ভাল মন্দ চাই॥
তা না হোলে কখনো কি যোরে ফেরে সত্য।
যে কালে জন্মিত লোক সেকালেই ম'র্ত্তো॥

প্রেমচাঁদ।

কোলির মানব যদি সকলেই নয়।
নাই হোক, তবু তারা কোলিতে তো রয়॥
কি কোরে কাহাকে বলো চেনা যাবে তবে।
আকারেতে বুঝি কিছু ভেদাভেদ হবে?

ডাক্।

আকারে দেখিতে প্রায় সমান সবাই।
যা কিছু প্রভেদ আছে শুনে কাজ নাই॥
প্রধান প্রভেদ আছে অন্তরে অন্তরে।
ভাবিতে হবে না বেশি চিনিবার তরে॥
অন্তরে যেরূপ যার ভাবের উদয়।
কথাতে বেরিয়ে পড়ে ঢাকিবার নয়॥
যদি বলো বলো দেখি তোমার কি ভাব ?
ডাকের বচন মোর সকলি অভাব॥
কোলির মানব নই নই কোলি ছাড়া
এর তার কথা লয়ে করি নাড়া চাড়া
এতে যা বুঝিবে তুমি তাই আমি নিজে
মরি পাচি জল পেঁচি গৌরাঙ্গের বাজে

ডাইনেতে পেয়ে যাকে করে জ্ঞান হিন
নিজ মুখে বলে আমি হুন্দুরে ডাইন
না খেয়েছে যাকে, তুমি তাকে যদি বলো
সে বলিবে তোকে খাগ্‌ খাগ্‌ তোর ভাল

কলিতে করেছে যাকে নেহাৎ বেহুঁশ
নিজ মুখে বলে আমি কোলির মানুষ
কিন্তু যদি তাকে বলো হুঁস আছে যার
তখনি জবাব পাবে উপযুক্ত তার
সে বলিবে এত দায় পড়ে না তো মোর
কোলির মানুষ হোগ সাত গুষ্টি তোর

বিশ্বপিতা বিধাতাকে অসংখ্য প্রণাম
নিজ মুখে ব্যক্ত হয় নিজ ন্যাশ নাম
যদি বলো কোলিতে তো জোন্মেছি সবাই?
তা বোলে কি সাধারণাসাধারণ নাই?

কত ব্যাঙ ঘোরে ফেরে সাপে ধোরে খায়
কোনো কোনটার শীরে মুকুতা জন্মায়
সকলে জোন্মেছি বটে এ সে কোলিকালে
কেহবা বেতালে আছি কেহ আছে তালে
তালে যারা আছে তারা দেব তুল্য সব
বেতালের নাম বলি কোলির মানব
যত দিন তারা সব না যাবে নাশিয়ে
তত দিন সত্য কাল আসিবেনা ফিরে,

প্রেমচাঁদ।

কোলি ছাড়া লোক যত কোলি কালে আছে
মোরিলে কোলির লোক তারা কিসে বাঁচে?

ডাক।

তাঁরা সব মোরে যান মরিবার আগে
তাতেই তাঁদিগে দেখে যম ভূত ভাগে
মরা নয় বাঁচা নয় আলাহিদা জীব
ভয়ে ভূত ভাবে বুঝি এরাই মনিব

এমন ক্ষমতা নাই নিকটেতে যায়
কাকে লয়ে যেতে হবে অনুমতি চায়
কাজেই অধিক দিন অবনিতে রয়
ইচ্ছা হোলো চোলে গেল না হোলো তো নয়

প্রেমচাঁদ।

কোলির মানব গুলি মোরে যারা যায়
তারাও তো দিয়ে থাকে নিজের ইচ্ছায় ?

ডাক।

কোলির মানব যত মোরে তবে মরে
আগে তারা ধরাটাকে সরা জ্ঞান করে
তানা হোলে তারাওকি মোরে কভু যেতো
দেবতাদিগের মত বেঁচে যেতে পেতো
নিজে যে কি কোরে যায় তাকি তারা জানে
পরে ধোরে লয়ে যায় যথা যোগ্য স্থানে

প্রেমচাঁদ।

পরে যে লয়ে গেল মানিলাম তাই
কি রকম পর তার নাম কিছু নাই ?

ডাক।

সাধারণ নাম আছে নাহিক বিশেষ।
বিশেষ যাহার তিনি সকলের শেষ॥
সাধারণে লয়ে, যায় কলে কৌশলে।
বিশেষে লইয়া যায় কাটারির বলে॥

প্রেমচাঁদ।

বলো না তাদের নাম শুনি ভাল কোরে।
কে নেবাবে ছলে কলে কে নেবাবে জোরে?

ডাক্।

ছলেতে কাকেও ধোরে লয়ে যায় ভূতে
কৌশলে কাকেও ল'য়ে যাবে যম দূতে
এরা সব অপারক হ'বে যার কাছে
তাদের জাস্ত্রতে শেষ অবতার আছে
ছল কল নাই তাঁর থেতোন পেতন
বলেতে চলিবে ঠিক কালের মতন
হেথাও কোলির লোক যেমন আকাট
ওথানে ও টকা টক্, ।? ক ধাপিঘাট-
তাকে দেখে সাধারণে লেগে যাবে ভেল্কি
কেনা জানে নাম তাঁব যাকে বলে কোল্কি

কোলির মানব হেথা আছি কত গুলি
এক দোষ পেলে তাকে লক্ষ কোরে তুলি
সত্যের মানব হেথা যত গুলি আছে
গুণের গরিমা থালি তাঁহাদের কাছে

তিল মাত্র গুণ পেলে কোরে তোলে তাল
তাঁদেরি পুণ্যের জোরে হলে সত্যকাল
উপস্থিতে আছে তারা কষ্ট সোয়ে ছারি
দেখি যদি কিছু কষ্ট কমাইতে পারি

আগেতে যখন ছিল সত্য অধিকার
অবশ্যই ছিলতাতে কলির সঞ্চার
তাই ক্রমে পুষ্ট হয়ে হয়ে গেছে কোলি
একালেও সত্য আছে তাই আমি বলি

সত্য কাল হবে পুনঃ পুষ্ট হয়ে তাই
কিঞ্চিৎ সঞ্চার থাকা অবশ্যই চাই
তবে কি না যে কালেতে অধিকার যায়
তাহাই বেশির ভাগ ভুল নাই তায়

কিন্তু এক কথা আছে বলি এই বার
অবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোল্কি অবতার
অন্য অন্য অবতার বেচে কুচে মারে
বেচে কুচে প্রাণ রক্ষা কোল্কি অবতারে

সত্য হোতে ত্রেতা যদি কোরে নিতে হয়
তাতে যা যা যুক্তি চাই সোজা অতিশয়
ত্রেতাকে যদ্যপি আমি দ্বাপরেতে আনি
তাতেও যে সব যুক্তি সোজা বোলে মানি

দ্বাপর হইতে যদি কোরে লই কোলি
তাহার যে সব যুক্তি আরো সোজা বলি
কিন্তু কোলি হোতে কোরে নিতে হয় যদি সত্য
তাহাকে খুটিয়া যায় নাদান আপত্ত

উর্দ্ধ হোতে নিচে যদি লয়ে আসি জল
বসাতে হবেনা তাতে বেশি কল বল
নিচু হোতে বারি যদি উর্দ্ধে লয়ে যাই
বেশি কলবল তাতে অবশ্যই চাই

যে যত বরুন তার অবনিয় নষ্ট
কোল্কি অবতার তাই সকলের শ্রেষ্ঠ
ইনি নাকি নিম্ন হতে উর্দ্ধে লয়ে যান
ডাকের কাছেতে তাই যেয়াদা সম্মান

ক্রমশঃ

রহস্য নবম খণ্ডে প্রকাশিতের পর।

ডাক্ বলিতেছে।

সহ্য গুণ বেশি বটে ও কথাটা ঠিক
ঢের সহ্য করে ওরা নরের অধিক
"যাতে যত কষ্ট আছে অনুমানে পাই
প্রসবের কষ্ট সম কষ্ট আর নাই ,
মৃত্যু যাতনায় তুল্য কষ্ট নাই বলে
তার চেয়ে বেশি ওটা বলিলেও চলে
সে যাতনা কোমে যায় মোরে গেলে পরে
গোটা ছ'টী মাস ওর কষ্ট ভোগ করে'
নরকে প্রসব হোতে হোলে একবার
বাতাস নিত না ওর একটায় আর

ওটাতে ওদের আছে সহগুণ বেশ
দুবেলা হোলে ও তবু নাই কোনো ক্লেশ
ধর্ম্ম খেয়ে কোনো কথা বলিতে কি পারি ?
অবশ্য বলিতে হবে সহ গুণ ভারি

কোমলতার কথাটা বলি

তাও আমি জানি যত কোমল হৃদয়
উপরেতে বটে কিন্তু ভিতরেতে নয়
সাপের শরীর যদি ঠেকে কারো গায়
এমন শীতল যেন শরীর জুড়ায়
কিন্তু তার ভিতরেতে এত শীতলতা
একে বারে অমশোধ শীতলের কথা

তোমাদেরো কোমলতা ঠিক সেই ভাবে
সব যদি বলি তুমি মাটী হয়ে যাবে
সেবা কোরে যাও তুমি বিগ্রহের মত
লক্ষ্মীর বদনে যেন মধুভরা কত
ঈষৎখন্ডাপি হয় সেবার তৎপরাং
সেই মুখ নড়ে যদি পড়ে বজ্রাঘাৎ

কান্নার কথাটাও বলি

নিজের কারণ যার থাকে কাঁদিবার
দেখিলে পরের ক্লেশ কান্না আসে তার
কান্নার কারণ নাই কিছুমাত্র যার
তাহাকে জানালে ক্লেশ উঠে আসা ভার

তবে যারা কোরে খায় জাতীয় ব্যবসা
তাদের স্বভাব ওটা চোখে জল আসা
ঝিছি ঝিছি জ্বালিওনা মেলা কথা ফেলে
বোঝা যেতো মেয়ে গড়া বিধাতাকে পেলে

ঠাকুরদিদি

বুঝে দেখ পৃথিবীর নারি হোলো মূল
লক্ষ্মী বাঁধা থাকে যার নারি অনুকূল
নারি যার ঘরে নাই ডেঙ্গো বলে তাকে
হাটে কেনে মাটে খায় থাকে ফাকে ফাঁকে
লালন পালন করা শক্ত কাজ কত
কেহই পারেনা তাহা স্ত্রীজাতির মত
নারির হাতেতে যদি মানুষ না হোতে
অত বড় বড় কথা কোথা আজ পেতে ?
বিধাতার সৃষ্টি আছে নারি আছে বোলে
তা না হোলে যেতো সব কে কোথায় চোলে
সে জাতিকে অত কড়া বলিতে কি আছে ?
অপরাধি হোতে হবে বিধাতার কাছে

ডাক্

যার জন্যে জন্ম যার সেই তাহা করে
খোসামদ করে কেবা লালনের তরে ?
সূর্য্যের স্বভাব করে সলীল শোষণ
নারির স্বভাব করে সন্তান পোষণ
স্বভাবের গুণে যেটা কোরে থাকে যেবা
তার জন্যে তাকে বলো মান্য করে কেবা ?

অভাবে যদ্যপি কেহ করে কোন কর্ম্ম
তাকে না মানিলে হবে অবশ্য অধর্ম্ম
তোমাদের সৃষ্টি কর্ত্তা আলাদা যখন
অবশ্যই জ্ঞান বুদ্ধি আলাদা ধরণ
তাঁর কাছে অপরাধ হোতেই তো পারে
কিন্তু কি পয়সা পায় কাজির বিচারে
সাধুকে পাগল বোলে খ্যাপাতে খ্যাপায়
তা বোলে কি সাধু জন দোষ। করে তায়
কিন্তু আমাদের বিধাতার কাছে যদি যাই
আমি তো নির্দ্দোষী ; দোষ, তোমাদেরো নাই
সাধারণে যত করে দোষের বিচার
পণ্ডিত কি তত জানে যাই সৃষ্টিতার ?
তিনি যদি মেয়েদের দোষ কিছু ধোত্তেন
না হোলে ত মেয়ে দিগে ত্যাখ মার কোত্তেন

যে জাতির আবির্ভাব মোর্ত্তে আর মার্ত্তে
তারা কি কখনো পেত্তো সুখ ভোগ কোর্ত্তে ?
আজ বিয়ে কাল সাধ কাল পথ্যামৃত
প্রসবের পরে খায় বাটী বাটী ঘৃত
সোনা দানা পরে করে অন্দরেতে বাস
গায়েতে লাগেনা প্রায় রোদের বাতাস
যাদের দ্বারায় হয় প্রাণের বিয়োগ।
এটা কি তাদের পক্ষে কম সুখ ভোগ ?

আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দয়াময় যাই
তাতেই পেয়েছে ওরা বিছানায় ঠাঁই
তা না হোলে ছেলে পিলে হোতো সব গাছে
রোকের মাথায় পোড়ে হোয়ে ও তো আছে
কেন মিছে খাঁটো আর পূরণ কাগুনি
বুঝে নিছি আমি সব স্বাজাতির কপি

ঠাকুরদিদি

আমাদিগে যত ইচ্ছা বোলে যেতে পার
আমাদের বিধাতার দোষ কেন ধর ?
একেবারে গিয়েছ কি নিতান্তই খেপে ?
কথাটা বলিতে হয় ঢের মুখ চেপে
যেটা মুখে আসে যারা বোলে যায় তাই
তাদিগে পাগল বইকি বলিব ভাই
বিধাতা কি জগতের আছে দুই জন।
যে অন্য কেহ কোরেছেন স্ত্রী জাতি সৃজন ?
পশু পক্ষি আদি করি গোড়েছেন যিনি
মেয়ে মর্দ্দ উভয়েরি সৃষ্টি কর্ত্তা তিনি
তাই যার বোধ নাই সে আবার নর
সে আবার কথা কথা কয় ডাগর ডাগর ?

ডাক্।

ভাই তুমি কথা কও অত জোরে জোরে ?
বোসে আছ সৃষ্টি কর্ত্তা এক মনে কোরে ?

ও কথা মনে ও তুমি দিও নাকো ঠাই
ভাল মন্দ গড়িবার ভাল মন্দ চাই
জেনে এস দেখি তুমি গ্রাহক মণ্ডলে ?
আলাহিদা আছে কেহ বলে কি না বলে—?
গোলা লোকে গেঁথে থাকে প্রাচির ক্রাচির
পাকা রাজ গাঁথে যত শিল্পের মন্দির
বিধাতা করেন সৃষ্টি জগতের নর
মেয়ে গড়ে যত সব ওঁচা কারিকর

অতি সোজা স্ত্রীলোকের গঠন প্রণালি
চোলে যায়, মাটী লেপে দিয়ে গেলে খালি
কাজেই গড়িতে পারে যে সে সৃষ্টি কর্ত্তা
হেথাও যেমন হোতা তেম্নি কথা বার্ত্তা

পুরুষ গঠন করা সুকঠিন ভারি
তোমাদের মত নয় মাটী লেপা নারি
পাকাতে বাঁকাতে এতে কত কি যে হয়
যে সে খুবি বিধাতার কার্য্য এটী নয়
সুদক্ষ চতুর যিনি সবার উপর
তাঁহারি গঠিত নর মেয়েদের বর
সেই মত এক বুদ্ধি দিয়ে ছন তাই
যে বলেছে মেয়ে দিগে ওটাই বলাই

আর একটু বলি

এ রকম যুক্তি আছে তন্ত্র অনুসারে
মর্দ্দকে মেয়ের মত করা যেতে পারে
উটে যাবে তার সব নর চিহ্ন যত
আকারেতে হবে প্রায় স্ত্রীলোকের মত
তবে খালি গর্ভটা হবেনা মাত্র তার
কি জন্যে হইবে বলো দুঃখের ভাণ্ডার ?
নারী হোক্, সেতো হোলো নারীর মতন
কেন না বলিব সোজা স্ত্রীজাতি সৃজন

আরো এক যুক্তি আছে সকলেই জানে
দেখেছ তো ? পাঁটা গুল খাসি করে আনে
সে তো প্রায় হোয়ে যায় পাঁটীর মতন
কেন না বলিব সোজা স্ত্রীজাতি সৃজন

কিন্তু কই এ রকম ফিকির কি আছে ?
যে পাঁটী খাশা কোরে প্রায় পাঁটা কোরে দেছে ?
তন্ত্রেতে ও এ রকম যুক্তি কই বলো
যে মেয়েতে মর্দ্দের মত প্রায় হয়ে গেল
গোঁপ হোলো দাড়ি হোলো সব হোলো তার
মর্দ্দের মতন হোলো আকার প্রকার
শাস্ত্রে ও হবার নয় তন্ত্রেতে ও নয়
তাই বলি মেয়ে গড়া সোজা অতিশয়।

ক্রমশঃ।

মুক্তির কথা।

দেখিলে তো পৃথিবীতে আছা কত মজা ?
কত রকমেতে দেখ কত ভোগ সাজা।
পিতা মাতা ভাই ভগ্নি পত্নি পুত্র কন্তে
কত কি করিতে হয় কত কার জন্যে
মাসি পিসি প্রতিবেশি গুরু পুরহিত
কার জন্যে কত দিকে কত কি উচিৎ
খুড় খুড়ী জ্যাটা জেটী মামা মাসী বউ
ভেবে দেখ এর মধ্যে পর নহে কেউ
চাকর বাকর আছে পাচক পাচিকা
কত কে যে আছে তার কি দিব তালিকা
এছাড়া বিদেশে আরো কোথা কত নর
কোথা থেকে এনে দিলে কত কি খবর
ধন মান জ্ঞান কিম্বা যার যেটা নাই
যদি ও না চায় তাকে তবু দেয়া চাই
এত দুর ভেবে যারা ঘর কন্না করে
তাহারাই মুক্তি পায় মোরে গেলে পরে

এতো খালি বলা হোলো হেথাকার কথা
সেথা কারো যদি কিছু জ্ঞান গম্য যথা
পিতা মাতা হোতে আগে দেখিয়াছি যথা
কত কষ্ট তাঁহাদের মনস্তষ্টি করা

আমি যেন পাপী বোলে কষ্ট বলি তাই
পুণ্যবানে বুঝে দেখ, কেলেশ কি নাই ?
তা বই তাঁদের হোলে লোকান্তে গমন
কত কষ্টে নষ্ট করি ভবিষা পতন ?
সব ছেড়ে থাকি যদি তাঁহা দিগে লয়ে
তবেই তাঁহারা যান উর্দ্ধগামি হয়ে
তা ও কি থাকিলে খালি মনে মনে চলে ?
সমাজেতে কেহ যেন নাস্তিক না বলে
মাঝে মাঝে লোকাচারে শ্রাদ্ধ করা চাই
লোক শিক্ষা হেতু সেটা তাতে দোষ নাই
পিতা মাতা সুধু নয় আরো কথা আছে
ছোট বড় যে যেখানে যত মোরে গেছে
সবাকে করিতে হবে উর্দ্ধপথ গামি
তবে আমি মুক্তি পাব তবে আমি আমি
এ গুলি করা কি বড় সহজ ব্যাপার ?
সাজা বই একে বলো কি বলিব আর ?
এ সাজা কি পেতে কেহ পুনঃ পুন চায় ?
তাই ইচ্ছা করে যাতে মুক্তি পদ পায়

তার মধ্যে ফেরে ফারে কথা আছে আরো
লাভ বই তাতে কিছু ক্ষতি নাই কারো
ধনে মানে জ্ঞানে হোলে প্রকৃত উন্নত
তবে লোক মুক্ত হয় জনমের মত ।

ধনে মানে জ্ঞানে যত কমি বেশি যার
তত হেতা কমি বেশি আসা বাঁধা তার
তাতেই সকল লোক মুক্তি ইচ্ছা করে
ধন মান জ্ঞান লাভ করিবার তরে

ইচ্ছার হইলে নাশ মুক্তি পায় তবে
বিনা ভোগে ইচ্ছা নাশ কভু কি সম্ভবে ?
ফল কথা যিনি নন আদর্শ সংসারি
কখনই নন তিনি মুক্তি অধিকারি

ভিখারিকে তেড়ে দিলে মেরে চুট হুড়
আর মুক্তিপদ তুমি বুঝি মেরে নেবে খুড়

ফেরিওলা ডেকে বলে আলু নিবি বুড়
আর মুক্তিপদ তুমি বুঝি মেরে নেবে খুড়

বেছে বেছে খাবে বড় রোহিতের মুড়
আর মুক্তিপদ তুমি বুঝি মেরে নেবে খুড়

খাবা খাবা নাকে দেবে তামাকের গুড়
আর মুক্তি পদ তুমি বুঝি মেরে নেবে খুব

সাধু সেজে কাঁকে ঝাঁদে বেঁধে ধড়া চূড়
৯. আর মুক্তি পদ তুমি বুঝি মেরে নেবে খুড়
রীতি মত ধন যার ভাণ্ডারেতে রয়
কাঙ্গাল পারিবে তারা কল্পতরু হয়
তারা কি কাঙ্গালি দিকে হুড় ফুড় মারে ?
কত লোক অন্ন পায় অবারিত দ্বারে
অর্থাৎ রীতিমত ধন থাকা চাই

রীতিমত মান যার সমাজেতে থাকে
তাকে কি অমন কোরে ফেরিওলা ডাকে ?
কত লোক কাছে এসে কত ভিক্ষা মাগে
ব্রাহ্মণে আশীস করে প্রণামের আগে
অর্থাৎ রীতিমত মান থাকা চাই

রীতিমত যদি কেহ হন জ্ঞানবান ৯
তিনি কি কখনো আর ম'স্ত মুড়খান ?
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধারণা যাঁহার
অবশ্যই আছে তাঁর খাদ্যের বিচার
অর্থাৎ রীতিমত জ্ঞান থাকাচাই

যাহার শরীরে থাকে রীতিমত স্বাস্থ্য
তিনি কি কখনো হন দেহ লয়ে ব্যস্ত
নাশ করে তাকে কলে কিছুই না আরে
দিবানিশি মত্ত থাকে প্রেমামৃত পানে
অর্থাৎ রীতিমত স্বাস্থ্য থাকা চাই

রীতিমত থাকে যার সাধন ভজন
বাহ্যবেশ ভূষা তাঁর কিবা প্রয়োজন ?
অন্তরে অন্তরে থাকে আঁকা নারায়ণ
তিনিই প্রকৃত পক্ষে হরি পরায়ণ
অর্থাৎ রীতিমত সাধন থাকা চাই

এই কটী কাজে যারা এই মত ঠিক
তারাই প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত ধার্ম্মিক
তাঁরাই আছেন লোসে মুক্তিপদ কিনে
তুমিও কিনিবে হবে এরূপ যেদিন

তাতেই সকল লোক মুক্তি ইচ্ছা করে
এতগুলি মজা আছে মুক্তির ভিতরে
এখন বলা হোলো কেন লোক মুক্তি ইচ্ছা করে
মুক্তি যে কাহার নাম বলা যাবে পরে।

ক্রমশঃ

বন্দনা ।

কোথায় কৈলাশচন্দ্র বনিতার পিতা
যাঁর দুহিতার পূণ্যে পেয়েছি পূর্ণতা।
করিয়াছিলেন যিনি হেন রত্ন দান
কি কোরে তাঁহার দিব বৈইকুণ্ঠে স্থান।
তবে যদি তিনি কিছু হন পৃষ্ঠবল
তা'রি পুণ্যে কাটি তাঁর মায়ার শৃঙ্খল।
তাহাতে করেন যদি শৈথিল্য প্রকাশ
তাঁহারি কন্যার হবে তাহা সর্ব্বনাশ।

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক্।

কতদিন ঠিকে ঘরে থাকিব মা আর ?

মাতা।

যতদিন না পাকিবে গৃহটী তোমার
কাঁচা গৃহে কখনো কি পাকা আমি থাকে ?
যত্ন করা চাই তাই গৃহ যাতে পাকে
বেমেয়াদি পাট্টা কেহ নতুবা কি পায় ?
কাজেই সরিয়া যায় কথায় কথায়।

ডাক্।

যুক্তি কিছু আছে কি মা গৃহ পাকাবার ?

মাতা।

বেশ যুক্তি আছে বাবা, বোলে দেই তার।

ডাক্।

কেন মা ? এদিকে কিছু ক্ষতি আছে নাকি ?

মাতা।

তা না হোলে বাছা আমি অত চেপে রাখি ?

ডাক্।

কি ক্ষতি তোমার হবে বল না মা শুনি ?

মাতা।

ক্ষতি কি সামান্য বাছা ? "ব্যবসায় হানি"
আমার ব্যবসা কেবল সৃষ্টি রক্ষা কয়া
তাই আছে পৃথিবীতে বাঁচা আর মরা।
পাকা জমা কভু আমি কাকেও কি দিই ?
বরঞ্চ পাকাকে আমি কাঁচা কোরে নিই
তাই বলি পাকাবার যুক্তি দে'য়া ভার
সকলে জানিলে হবে ক্ষতি ব্যবসার।

ডাক্।

আমি তো ছাড়িব না মা, বলিতেই হবে।

মাতা।

এস বাছা কানে কানে বোলে দিই তবে
কদাচ বোলো না যেন যার তার কাছে
তবে তাঁকে বোলো, যার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে
"পাকা জমা নিতে যদি ইচ্ছা কর ধন
কদাচই করিবে না আমিশ ভক্ষণ।
তা হোলেই জমা যাবে একবারে পেকে
ইচ্ছামত কর ভোগ ঘরে বোসে থেকে
পাকাতে পাকাতে হোলে তবে হয় মিল
পাকাতে কাঁচাতে ধরি ঠিকের গামিল"
ডাকের বচন আমি তাতেই স্বীকার
তবে এখন বেশে বাল বোলে হবে উঠা ভার।

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক্।

এবার ডাকের কাজ পড়েছে
পয়সা পয়সা ডাক্ ছেড়েছে
বল বুদ্ধি, বিদ্যে সাদ্ধি, কিছুমাত্র নাই
হঠাৎ এমন, থোক্ থাক্ এ, খরচ কোথা পাই ?
যদি বলো উপার্জ্জনের চেষ্টা তোমার কই ?
ভাগের ভাগ কোথা যাবে, আমি কেউ নই ?

নারায়ণ।

বল বলো, বুদ্ধি বলো, ভরসা সবার বড়
সাধ থাকে তো ভরসা কোরে ফাঁকে বেরিয়ে পড়
যদি বলো, ঘরে বোসে, হোলেও হোতে পারে ?
আমিই নিজে গোলোক ছেড়ে ভক্তের অন্তরে ?
তাতেই বলি তুমি যদি পয়সা কড়িচাও
আমি কি আর মোট বৈব, ভাণ্ডারেতে যাও।

ধরায় যারা রক্ষা করে আমার ভাণ্ডার
ধনে মানে ফুলে ফীলে সোনার সংসার
দেবালয়, জলাশয়, অতিথি সৎকার
কত ছলে বিতরণ কত কি প্রকার
মুখ দেখলেই, বুঝতে পারে, কোন ভাবে কে ফেরে
ছোট বড় সবার প্রতি, সমান আদর করে

ঘৃতের কথা ।

দাতারাম ।

খাদ্য হেতু যুক্তি নিতে যার কাছে যাই
সকলেই বো'লে থাকে ঘৃত পান চাই
নানাবিধ খাদ্য আছে মাচ মাংস আদি
ঘৃতের গৌরব কেন সর্ব্ব সম্বাদি ?

ডক্ ।

খাদ্য দ্রব্যে যাতে যত যৈবনিক পাই
ঘৃতে যত আছে তত কিছুতেই নাই
মাচ মাংসে আছে বটে যৈবনিক পোয়া
ঘৃতে যেটা আছে সেটা আগুণে উড়োয়া ।

দাতারাম ।

মাচ মাংস খেতে হোলে সিদ্ধ কোরে খাই
আগুণে উড়োয়া কোন্ তাহাতেই নাই ?

ডাক্ ।

মাচ মাংস খেতে হোলে আগে তাকে মারি
ঘৃত খেলে প্রাণিটাকে রেখে খেতে পারি
কারো প্রাণ তাজা হোতে কারো প্রাণ যায়
ভাগ কি হোলো না যাতে দু'দিক বাঁচায় ?

জীবের শরীরে যত বৈধনিক আছে
জীব নষ্ট হোলে তারা কতক্ষণ বাঁচে ?
অধিকাংশ মোরে যায় কিছুমাত্র থাকে
তাহারো অধিক অংশ মোরে যায় পাকে।

এখনে রহিল যেটা অতি অল্প মাত্রা
ডাকের বচন তাই ছেড়েছি এ যাত্রা
তবে যারা মাচ মাংস কাঁচা খোরে খায়
তারা যদি খায় তবু চের খেতে পায়।

সজীবনে বৈধনিক খেলে অতি সুখে
বিশেষে যখন দেয় বাছুরের মুখে
সজোরে চালায় জীব দুগ্ধে মিশাইয়ে
তুমিও প্রচুর পেলে দুগ্ধ দুয়ে নিয়ে।

ডাকে তুমি কয় যদি আগুনেতে পাক
কটা তার মরে যায় ? তাজাই বেবাক
কোনোটা কোনোটা যদি ছিল বীর্য্য থাকে
বড় জোর সেইগুলা মোরে যায় পাকে।

যা খেলে তা খেলে তুমি তাহা বৈধনিক
জীবন বাড়িল তার আশার অধিক
জীবন বাড়িলে দেহ বেশি দিন থাকে
এই জন্তে দুগ্ধ খেতে বলি যাকে তাকে

নির্ম্মল পদার্থ ঘৃত সকলেই জানে
কাজেই দেহকে নির্ম্মল কোরে সহজেই আনে
নির্ম্মল হইলে দেহ স্বাস্থ্য হয় লাভ
স্বাস্থ্য যার থাকে তার কিসের অভাব ?

যত সুখ যাতে আছে স্বাস্থ্য সম নয়
ধন মান যশ জ্ঞান স্বাস্থ্য থেকে হয়
স্বাস্থ্য বিনে উড়ে যায় যশ জ্ঞান ধন
স্বাস্থ্য থেকে স্বশরীরে স্বর্গেতে গমন।

দিনে দিনে বৃদ্ধি করা স্বাস্থ্যের স্বভাব
স্বাস্থ্য থেকে করে জীব ব্রহ্ম পদ লাভ
স্বাস্থ্যকে বাড়াই যত নহে অতি উক্তি
স্বাস্থ্য থেকে শান্তিধাম স্বাস্থ্য থেকে মুক্তি।

এ হেন স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ থাকে যার
যত্নক্রমে ঘৃত পান আবশ্যক তাঁর
ঘৃত পানে ক্রমে ক্রমে যত বাড়ে প্রাণ
নির্ব্ব্যাধি শরীর হয় শঙ্কর সমান।

ঘৃতের মাহাত্ম্য।

(১)

অস্থির বদলে লও এরণ্ডের ডাঁটা
চর্ম্মের বদলে তুমি লও ছেঁড়া চ্যাটা
মাংসের বদলে লও কুমরের মাটী
আর বেচে বেচে আন খাঁটা ঘৃত পরিপাটি
একত্রেতে সবগুলি জুড়িয়ে গড়িয়ে
দেদার লাগাও তাল খুন্তিতে চড়িয়ে
দেখিতে দেখিতে তায় জন্মিবে মানব
তাকের কাছেতে এত ঘৃতের গৌরব।

(২)

ভাগাড় হইতে আন গবাদির হাড়
ছেঁড়া পাদুকার চর্ম্ম করহ যোগাড়
তুলো কিছু কিনে আন বাজার হইতে
একত্রেতে সব গুলি পাক কর ঘৃতে
আরো শীঘ্রতার হোতে জন্মিবে মানব
তাকের কাছেতে এত ঘৃতের গৌরব।

(৩)

কবর হইতে আন নরের কঙ্কাল
পশু মাংস তার গায়ে দাও ভাল ভাল
কাপড়েতে কর তার গাত্র আচ্ছাদন
ঘৃতে ভাজো কিছুক্ষণ করিয়া যতন
আরো শীঘ্র তাহা হোতে জন্মিবে মানব

(৪)

'হাড়ে মাসে কাঁচা পচা মৃত দেহ পেলে
ঘৃতে পাক কর যদি কটাহেতে ফেলে
অতি শীঘ্র তাতে হবে জীবন্ত মানব
ডাকের কাছেতে এত ঘৃতের গৌরব।

(৫)

এতে যদি জীর্ণ জরা নর দেহ নিয়ে
ঘৃতে পাক কোরে খাও খাইয়ে খাইয়ে
তাতে যে না হবে তার আবার যৌবন
একথা বিশ্বাস করে কোন্ অভাজন ?
আবার সবল শরীরে যদি ঘৃত কেহ খায়
এতো তেজ জন্মে তাতে ফেটে যোয়ে যায়
তা গেলে কি ফেটে যায় কাঁকুড়ের মত
অর্থাৎ ব্রহ্ম রন্ধ্র ফেটে হয় পরলোক গত
সে কথা প্রকাশ হবে অপর সময়
উপস্থিত বোলে যাই ঘৃতের বিষয়।

(৬)

মনে মনে ইচ্ছা হয় যা আজি তা বলি
বাঁধো বাঁধো করে মুখ করে ভয়ে চলি।
কি করি তথাপি মোর স্বভাবের দোষ
চন্দনে ক্রন্দন আসে কর্দমে সন্তোষ'।

যে যা মনে কয় আমি বলি সব খুলে
বাঁচিবার কথা বই কথা নাই মূলে।
কম কথা যাতে যাতে সত্যের সঞ্চার
সেই কথা কবে খালি ডাকের বিচার।

ঘিয়ে মাছে খেতে নাই অনেকেই জানে
জানা বোলে মানি তাকে জেনে যদি মানে।
মুখে বলি খেতে নাই কাজে যদি খাই
যে যা বলো আমি বলি কিছু জানা নাই।

মাচ মাংস, মৃত ভোজন, যা খেলে পর মরি
অমৃত ভোজন ঘৃত যা খেলে পর তরি
মৃতামৃত মিশিয়ে খাই
মরণও নাই তরণও নাই।

খাবে খাও মাচ মাংস খাবে খাও ঘৃত
একত্রে নিষেধ জানি গরল অমৃত।
চাই দেহ থাকে যদি ব্যাধিহীন থাকু
চাই যদি যায় তবে সহজেই যাকু

এখন বুঝিতে হবে কি কোপে কি হয়
অবশ্যই যুক্তি আছে অনর্থক নয়।
যা জানি তা বলি শুন যুক্তি তবে তার
সকলেই জানে ডাকু পণ্ডিত কথার।

কফ পিত্ত বাড়ে যাতে আয়ুর্ব্বেদ বলে
সহজে রোগের বশ বলিলেই বলে।
আয়ুর্ব্বেদ বলে পুনঃ আয়ু বাড়ে ঘৃতে
মাথা মাথি হোলো কেন গরলে অমৃতে।

গরলের ধর্ম্ম দেহ দেহ জর জর করে
মরিতে মরিতে তবু অমৃতে না মরে
না বাঁচে না মরে খালি জ্বলে পুড়ে খুন
ঘিয়ে যাচে খেলে করে এত অপগুণ।

রোগী হয়ে বেঁচে থাকা যাতনার শেষ
মোরে গেলে কিছু নাই ঘুচে গেল ক্লেশ
সুস্থ দেহে বেঁচে থাকে অতি পুণ্যবান
কয়রে ডাকের কথা হরি গুণ গান।

অনেকেই মনে করে মাচ মাংস ছাড়ি
বাড়ি থেকে উঠে যাক্ আমিশের হাঁড়ি
কিন্তু বিধাতার এম্নি সঙ্গত বিচার
ষত্তক্ষণে আবশ্যক হয়ে ওঠা তার।

যদিও বা করে ত্যাগ টানা টানি কোরে
শেষেতে ঘটায় পুনঃ অপরেতে ধোরে
যদি বলো অপরের কেন মুখা ব্যথা?
তিনিই তাহার যেন কোরে জোটকথা।

অনেকেই মনে করে সাধু হয়ে থাকি
সৎসঙ্গ করি আর সদানন্দে ডাকি
কিন্তু বিধাতার এমি মহীমা অপার
অসময়ে কোথা কিছু হয়ে ওঠা ভার।

কখনো মনেতে কই কাজে ঘটে কভু
কখন যা আবশ্যক প্রয়োজক বিভু
যখন করিলে যাহা সুমঙ্গল হয়
অন্তরে করেন বুঝে অন্তরে উদয়।

যে কালে যাহার যেটী প্রয়োজন হয়
তাঁহারি প্রেরণা মতে খুঁজে পেতে লয়
মাচ মাংস ছেড়ে দিব যত মনে করি
কদাচ হবার নয় না ছাড়ালে হরি।

ভাত কাপড়ের অধিক জ্বালা
সিঁদ কাটে তাই দিনের বেলা
আবার যখন পয়সা আসে
ক্দভঙ্গ হয়ে বসে।

নিজের প্রাণের অকুলানে
খুঁজে খায় তাই পরের প্রাণ
যখন প্রাণের কুলান হবে
জ্বালা হোতেই ঘুচে যাবে।
যদি বল মাচ মাংস সাধেনেই ওবি।
ছেড়ে খাওয়া আর ছেড়ে দেওয়া অনেক কম বেশী।

হাসির কথা।

গোবর্দ্ধন।

ধর্ম্ম কথা বলো খালি শুনি কাঁত হোয়ে
হাসাতে পার না খুড় কথা টথা কোয়ে ?

ডাকু।

কথা কোয়ে হাসি আনা শক্ত কাজ ভারি
কাঁদাতে যদ্যপি বলো মেরে ধোরে পারি।

গোবর্দ্ধন।

না বাবু, তোমাকে আজ ছেড়ে কথা নাই
খুব হাসি, এ রকম কথা বলা চাই।

ডাকু।

আচ্ছা বাবু বলি তবে এত যদি জেদ
কেনই তোমার মনে থাকে বলো খেদ
তবে এক কর্ম্ম কর আগে বাছাধন
ডেকে ডুকে আনো আরো দুই এক জন।

গোবর্দ্ধন।

এত রেতে কোথা গিয়ে কাকে আনি ধোরে
বলো তুমি, একা শুনে হাসি পেট ভোরে।

ডাকু।

না বাবু, শোন না তুমি, ডেকে আনা চাই
[illegible]।

গোবৰ্দ্ধন।

কথা কথা বৈত নয়, বোসে বোসে তার
উঠিবার প্রয়োজন কিসে হবে তায়?

ডাক্।

হাসিবার কথা যে গো, অন্ন কথা নয়
কি জানি, মুখেতে যদি, জল দিতে হয়?
কিম্বা কোনো ভাল মন্দ ঘোটে যদি যায়
কে আবার ডোম ডাকে কে আবার নায়?

বাহির দিক হইতে গুইরাম।

গুইরাম একটু খোনা গোচ।

কিঁ হোয়েছে গাঁ খুঁড়, ডোঁম ডাঁকা কেন,
কাঁ ডঁর কিঁ হাক্কি আমি ডেঁকে দেঁবো।

ডাক্।

কে ও পরমেশ্বর

গুইরাম।

আজ্ঞে না আমি গুঁইরাম।

ডাক্।

এস এস ভাল আছতো বাবা, অনেক দিনের পর যে।

গুইরাম।

আজ্ঞা ভাঁল বোল্যে ও ভাঁল আঁর মন্দ বঁল্যে মঁন্দ হঁয়।

এখন গুইরাম হাসিবামাত্র গোবর্দ্ধন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

শুইরাম চটিয়াছেন ডাকের প্রতি বলিতেছে "পেঁধ না খুঁড় দাঁত খিঁচড়ে ডাকছে, আবার শুঁইরাম আমাকে ব'লে শুঁয়ে।"

গোবর্দ্ধন।

আরে শালা শুইরাম বলি আর শুয়েই বলি ও আস্‌বেই

ক্রমশঃ।

কামিনী কাঞ্চনের কথা।

(১)

পৃথিবীর মধ্যে হ'লো দুটী বস্তু সার
কামিনী হইল এক কাঞ্চনটী আর
এ দুয়ে যাহার মন না মজিল ভুলে
বিফল জীবন তার জোয়ে নরকুলে।

(২)

কামিনীর দ্বারা হয় সন্তান সন্ততি
কাঞ্চনের দ্বারা হয় ধর্ম্মের উন্নতি
সন্তান সন্ততি চাই চাই ধর্ম্ম বল
নতুবা ডাকের কথা জনম বিফল।

(৩)

ইচ্ছা মত হয়ে গেলে সন্ততি সন্তান,
নাহি বাঞ্ছে তাবা চাই বাডার বয়ান।
একেই এড়ান বলে কামিনীর হাত,
এ রকম হোলে তবে ঘোচে যাতায়াৎ

(৪)

ইচ্ছামত হয়ে গেলে ধর্ম্মের উন্নতি
লোষ্ট্র মত লক্ষ চাই কাঞ্চনের প্রতি
একেই এড়ান বলে কাঞ্চনের হাত
এ রকম হোলে তবে ঘোচে যাতায়াৎ।

(৫)

যত দিন না বসিবে স্বস্থানেতে মন
তত দিন পুরুষের নারী প্রয়োজন
যত দিন স্বস্থানেতে থাকিবেক মন
তত দিন পুরুষের প্রয়োজন ধন।

(৬)

যতই যাহার হোক্ সন্তান সন্ততি
আশা মিটে গেছে হেন অল্প লোক অতি
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করে কন্যা পুত্র তরে
সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মে আর মরে।

(৭)

যতই যাহার হোক্ ধর্ম্ম উপার্জ্জন
আশা মিটে গেছে হেন লোক কয় জন?
ধর্ম্মের নিমিত্তে চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করে
সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মে আর মরে।

(৮)

সন্তানের আশা যদি না মিটিয়া যায়
নারির হাতে কি কেউ পরিত্রাণ পায়?
কাজেই ত্যজিতে হয় কামিনী কাঞ্চনী
কাল ভুজঙ্গিনি যিনি অন্ধকার যামিনী।

(৯)

আমি কি ছাড়িতে পারি অভিলাষ তাঁর ?
তিনি যে না ছাড়ু বন্ধ্যা যুবতী যাঁহার
প্রয়োজন নাই আর যদি আমি বলি
তথাপি কিঞ্চিৎ যেন এত হাত আলি।

(১০)

সন্তানের আশাটা কি সহজেই মেটে ?
কটা নারী ধরে বলো সৎপুত্র পেটে ?
সৎপুত্র না হোলে কি মেটে কারো আশ ?
কাজেই হইতে হয় কামিনীর দাস।

(১১)

এন্ত কি কামিনী ত্যাগ সহজেই হয় ?
না ছোট খাট কথা! নাকি সব খেতে সয় ?
বিধাতা যাঁহাকে দেন আশাতীত ফল
তিনিই এড়িয়ে যান মায়ার শৃঙ্খল।

(১২)

এতে যে এড়াতে পারে কামিনীর হাত
কেন না করিব তাঁকে শত প্রণিপাত ?
মেয়েকে যে মায়া বলে সকলেই জানে
মেয়েতে পাঠায় পরে মেয়েতেই আনে।

(১৩)

যতই করুন বিনি উপভোগ নারি
আশা মেটা লোক কমু দিতে দিতে পারি
নারীর কামনা থাকে অন্তরে অন্তরে
সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম আর মরে।

(১৪)

কামিনী কাঞ্চন বিনে পরিত্রাণ নাই
মনে মনে কিন্তু ওতে বিষ দৃষ্টি চাই
তবেই সময়ে হবে শঙ্করের মত
আগা গোড়া ছেড়ে দিলে সব ভুতগত।

(১৫)

তবে তা'গের নিমিত্তে যারা গ্রহণে নিযুক্ত
তারাই জানিবে তুমি মুক্তি উপযুক্ত
ত্যাগেতে নিযুক্ত যারা গ্রহণের তরে
তারা কি কখনো আর শান্তিভোগ করে।

(১৬)

আর গ্রহণে নিযুক্ত যারা গ্রহণের তরে
কে জানে তাদের কথা কত জন্মে, মরে
কিন্তু ত্যাগের নিমিত্তে যারা ত্যাগেতে তৎপর
হোতেছেন তিনি মুক্তি পথে অগ্রসর।

(১৭)

কি করে যে কত দিনে ভবে ছাড়ি নারি
মুক্তি বলি শুন তার যত দূর পারি,
প্রদানে আদানে কভু কভু পরশনে
দরশনে কভু কভু ভেবে মনে মনে।

(১৮)

পয়ে পয়ে ক'টি কার্য্য হয়ে গেলে পর
তবে মন ঘরে বসে তবে মর মর
প্রদানে উৎপন্ন করি সন্তান সন্ততি
আদানে করিয়া থাকি জ্ঞানের উন্নতি।

(১৯)

পরশনে কোরে থাকি আত্মার সকার
দরশনে কোরে থাকি ক্রমোন্নতি তার
মনে মনে ভেবে করি উন্নতির শেষ
মন থেকে সোরে গেলে সাক্ষাৎ মহেশ।

(২০)

এত দিনে তবে মেটে কামিনীর হাত
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানান্ উৎপাত
যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে, মারে যারা কথা শুনে চলে।

(২১)

তবে ওটা গোড়া থেকে লক্ষ রাখা চাই
যত লক্ষ পড়ে তত অব্যাহতি পাই
ও জ্বালা এড়ান কিবা সহজ ব্যাপার
তা'রি ভাগ্যে ঘোটে যার শেষ জন্ম যার।

ডাকের কথা।

(২২)

কি কোরে যে কতদিনে ছাড়িবে কাঞ্চন
যুক্তি বলি তার মনে উঠে হু যেমন
কিছুদিন কয়া চাই অর্থ উপার্জ্জন
পরে কিছুদিন চাই রক্ষা করা ধন।

(২৩)

তার পরে থাকা চাই মত্ত হয়ে ধনে
সাকার উপাসনা কোরে ধর্ম্ম উপার্জ্জন
তা বই হইলে পরে নিরাকার ভক্তি
তবে ক্রমে ক্রমে কমে ধনের আশক্তি।

(২৪)

নিরাকারে যত জমে অচলা বিশ্বাস
তত হয় ক্রমে ক্রমে বিষয়ে উদাস
তা বই যখন বোঝে প্রণয়ের অর্থ
তবে হয় ধন তৃষ্ণা ছাড়িতে সমর্থ।

(২৫)

এক দিনে জুবে ঘোচে কাঞ্চনের হাত
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত
যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে, মারে যারা কথা শুনে চলে।

ক্রমশঃ।

প্রলাপ।

(১)

এত(—)খানি পাপ কর্ম্ম কোরে যদি থাকি
আর এত(-)টুকু মাত্র যদি মা মা বোলে ডাকি
তা হোলেই সব পাপ উড়ে পুড়ে যায়
তাতেই মায়ের গুণ এত ডাক্ গায়।

(২)

সত্য রক্ষা হেতু যদি মিথ্যা কথা বলি
তথাপি জানিবে আমি ধর্ম্ম পথে চলি
আর সত্য রক্ষা হেতু যদি বলি সত্য কথা
তা হোলে জানিবে আমি পরম দেবতা।

(৩)

মিথ্যা রক্ষ হেতু যদি সত্য কথা বলি
কে বলে তা হোলে আমি ধর্ম্ম পথে চলি ?
আর মিথ্যা রক্ষা হেতু যদি মিথ্যা কথা কই
তা হোলে মানব আমি কদাচই নই।

(৪)

দিবানিশি না করিলে কাজে নিয়োজন
স্বভাবতঃ করে মন অকাজে গমন
কাজ বলি যাতে বাড়ে ধর্ম্ম আর ধন
অকাজ তাহাকে বলি. যাহাতে মরণ।

(৫)

ধর্ম্ম বলি যাতে হয় অমরত্ব লাভ
ধন বলি যাতে হয় নির্ম্মল স্বভাব
ধর্ম্মেতে যাহার হয় যত ইতস্ততঃ
অমরত্ব লাভ তার ঠিক সেইমত
হয় বাটি পাঁঠাটি নয় আশি নই
নয় খণে চন্দ্র সূর্য্য আমি ঠিক রই।

(৬)

ধর্ম্মেতে যাহার হয় যত ইতস্ততঃ
স্বভাব নির্ম্মল তার ঠিক সেইমত
হয় ধরি খাঁড়া ঢাল নয় পাঁজি ধরি
নয় ধরি থলি নয় শ্রাদ্ধ শান্তি করি।

(৭)

হয় পরি অক্ষ মালা গেরুয়া বসন
গায়েতে লেপন করি রক্ত চন্দন
কৌপিন বন্ধন করি তুলে উর্দ্ধমুখে
মাচ মাংস খাই থাকি পরম কৌতুকে।

(৮)

নয় তুলসীর মালা হরিদ্রা বসন
গোপী মাটি হরি নাম গাত্রের ভূষণ
কৌপিন ধারণ করি রেখে অধমুখে
মাচ মাংস ছেড়ে থাকি পরম কৌতুকে।

(৯)
নব শ্বেত বস্ত্র পরি শ্বেত উপবিত
গাত্রের ভূষণ প্রায় নাই কদাচিৎ
কৌলিন কৌপিন কিছু প্রয়োজন নাই
সাত্বিক আহারে খালি প্রাণে সুখ পাই।

(১০)
সাধারণ নির্ম্মলের লক্ষণ এ গুলি
যাহা ধোরে তুমি আমি সমাজেতে চলি
প্রকৃত নির্ম্মল হোলে আলাদা লক্ষণ
দেখি কি বলিব তাতে উড়ে যায় মন।

(১১)
বিচার আচার নাই সকলি অভাব
ইহাকেই বলা যায় নির্ম্মল স্বভাব
অমন নির্ম্মল হোতে বেশি চাই ধন
তাতেই ধনের এত বেশি প্রয়োজন।

(১২)
যাহাকে করিতে হবে অর্থ উপার্জ্জন
অবশ্যই থাকা চাই ধর্ম্ম পথে মন
যাহাকে করিতে হবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন
অবশ্যই রাখা চাই অর্থ পথে মন।

(১৩)
যত যায় আমি করে পুরুণত লাভ
তত তায় হয়ে আসে নির্ম্মল স্বভাব,
রাগ যায় দ্বেষ যায় যায় অহঙ্কার
পৃথিবীতে থাকে যেন নব্ব অবতার

(১৪)

পিতা মাতা ছিল যার অতি পুণ্যবান
তারাই পেয়েছে ব্যাংক হোলে পরিত্রাণ
যা কোরে পেয়েছে কিন্তু তারাই তা জানে
কত নোর মই গেছে বুকে পিটে প্রাণে।

(১৫)

মা বাপ যাঁদের হয় অতি পুণ্যবান
তারাই পাইয়া থাকে ভব ঘোরে ত্রাণ
যা কোরে নিস্তার পায় তারাই তা জানে
কত নোর মই যায় বুকে পিটে প্রাণে ।

(১৬)

হয় মন সমর্পণ কর নারায়ণে
নয় রাখ দিবানিশি অর্থ উপার্জ্জনে
পুত্র উৎপাদনে দিলে তবু কিছু ভাল
নারিতে সঁপিলে পরে সব পোচে গেল

(১৭)

পেটে যদি কারো বেশি দুর্গন্ধ হয়
গন্ধ,তাদালির ঝোলে করে সেটা ক্ষয়
হাতে পায়ে কারো যদি কাঁটা ফুটে যায়
কাঁটা বিনে কার সাধ্য তোলে বল তায় ?

(১৮)

পাপীকে তরাতে হোলে পাপী প্রয়োজন
জাতি বিনে কেবা করে জাতিকে হনন
তবে এক কথা আছে সবার উপর
সে পাপীতে এ পাপীতে প্রভেদ বিস্তর

(১৯)

যে পাপীতে ভাবে আমি নিজে পুণ্যবান
এ পাপী ভাবেন আমি পাতকি মহান
নিজে পাপী বোলে যার মনে হয় বোধ
তাহার পাপের শেষ জনমের শোধ।

(২০)

না হোলে পাপের শেষ কার সাধ্যতরে
আর নিজে না তরিলে বলো কেনা তারে পরে
ডাকের নিজের বোধ পুণ্যবান নিজে
যাতে ওটা যায় বলো যত দেব দ্বিজে।

(২১)

তা না হোলে এবারেও ডাকা ডাকি সার
পেরেও উঠিনে আর বার বার যার
দশের আশিশে হোলে ভগবান রাজ
বিলাব মুক্তির কথা জাহাজ জাহাজ।

(২২)

পূর্ব্ব পুণ্যে ধনি গৃহে আসিয়া জন্মায়
পিতৃ মাতৃ পুণ্যে সুখ কিছু দিন পায়
তাতে যদি ক্রমে দেয় নিজ পুণ্য যোগ
তা হোলেই ধন মান বহু কাল ভোগ।

(২৩)

আর যদি নিজ পুণ্য ক্রমে করে ক্ষয়
তা হোলেই অতি কষ্টে অল্প দিন রয়
যদি বলো কাকে বলি পাপ আর পুণ্য ?
পুণ্য বলি দয়া, আর পাপ, দয়া শূন্য।

(২৪)

পাপ পুণ্য ছাড়া কিছু দেহ মাত্র নাই
ফলাফল ভোগ তার অবশ্যই চাই
কারো থাকে ছড়ে পুণ্য হাড়ে কিছু পাপ
কারো হাড়ে পুণ্য থাকে ছড়েতে খারাপ ।

(২৫)

ছড়ে যার পুণ্য থাকে আগে তার সুখ
শেষেতে ভুগিতে হয় দারুণ অসুখ
হাড়ে যার পুণ্য থাকে আগে কিছু ক্লেশ
শেষেতে জানেনা আর অসুখের লেশ ।

(২৬)

কাজেই তাহার হয় সেই বুদ্ধি যোগ
শেষেতে যাহাতে হয় শান্তি সুখ ভোগ
ডাকের বচন যিনি শান্তি সুখ পান
জগতের মধ্যে তিনি মহা পুণ্যবান ।

(২৭)

রিপুর সুখেতে যারা সুখ বোধ করে
তারাই নরের মধ্যে অকালেতে মরে
তাই কি আবার ছাই এক বার মরে ?
পুনঃপুনঃ মরে আর জন্ম গ্রহ' করে ।

(২৮)

আত্মার সুখেতে যার সুখ বোধ হয়
তাহার মরণ কভু অকালেতে নয়
তাও যে অল্পের হয় যাতে বেশি শত
থাকেক [illegible] দশ তিন আর হবে ।

(২৯)

কিন্তু যিনি মনে জানে আমাকেই চান
ডাকের বচন তিনি স্বশরীরে যান
কি কোরে কোথায় যান কি রকমে চোলে
সময়ে সে সব কথা খুলে যাব বোলে।

(৩০)

না কোরে বজোরে পরে শত্রু পরাজয়
আগে ভাবো কারো সঙ্গে শত্রুতা না হয়
না কোরে ভোজন অন্তে বাঁপাশে শয়ন
আগেতে আহার কর খালি রেখে কোন।

(৩১)

না কোরে বয়স শেষে সাধন ভজন
যৌবনে করিয়া চলো সাত্তিক ভোজন
যদি বলো সাধনের অসাধার বল ?
সাত্তিক আহার* হোলো সাধনের ফল।

(৩২)

তা বোলে বলিনে আমি হইতে নাস্তিক
অর্থাৎ হইতে বলি প্রকৃত আস্তিক
প্রকৃত আস্তিক হোলে তবে পাই মুক্তি
নতুবা ডাকের কথা ইঁদুরের যুক্তি।

(৩৩)

যতদিন মোক্ষ পথে না পড়িবে দৃষ্টি
ততদিন দুলো খ্যাদা কত্তা পুত্র স্ত্রী
পরোলোক লক্ষ কোরে মন ধ্যান করি
বিষয় আশয় হেতু দেব দেবী ঋষি।

(৩৪)

কিন্তু যদি যজ্ঞ প্রতি লক্ষ কারো হয়
বিনা যোগে কখনই লভিবার নয়
যোগের প্রকৃত অর্থ উর্দ্ধে তোলা মন
যত উঠে তত কমে কামিনী কাঞ্চন।

(৩৫)

থাকে দেহ ক্রমে বাড়ে যোগে নাই ক্ষতি
পর জন্মে হয়ে পড়ে হঠাৎ উন্নতি
যোগের চরম সীমা লাভ যাঁর হয়
কেনা জানে নারায়ণ তাঁহাকেই কয়।

(৩৬)

অর্থাৎ তিনিই যত নর পরিত্রাতা
বাক্য ছলে নানারূপ উপদেশ দাতা
পোড়ে শুনে জেনে লোক মুক্তিপদ পায়
তাই তিনি নারায়ণ ডাকের কথায়।

(৩৭)

কে কবে দেখেছে বলো বিধাতা কেমন
তবু কিন্তু বলে নারায়ণ নারায়ণ
কথার প্রকাশ তিনি মানবের মুখে
তাতেই মানবে হরি বলি ডাল ঠুকে।

(৩৮)

ইচ্ছা সুখে বা যাহারা বেশি কোরে খায়
কিছুমাত্র তাহাদের পাপ নাই তায়
যদ্যপি খায়নি কোরে অন্য যারা খায়
কভু যে তাদের পাপ [illegible] [illegible] হয়।

(৩৯)

ইচ্ছা সুখে যে যা খাই ছেড়ে দিলে দোষ
খেতে হয় যাতে যায় প্রাণ পরিতোষ
অনিচ্ছাতে যে যা খাই না ছাড়িলে দোষ
অল্পমাত্র খেলে তবু প্রাণ অসন্তোষ।

(৪০)

খাদ্যের বিচার নাই জ্ঞান নাই যার
পরম জ্ঞানির নাই খাদ্যের বিচার
তা বোলে কি উভয়েতে তুল্য ফল পায়?
অজ্ঞানিতে মোরে যায় জ্ঞানি বেঁচে যায়।

(৪১)

যত ধর্ম্মভাব আছে যাহার অন্তরে
ব্যবসায় পরিচয় পায় তাহা পরে
শুনেছতো ব্রাহ্মণের ব্যবসা কেমন
অধ্যয়ন অধ্যাপনা যজন যাজন।

(৪২)

তাহাতে অক্ষম হোলে বেচে শঙ্খ পান
তাতেও অক্ষম হোলে ভিক্ষা কোরে খান
তথাপি ধরেনা তারা এরূপ ব্যবসা
ছেড়ে দিতে হয় যাতে জীবনের আশা।

(৪৩)

কিম্বা যদি অন্য কোনো কর্ম্ম কোরে খায়
হেন কর্ম্ম করে যাতে ধর্ম্ম গণ্ডা আয়
যদি বলো ধর্ম্ম গণ্ডা আর কাকে কয়?

অর্থাৎ যা নিয় তা নিয় কোরে [illegible]

(৪৪)

ভিতরেতে যত যার থাকে ধর্ম্মভাব
তত তার ধন মান অনিচ্ছায় লাভ
ততই সম্পদে ভোগে বংশবলি তার
ব্যয়েতেও ক্ষয় নাই লক্ষীর ভাণ্ডার।

(৪৫)

বাহিরেতে যত যার থাকে ধর্ম্ম ভাব
তত তার ধন মান ইচ্ছা কোরে লাভ
ততই বিপদে ভোগে বংশাবলি তার
বিনা ব্যয়ে টুটে যায় অক্ষয় ভাণ্ডার।

(৪৬)

বেচে কুচে খেতে যদি শিক্ষা দিতে চাও
তামস আহার তবে ছাড়াইয়া দাও
বরঞ্চ রাজস খেলে ক্ষতি নাই তার
হেথাকার সুখ তবু বেশী তাতে পায়।

(৪৭)

আর ধরাতে যদ্যপি পারো সাত্ত্বিক আহার
তা হোলে তো হাড় সুদ্ধ কোরে দিলে তার
ধন হোলো মান হোলো বাড়িল জীবন
তাতে হোলে হাড় শুদ্ধ নর নারায়ণ।

(৪৮)

কত কার কোরে যাবে উপকার কত
ধরাতে থাকিবে যেন বিধাতার মত
কত দুষ্ট শিষ্টে দিবে দণ্ড পুরস্কার
[illegible] হবে তার।

(৪৯)

পণ্ডিতের কাছে চাই সত্য কথা বলা
গোপনে গোপনে চাই সত্য পথে চলা
মূর্খের নিকটে হবে মিথ্যা কথা বোল্‌তে
প্রকাশ্যে সমাজে হবে মিথ্যা পথে চোল্‌তে।

(৫০)

পণ্ডিতের কাছে যদি মিথ্যা কথা বলো
চিরকাল রয়ে যাবে বুদ্ধি অনুজ্জ্বল
সরল হৃদয় তারা নির্ম্মল স্বভাব
সহজে বুঝিয়া লন অপরের ভাব।

(৫১)

তোমাকে বোঝেন যদি মিথ্যাবাদি বোলে
কদাচই সূক্ষ্ম কথা বলিবে না খোলে
কাজেই হবে না আর জ্ঞানের উন্নতি
কেন না হইবে বলো নরকেতে গতি।

(৫২)

যদি বলো জানিবার থাকিনেক আর
সব জেনে বোসে আছি কি ভাবিব আর?
যত জানো; তবু ঢের বাকি আছে তার
অনন্ত দেবের খেলা অকূল পাথার ৷

(৫৩)

মূর্খের নিকটে যদি সত্য কথা বলো
তা হোলে তোমার দফা একেবারে গেলো
সত্য তো জেনেই যাবে কথা নাই তার
লাভে হোতে লেখা থেকে উঠে আরো ভার।

(৫৪)

পারে যদি কোরে দেবে তখনি সাবাড়
না পারে তো জ্যালা যেয়ে ভেঙ্গে দেবে হাড়
বুঝিলে কি কার কাছে কি বলিতে হয় ?
পণ্ডিতকে ভয় নাই মূর্খকেই ভয়।

(৫৫)

সত্যবাদি লোক যত পৃথিবীতে আছে
কদাচ ঘেঁশেনা তারা সমাজের কাছে
কোথা থাকে কোথা যায় কেহই না জানে
সমাজের গোলযোগ কিছুই না মানে।

(৫৬)

যদি বলো কাকে তবে বলিব পণ্ডিত ?
যে কোনো প্রকারে যারা করে পরহিত ঃ
যদি বলো কাকে তবে মূর্খ বোলে ধরি।
যে কোনো প্রকারে যারা নিজানিষ্ট করি ঃ

টাকার কথা।

পৃথিবীতে এসে যাকে না খুঁজিল টাকা
মিথ্যা নরদেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা।

পৃথিবীতে এসে যিনি খুঁজিলেন টাকা
মিথ্যা নরদেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা।

পৃথিবীতে এসে যিনি না চিনিল টাকা
মিথ্যা নরদেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা।

পৃথিবীতে এসে যিনি চিনিলেন টাকা
মিথ্যা নরদেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা।

রাজাধিরাজের কুলে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা কখন কি রয়
কত দিকে কত লোক কত টাকা খায়
হীরে মুক্ত মাণিকের হুকিবাদ যায়।

যোগীর কুলেতে এসে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা কখন কি রয়
প্রকৃত পক্ষের তারা আমি হয়ে ওঠে
কোথা থেকে কত টাকা কাছে এসে জোটে।

বিয়োগীর কুলে এসে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা দিবানিশি রয়
কত ছলে কলে দেয় কার গলে ছুরি
কর্ম্মের মধ্যেতে খালি চুরি জুয়াচুরি।

টাকাকে চেনেন যাঁরা ধর্ম্ম প্রাণ যোলে
টাকা নষ্ট তাঁরা কভু করেন কি যোলে?
দুই পিঠে নষ্ট পুড়ে মুক্ত হয় প্রায়
ভ্রান্তিতে ও কড়া ক্রান্তি অনর্থ না যায়।

ধর্ম্ম প্রাণ বোলে যারা টাকাকে না চেনে
টাকা দিয়ে তারা খালি অনর্থই কেনে
কত যায় রাঁড়ে ভাঁড়ে কত যায় মদে
কত বা উড়িয়া যায় অলীক আমোদে।

টাকাকে চেনেন যারা ব্রহ্ম বস্তু বোলে
টাকা নষ্ট তাঁরা কভু করেন কি মোলে
মান যাক্ প্রাণ যাক্ যাক্ ছেলে পিলে
তাতে ক্ষতি নাই ক্ষতি কপর্দ্দক দিলে।

রাজবংশে নারায়ণ এনে দেন যাকে
জন্মিবার আগে তাঁর টাকা জমা থাকে
চেষ্টা বা অচেষ্টা তাঁর কিছুমাত্র নাই
বহু পুণ্যফলে, বলে রাজা হয় তাই।

যোগীকুলে যাঁকে এনে দেন নারায়ণ
জন্মিবারপরে তাঁর হাতে আসে ধন
অচেষ্টায় আসে তাও চেষ্টা নাই মূলে
যোগ-ভ্রষ্ট না হোলে কি জন্মে যোগীকুলে।

(ক্রমশঃ)

---

* অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের সাধন না থাকিলে আর সাত্ত্বিক আহারে প্রবৃত্তি জন্মে না।

বন্দনা।

কোথায় ঠাকুর ঘোষ রামনারায়ণ,
নগর করেন যিনি কেটে ছিঁড়ে বন।
কোথায় মথুরানাথ তোমাকে প্রণাম,
যাঁ হতে মথুরাবাটি এদেশের নাম।
কোথা প্রভু রামকৃষ্ণ কোথা প্রভু হটু,
কোথা রাম তর্কনিধি সর্ব্বশাস্ত্র পটু!
কোথা লালা হরি ম'ন দেশের গৌরব,
বাবু আশুতোষ বিশ্বাসের যে কুলে উদ্ভব।
কোথা কোথা কোথা তুমি কোথা আছ দেব,
পীর মধ্যে অগ্রগণ্য জাফরালি সাহেব।
তোমাদের অন্নে যার শরীরের অস্থি,
কি পাপে তাহার নাই স্বপ্ন সুখ স্বস্তি?
যদি বল সুখ দুঃখ বিধির কৌশল,
কোথা যাবে তোমাদের অন্নের সুফল?
এমন দেশে জোন্মে যদি এমন হয়ে থাকি,
তা হোলে নামের কিছু মর্য্যাদা নাই নাকি?

ডাকের কথা।

মাতার সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

ডাক্

কেন মা আমাকে তুমি আনিলে হেথায় ?

মাতা

তা না হোলে ধরাটা যে অধঃপাতে যায়।

ডাক্

আমার দ্বারায় বলো কি হইবে তায় ?

মাতা

কমাইতে হবে কিছু অবনীর ভার।

ডাক্

কি কোরে কমাতে হবে আমি কি মা জানি ?

মাতা

তুমি যে জান না, আমি সে কথাটি মানি

কিন্তু আমি যদি বোলে দিই সদ্যুক্তি তার

পার কি না পার তুমি কমাইতে আর ?

ডাক্

ওঃ তুমি যদি বোলে দাও তা হলে কি হারি,
বরং যতটা বলিবে তার লক্ষগুণ পারি।
তবে তুমি বলে দাও সদ্‌যুক্তি তার,
কি কোরে কমাতে হেথা হবে কোন্ ভার।

মাতা

আমিত্ব প্রধানে ধরা হয়ে গেছে ভারি,
এত ভারি, ধরে আমি রাখিতে না পারি।
তোমাকে কমাতে বাছা হবে সেই ভার,
প্রধান ঔষধ তার "সাত্ত্বিক আহার"।
অর্থাৎ ছাড়াতে হবে মাছ মাংস খাদ্য,
চেষ্টা কোরে দেখ বাছা যতদূর সাধ্য।

ডাক্

এই জন্যে এ অধীনে এতদূর আনা ?
ওটা ত ছাড়াতে পারে হাবা কালা কানা।
মুখ কাণ চোখ্ আছে রয়েছে মন্দানি,
আমি আরো ওর চেয়ে ভাল যুক্তি জানি।
আমিত্ব কি যাবে খালি সাত্ত্বিক ভোজনে ?
ব্রহ্মচর্য্য শিখাইব রক্তবীজ গণে।
মাংসটা ত স্থানে স্থানে ছেড়ে আছে প্রায়,
মৎস্যটাকে তুলে দিবো কথায় কথায়।

হাজার হাজার তার দেখাব প্রমাণ,
মাছমাংসে যে রকমে পোচে যায় প্রাণ।
তা হোলে কি কেহ আর মাছ মাংস খাবে?
না মেছুয়া বাজার দিয়ে রাস্তা চোলে যাবে?
তা মাছ মাংস গেল যদি সাধারণ ভোগ,
তাহার উপরে যদি শিক্ষা দিই যোগ,
কে আর তা হোলে বলো "আমি আমি" বোল্‌বে,
তোমার দোহাই দিয়ে সকলেই চল্‌বে।
দেখ দেখি পারি কিনা ছ মাসের মধ্যে,
প্রমাণ প্রয়োগ এর লিখে গদ্যে পদ্যে।

মাতা

অবশ্য পারিবে বাছা, তুমি কি আটাশে?
ভূমিষ্ঠ করেছি আমি পুরো বারো মাসে।
তা না হোলে তোমাকে কি দিতাম এ ভার,
প্রায় মৎস্য দেশবাসী মাত্রে পক্ষপাতী যার?
বিঁদিয়ে বিঁদিয়ে বলো যুক্তি জান যত,
মাছ মাংস ছাড়ে যাতে আর্য্যাবর্ত্ত মত।
তাহার উপরে দাও যোগশিক্ষা ঝেড়ে।
আর "আমিকে" সমূলে দাও ধরা থেকে তেড়ে।
তা হোলেই লঘু হবে অবনীর ভার,
সাধ্য কি যে কলিকাল থাকে হেথা আর।

ডাক্

তোমার আজ্ঞায় আমি সব কার্য্যে জয়ী,
ডাকের বচন "জয় মা করুণাময়ী"।

নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা।

নারায়ণের প্রশ্ন।

তোমারই ত সকল কথার জবাব দিয়ে থাকি,
আমি একবার প্রশ্ন করি জবাব কর দেখি?

ডাক্

প্রশ্ন হোলে কাজে কাজেই জবাব দিতে হবে,
যা ইচ্ছা বোলে যাব রাগ কোরনা তবে।

নারায়ণ

বলো দেখি এখানে কে এনেছে তোমাকে?

ডাক্

নিজেই এসেছি আমি, আনবে আবার কে?

নারায়ণ

এলে হেথা কি প্রকারে?

ডাক্

ক্রমোন্নতি অনুসারে।

নারায়ণ

ক্রমোন্নতি কাকে বলে?

ডাক্

পশু পর প্রাণী হলে

নারায়ণ

কবে তুমি হোলে নর?

ডাক্

সকল প্রাণীর পর।

নারায়ণ

কি জন্তে এলে ভবে ?

ডাক্

যা কোর্বো তাই হবে।

নারায়ণ

কিছু কি-নির্দ্দেশ নাই ?

ডাক্

যখন যাতে সুখ পাই।

নারায়ণ

একটী সুখের কথা বলো ?

ডাক্

প্রথমেতে সৃষ্টি হোলো।

নারায়ণ

দ্বিতীয় কেমন ধারা ?

ডাক্

সৃষ্টিকে পালন করা।

নারায়ণ

তৃতীয় কেমন সুখ শুন্তে আমি চাই ?

ডাক্

সুখ নাই দুঃখ নাই গুণ মাত্র পাই।

নারায়ণ

বলো দেখি তবে তুমি গুণ পাইবে কার ?

ডাক্

আমি বিনে ত্রিজগতে কেউ নাই তো আর।

নারায়ণ

তুমি বুঝি মনে কর আমি তবে নাই ?

ডাক্

থাক্‌বে কেমন থাকো দেখি আমি সোরে যাই।
ডাকের কথা যতই তুমি কর আঁটা আঁটি
নরের হাতেই ঠাকুর তোমার মরণ জীবন কাটি।

নারায়ণ

স্বজাতির প্রতি তুমি ইর্ষা কোরে ছিলে।

ডাক্

সেই জন্তে জোন্মে ছিলাম বিড়ালের কুলে।

নারায়ণ

নানাবিধ মাংস তুমি করেছ ভক্ষণ ?

ডাক্

ব্যাঘ্র রূপে মাংস খেয়ে শরীর রক্ষণ।

নারায়ণ

হরণ কোরেছ তুমি পরের সম্পত্তি ?

ডাক্

ব্যাড়া কেটে মুর্গী চুরি শৃগালের বৃত্তি

নারায়ণ

রিপুভয় ছিলে তুমি চোকে দেখেছি।

ডাক্

অন্য অবতারে আমি না করেছি কি?

নারায়ণ

কত দিন আগমন এখানে তোমার?

ডাক্

বহুকাল আগে হেথা তুমি আসিবার।

নারায়ণ

এত দিন হেথা থেকে কি শিক্ষা পেলে?

ডাক্

টাকা টাকা টাকা আর ছেলে ছেলে ছেলে।

নারায়ণ

সকলেরই তবে নাকি এক ভাবেতে থাকা?

ডাক্

টাকার তরে ছেলে, কারো ছেলের তরে টাকা

নারায়ণ

এ ছাড়া কি কারো কোনো অন্য কথা নাই?

ডাক্

মেরে কেটে বড় জোর এক পাই আধ পাই।

নারায়ণ

ঐ যে তবে অত লোক হরি হরি করে?

ডাক্

যুধিষ্ঠিরের হরি সেবা দুর্য্যোধনের ভয়ে।

নারায়ণ

মা মা বোলে ঐরে অত গেরুয়া বসন পরে?

ডাক্

ওরা খালি হরি হরি বোল্‌বে কোলে পরে।

নারায়ণ

আধ পাই এক পাই যারা বোলো আমার কাছে,
বলো দেখি তারা তবে, কোন্ তত্ত্বে আছে?

ডাক্

তারা কোনো তত্ত্ব নাই মত্ত আছে প্রেমে,
টাকা টাকা ছেলে ছেলে চিন্তা নাই ভ্রমে।
কর্ত্তব্য কোরে যায় বুঝে শুজে নিজে,
বিশেষ খাতির করে বিপ্র দেব দ্বিজে।

নারায়ণ

বলো দেখি নিজে তুমি কোন্ তত্ত্বে আছ?

ডাক্

সেই তত্ত্বে আছি আমি যাতে তুমি বাঁচো।

নারায়ণ

পরিহাস কেন? আমি যোগ্য তোমার নই?

ডাক্

পরিহাস নয় বড়. ঠিক কথাটী ওই

নারায়ণ

আমায় তুমি বাঁচিয়ে রাখ এমন কথাও কও ?

ডাক্

সত্য মিথ্যা আমার কাছে পরিচয় লও।

নারায়ণ

তোমার কাছে জেনে নিতে আমাকে যে হোলো ?

ডাক্

তোমার চেয়ে বুঝি আমি লক্ষ গুণে ভাল।

নারায়ণ

কিসে তুমি ভাল বোঝো, রাগ হয় যে শুনে ?

ডাক্

নির্গুণ নিরূপ তুমি, আমি রূপে গুণে।

নারায়ণ

ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছি হয়ে নিরাকার ?

ডাক্

আমার জোরে টিকে আছ নৈলে টেকা ভার।

ক্রমশঃ

অকথা।

প্রেমচাঁদ

ভ্যালা বায়ুর খ্যালা খেল্‌ছ
যা প্রাণ চায় তাই বোল্‌ছ
আমি দেখছি, তুমি যেন প্রেম কূপে ডুবেছ
সমাজে কে কি বোল্‌বে, তার কিছু ভেবেছ ?

ডাকু

সমাজে কে কি বোল্‌বে তা কি কেউ ভাবে ?

যে পথে যে সুখ পাবে সেই পথে সে যাবে।
কেউ বোল্‌বে সাধু আমায় কেউ বোল্‌বে চোর,
কেউ বোল্‌বে দেখ্‌ছি এটা ডাহা গুলিখোর।
কেউবা কথায় কান দেবেনা উড়িয়ে দেবে হেসে,
কেউ দেবে গাল ডাকু দুকারে কেউবা ঠেশে ঠাশে।
ঠাকুর করেন এইটী হোলে যুড়ায় ডাকের হিয়ে,
একটা কিছু বলে যেন উড়িয়ে না দিয়ে।
যে কথাতে নাই কোন বিশেষ দর্কার,
সে কথা, অকথা বই কি বলিব আর।

ক্রমশঃ

কুকথা।

বলরাম

বহুকাল পরে যে হে? কোথায় গমন?
সংসারের চলাচল কিরূপ এখন?
আগে ত তোমার জানি ছিল পাঠশাল,
তা বই পণ্ডিতি কোরে খেলে কিছু কাল।
তা বই শুনিতে পাই করিতে মাষ্টারি,
তা বই শুনিতে পাই করিছ ডাক্তারি।
এখনো কি তুমি সেই ডাক্তারিতে আছ
না আবার নতুন কোনো ব্যবসা ধরেছ?
পৃথিবীতে এসে তুমি মজা নিলে ভারি,
সাবাস তোমাকে ভাই ধন্য, বলিহারি!

ডাক্

যে যা বলো তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,
তখন সে কাজ করি যাতে সুখ পাই।

এক কর্ম্ম কোরে যদি চিরকাল খাব,
তাহোলে সমাজে মুখ কি কোরে দেখাব?
যখন আমার হয় যাদৃশ অবস্থা,
নারায়ণ কোরে দেন তাদৃশ ব্যবস্থা।
আমি কি নতুন কার্য্য ইচ্ছা কোরে করি?
যখন ধরান যেটী সে ব্যবসা ধরি।

আমার আগেকার কার্য্য গুলি কিছু আর নাই,
এখন কেবল মাত্র কথা বেচে খাই।
কারো কারো কাছে তাতে মান্ন আছে বটে,
তারি অপদস্থ হই জ্ঞানীর নিকটে।

কারণ তেজতত্ত্বে কন্যা পুত্র তেজতত্ত্বে কথা,
ভেবে দেখ এ কথাটী অযথা কি যথা।
অধোদিকে গেলে তেজ কন্যা পুত্র হয়,
উর্দ্ধদিকে গেলে পরে কথার উদয়।
কন্যা পুত্র বেচে খেলে যতদূর পাপ,
কথা বেচা তার চেয়ে বেয়াদা খারাপ।
কি করি পেটের দায় না বেচিলে নয়,
আশীর্ব্বাদ কর যেন না বেচিতে হয়।

বলরাম

আমি ও তো কথা বেচে খাই আজ কাল,
ওটা খালি শেলে শেতে আমাকেই গাল।
আমি বোলে সুধু নয় অনেকেই খায়,
সবাকেই বোলে দিব যে আছে যথায়।

ডাক্

তুমি কেন কষ্ট পাবে হেথা সেথা গিয়ে,
আমি তো বলিনে আর লুকিয়ে ছাপিয়ে।
আগা গোড়া শুনে কথা তবে কোরো ক্রোধ,
হটাৎ চটিলে লোকে বলিবে নির্ব্বোধ।

তবে উপকথা বেচে খেলে কোন দোষ নাই,
উপতেজে জন্মে বোলে উপকথা তাই।
ও কথা যে বেচে তার শাস্ত্র স্মৃণ মাপ,
উপে উপে কোট গিয়ে উপে যায় পাপ।

———

তবে যে কথা বলিব বোলে হেথা আসা গেছে,
বড় অপরাধি বলি, সে কথা যে বেচে।
যত দিন পাপ আছে কে খণ্ডাবে তাহা,
উপস্থিতে না বেচিলে কিছু নাই বাহা।

বলরাম

বোঝা গেছে কিছু যেন কোরে নিয়ে তবে
বৃদ্ধ বেশ্যা অবশেষে তপস্বিনী হবে ?

ডাক্

তা তো হোতে পার্যে হয় বয়সের শেষে,
তবু ঢের লাভ আছে ধরাতলে এসে।
সে খানে জবাব চলে বিধাতার কাছে,
যে কালের যেটা সেটা কোরে আসা গেছে
কাঠের কাঁচুলি এঁটে না মজিয়ে পরে,
ঝুলি নিলে তবু ঢের থাকাযায় দরে।
আমরণ যদি আমি করি বেশ্যা বৃত্তি,
তা হলে ডাকের কথা নাই আদি পিত্তি।

———

ডাকের কথা।

বলরাম

এতই হয়েছে যদি ধর্ম্মপথে মন
ওটাও ছাড়না তবে বেচ কি কারণ?

ডাক

কেন বেচি তুমি বলো কি বুঝিবে তার,
তোমারও আমার মত শিবের সংসার।
বউ বাঁধে ব্যাটা খায় পাতা কেলে ঝি,
এ রকম যারা তারা কে বুঝিবে কি?

তবে আদর্শ সংসারি যত আছে ধরাতলে,
ছেড়ে দিব কথা বেচা তাঁরা যদি বলে,
তারা কি তোমার মত ছেড়ে দিতে বোল্‌বে,
এত অর্থ দিবে যাতে ঠায় বোসে চোল্‌বে।

সু-কু-লয়ে জগতের যত কাজ কর্ম্ম,
কু-হইল ধন আর সু-হইল ধর্ম্ম।
পৃথিবীতে এসে আগে বেশী চাই ধন,
ধনের দ্বারায় হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
ধনের নিমিত্তে নাকি ব্যাকুল হয়েছি,
কুকথা বলিয়া তাই নমুনা দিয়েছি।
ধর্ম্মের নিমিত্তে যারা আছেন ব্যাকুল,
অবশ্য হবেন তাঁরা দিনে অনুকুল।

ক্রমশঃ

মদের কথা।

রামানন্দ

সবাই বলে সুরা ত্যাগ কর বিষ হেন
তবে এত পৃথিবীতে প্রচলন কেন?
কিবা গুণ কি অগুণ কিবা ফল পাই
মুখে বলি খেতে নাই তবু কেন খাই?
সুরা বোলে শুধু নয় আরো ঢের আছে
এ সম্বন্ধে কোন্ কথা নাই কি ডাকের কাছে?

ডাক্

ডাকের কাছে কথা নাই এমন কথাই নাই
যা খেয়েছে ডাকের মাথা দুরান্ত বড়াই
খেতের দোষ কি কালের দোষ, কে বোল্‌তে পারে
আমি বলিনে বেরিয়ে পড়ে পুতলো বাজির তারে

সুরা পানে বৃদ্ধি পায় যাবতীয় ক্ষুধা
কুভোজনে সুরা হয় সুভোজনে সুধা
স্বীয় জ্ঞান অনুসারে গুণাগুণ কই
অমিতে অসুর করে মিতে সুর হই
ফলে কিন্তু দুয়েতেই আয়ুবৃদ্ধি কর
তবে সুরাতে মরণশীল সুধাতে অমর

তা বোলে কি ইচ্ছা কোরে খেতে যাবে কেহ?
তবে তারা খাবে যার ভাঙ্গা ফুটো দেহ
ইতস্ততঃ যতক্ষণ প্রকৃতির খেলা
আপ্না হোতে ঘু'চ যায় পুরুষের বেলা

গাঞ্জা ধুতরা আফিং খাই
সবাই মদের মাস্তুতো ভাই
পান তামাক কি নাশের গুঁড়ি
বেশি কম নয়, উনিশ কুড়ি
তবে প্রেমামৃত পানে যারা থাকে সদা হর্ষে
তারা কি কখনো মরে শত কুড়ি বর্ষে ?

রামানন্দ

সকল নেশাই দেখি মনে কর হেয়
প্রেমামৃত ধর খালি অতি উপাদেয়
কি কোরে পাইলে বল এসব সন্ধান
টেনেছ কি কভু তার দুই এক টান ?

ডাক্

গাঁজা ফাঁজা আদি কোরে যত নেশা আছে
কিশে কত মজা হয় কোরে দেখা গেছে
যতক্ষণ নেশা থাকে ততক্ষণ পির
নেশা চোটে গেলে কিন্তু কড়ার ফকির
প্রেমামৃত পান যারা করে দেক্তে পাই
বারেক টানিলে মুদ চটা ফটা নাই

নেশায় প্রধান প্রেম তাই আমি জানি
টেনে খেতে পারিনেক ওটা ফটা টানি

ক্রমশঃ

দীর্ঘ জীবনের কথা।

রাম সুন্দর

বলোদেখি পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবী কারা ?

ডাক্

গদ্য পদ্য রচনায় ব্যস্ত সদা যারা
আর দীর্ঘ জীবী যারা পর উপকারী
আর দীর্ঘ জীবী যারা ছেড়ে দেছে নারি *

রাম সুন্দর

কি কোরে তোমার কথা করি শিরোধার্য্য ?
যখন বত্রিশে মরিয়া গেছে শঙ্কর আচার্য্য
তাঁহার তো খুব ছিল গদ্যে পদ্যে ঝোঁক
রচিয়া গেছেন কত সংস্কৃত শ্লোক

ডাক্

না মানো বা মান তুমি ক্ষতি বৃদ্ধি নাই
কথাটা বলিতে হোলে সঙ্গতই চাই

---

* সময়ান্তে সকলেরই প্রতিবাদ হইবে।

বিশ্বাস না হয় যদি অন্য কারে ধোরো
দীর্ঘ আয়ু পাও যাতে তার চেষ্টা কোরো
তোমার বিশ্বাস লয়ে কথা বৈত নয়
কি জন্যে মানিবে যদি বিশ্বাস না হয়
আচ্ছা বাবু তবু আমি বলি গোটাকত
বুঝে শুজে দেখ যদি হয় মনোমত

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মনু আদি করি
মার্কণ্ড কোপিল ব্যাস কবি বোলে ধরি
জান কি এঁদের কার পরমায়ু কত ?
মোরে যেতে দেখেছেন যম কত শত
এতে যদি কথা তুমি না কর বিশ্বাস
থানোকা কে বোকে বাবু নষ্ট করে শ্বাস
তবে যে অকালে মরে কেহ কেহ কেহ
নিশ্চিত জানিবে তার আমিষের দেহ

মৃত মানুষের দোষ বলিতে তো নাই
ব্যক্তি বিশেষের কাছে বলাটাও চাই
কি দোষে কে মোরে গেল সেটা যদি জানে
অপর অপর লোক থাকে সাবধানে
ডাকের কথাটা নাকি আয়ু বাড়ে যায়
তাতেই গোপন কথা ব্যক্ত হয়ে যায়
এতে যদি মৃত লোক হন কিছু রুষ্ট
দায়ে পোড়ে আছি আমি তাতেই সন্তুষ্ট
নিন্দে করি পরস্তরে করিলে তো নিন্দে
হৃদয়ের ভাব আছে মালুম গোবিন্দে

উপাসনার কথা।

ত্রিলোচন

বলো দেখি খুড় করি উপাসনা কার ?

ডাকু

অধিকার ভেদে ওটা বিভিন্ন প্রকার
কেহ বা করিয়া থাকে সাকারোপাসনা,
কেহ বা সাকার মূর্ত্তি আমলে আনেনা॥
নিরাকার উপাসনা, করে তারা তাই
আমার কাছেতে ওর যুক্তি কিছু নাই
যাতে-রুচি হয় তার উপাসনা কর
হয় সাকারেতে থাকো নয় নিরাকার ধরো

ত্রিলোচন

সাকারোপাসনা আমি করেছি বিস্তর
তাঁহারা প্রসন্ন হয়ে দিয়েছেন বর
তাতেই বসেছে মম নিরাকারে মন
নিরাকার চিন্তা তাই করি অনুক্ষণ
তাহাতেও দেখি কই শান্তিতো হোলো না !
বলিতে কি, ডাকাডাকি মোটেই গেলনা
তাতেই এবারে আমি ধোরেছি তোমায়
বোলে দিতে পার কিসে ডাকাডাকি যায় ?
নিজানন্দে মেতে থাকি ভাবে হয়ে ভোর
তা না হোলে মিছামিছি উপাসনা খোর

ডাক্

ও বাবা! তোমার অত উচ্চ অধিকার
তবে যে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়া ভার
শুন তবে যুক্তি বলি যতদূর পারি
কথার জবাব দিতে কবে আমি হারি

জিহ্বাগ্রেতে মা আমার দিবানিশি রন
কথা টথা কৈতে হোলে নিজে তিনি কন
তাই আমি যাকে তাকে যুক্তি দিয়ে থাকি
আর মনে মনে দিবানিশী মা মা বোলে ডাকি

কারো উপাসনা করা যুক্তি যুক্ত নয়
নিজ উপাসনা খালি কোরে যেতে হয়
নিজ উপাসনা অর্থে ব্রহ্মচারী হওয়া
ব্রহ্মচারী হওয়া অর্থে নারী ছেড়ে দেওয়া

নারী ছেড়ে দেওয়া বোলে আগা গোড়া নয়
সন্তান উৎপন্ন কোরে তবে দিতে হয়
সন্তান উৎপন্ন বোলে বহু পুত্র নয়
অনধিক চারি কম একের না হয়

তা বই ভেরিয়ে এলে হও ব্রহ্মচারী
ব্রহ্মচারী যিনি তিনি মুক্তি অধিকারী
তা না হোলে শান্তিসুখ কার সাধ্য পায়?
গোড়া শুড়ি ছেড়ে দিলে সব ফেঁসে যায়

তবে যদি হও তুমি বহু লক্ষপতি
যত ইচ্ছা জন্ম দাও সন্তান সন্ততি *
সেটাও বলিনু খালি খাতিরে তোমার
কি জানি তোমার পাছে হয় মনোভার

ফলকথা যত যার ছেলে পিলে কম
তত তার রক্ষা হয় মোক্ষের নিয়ম
অর্থ থেকে ধর্ম্ম হয় মোক্ষ হয় কামে
বেশি না থাকিলে মুক্তি হয় মাত্র নামে

অন্য কিছু নয় ছেলে আমার নির্য্যাস
সাধারণ লোকে যাকে বোলে থাকে শাঁস
সমুদয় শাঁস যদি নষ্ট কোরে যাই
কি হিসাবে বল আমি মুক্তিপদ পাই

---

* চারিটার অধিক সন্তান উৎপন্ন করিলে অধিকাংশ মোক্ষার্থিকে,পুত্র পৌত্র শিষ্য কিম্বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়কে আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করিতে হয়, কিন্তু যদি রীতিমত ধন থাকে তাহা হইলে বহুপুত্রের পিতা হইলেও জোরে (অর্থাৎ কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া) মুক্তি লাভ করিবার উপায় আছে, তাহা এই উপাসনার কথাতেই সময়ে প্রকাশ হইবে।

সন্তান সন্ততি যার যত বেশি হয়
তত তার দিনে দিনে পরমায়ু ক্ষয়
রেখে ঢেকে না খেলে কি থাকে কোনো কিছু ?
ধন বলো বীর্য্য বলো বলো কচু ঘেঁচু

ক্রমশঃ

অপরাজিতার কথা।

দাতারাম

হরি কথা শুনি বটে যেখানে সেখানে
সে তেমন বোলে দেয় যে যেমন জানে
কেহ বলে বৃন্দাবনে যশোদা তনয়
তিনিই সাকার হরি অন্য কেহ নয়
কেহ বলে বিষ্ণুকেই হরি বোলে ধরি
বোলে দিতে পার খুড় Who is হরি ?

ডাক্

পারি কি না পারি সেটা আলাহিদা কথা
উত্তর করিতে হয় জ্ঞানগম্য যথা
নানাবিধ লোকে হরি নানা রূপ কয়
যাহার মনেতে যেটা ভাল বোধ হয়
আমি তবে বলি শুন As I Can
নারায়ণ তিনি যিনি নারী Proof man

Ice proof glass আছে Fire proof chest,
নরের মধ্যেতে তেমি নারী Proof Best

দাতারাম

বোঝাতো গেলনা ভাল ও রূপ উত্তর
What do you mean by নারী Proof নর ?

ডাক্

অপরাজিতাকে যারা কোত্তে পারে জয়,
ডাকের বচনে তাকে নারী Proof কয়।

ক্রমশঃ

রহস্য

দশম খণ্ডে প্রকাশিতের পর

ঠাকুরুণ দিদি

নারির প্রাধান্ত আমি লিখে দিতে পারি
জনশূন্ত হোতো ধরা না থাকিলে নারী

ডাক্

একা হোতে হোতো যদি মানি বটে তাই
রোগা হই ভোগা হই আমাদিগে চাই

ঠাকুরুণ দিদি

কোথায় পুরুষ ছিল ভাগিরথী যার ?

ডাক্

পুরুষের কথা শুনে গর্ব্ভের সঞ্চার

ঠাকুরুণ দিদি

কথাতে কি কভু কারো গর্ব্ভ হোতে পারে ?
যে যার ঔষধ পেলে তবে রোগ সারে

ডাক্

ময়ূরের খেলে হয় সকলেই জানে
নরের না হবে কেন প্রবেশিলে কাণে ?
রোগ সব এক বটে শাস্ত্র মতে বাঁধা
ঔষধ সবার কিন্তু আলাদা আলাদা
যতই রোগের হোক্ কঠিন অবস্থা
বৈদ্য অনুসারে করে বিভিন্ন ব্যবস্থা
কেহ দেয় ডাহা জল কেহ কষা কটু
এলে বা হোমিওপ্যাথি যে যাহাতে পটু
তবে ওষুধ বিষুধ দেয় অজ্ঞ হোলে পরে
তেজিয়ান বৈদ্য হোলে ফু঺ঁয়ে ভাল করে
ঔষধেতে যত কাজ না করিবে তার
কথার তেজেতে তার বেশী উপকার

ঠাকুরুণ দিদি

কথাতেও পুরুষের তেজ আছে নাকি ?

ডাক্

সোরে পড়, ছেড়ে দিয়ে অত পাকা পাকি

কি জানি কোথাও যদি লেগে ফেগে যায়
দুজনেই পোড়ে যাব বিষম লজ্জায়

ঠাকুরুণ দিদি

সে বয়েস কেটে গেছে কিছু নাই ভয়

ডাক্

ডাকের কথায় ওটা আমরণ হয়

ঠাকুরুণ দিদি

সে সকল মেয়ে তবে আলাদা প্রকার

ডাক্

পুরুষ সামান্য ভার, মেয়ে কোন ছার

ঠাকুরুণ দিদি

শুনা যায় মেয়ে শুল বলে আকছার
মুখ নয় ছুঁত হাড়ি, তাই যে তোমার

ডাক্

তাই তো আমার মুখ কেবা নয় বলে,
কালের মতন মুখ না হোলে কি চলে ?

ঠাকুরুণ দিদি

এমনি কি পেলে তুমি কালের ব্যাভার ?
আর ছুঁত হাঁড়ি নিয়ে তুমি কি করিবে তার ?

ডাক্

পাকি ফাকি বসে যদি ঝিঙ্গে শশা গাছে
ছুঁত হাঁড়ি দেয় লোক, তা তো জানা আছে ?
হাঁড়ি দেখে পাখি শুল সোরে যায় দূরে
তোলো খাও ঝিঙ্গে শশা বেচ ঘুরে ঘুরে

মুক্তি ক্ষেত্রে নারী জাতি পাখি সমতুল্য
বিশেষতঃ কোলিকালে হয়েছে বাহুল্য
যদ্যপি বসায় কেহ সাধনের বীজ
খুলে খায় ওরা তার ভিতরের চীজ
সাধে কি আমার মুখ হয়েছে ও ভাবে ?
ইচ্ছা নেটিরে আদতে যাতে-বাগানে না নাবে
দেদার ফলিবে ফল কানা কুটে গাছে
কে কত কুড়ায় পাড়ে কেবা কত ব্যাচে
এ ছুঁত হাড়ির তুমি কি বুঝিবে গুণ
কত ডাইনের মুখে পোড়ে যাবে চূণ

ঠাকুরুণ দিদি

তোমার বিচারে নারী এত যদি মন্দ
বলো দেখি মেয়ে মদ্দে কিরূপ সম্বন্ধ ?

ডাক্

সম্বন্ধ ঠিক যেন খড়ে আর ধানে
ধান্যের সংগ্রহ হেতু খড় কেটে আনে
ধানগুলি ঝেড়ে মেড়ে গোলাজাত করে
আর খড়গুলি রাখে গাভী ঘোটকের তরে

পুরুষ জন্মিবে বোলে স্ত্রীজাতি হয়েছে
এটা তো সহজ কথা পোড়েই রয়েছে
পুরুষের দ্বারা ক্রমে লঘু হয় ধরা
নারী ধর্ম্ম মাটি হয়ে মাটি বৃদ্ধি করা

বুঝিলে সম্বন্ধ আমি জানি কি না জানি
আর মেয়ে দিগে কত আমি বড় বোলে মানি

ঠাকুরুণ দিদি

মেয়েদের দেহে আছে যে রকম মায়া
বোল্‌তে গেলে মেয়েরাই বিধাতার ছায়া
তাতেই শীতল থাকে পশু পক্ষী নর
ছোট জ্ঞান করে যারা নেহাৎ বর্ব্বর

ডাক্

এরকম মায়া ওঁরা লয়ে এসেছেন
কত রাজাধিরাজের ভিটে চোসেছেন
তাতেই মায়াকে আমি ভয় কোরে চলি
আর আত্মীয় স্বজনবর্গে ডরাতেও বলি
বলি বোলে শুধু নয় চেষ্টা করি তার
চেষ্টাও এমন করি কাটে সাধ্য কার
ফল কথা আমি হই এত মায়া-প্রিয়
শত্রুকেও বলি বাবা মায়া ছেড়ে দিও
চেষ্টাও করিব তার দিয়ে ধন মন
মায়াকে তাড়াব আমি এ আমার পণ

ঠাকুরুণ দিদি

উপস্থিতে বেঁচে আছ স্ত্রীলোকের পুণ্যে

ডাক্

সে পুণ্য সঞ্চয় তাঁর সন্তানের জন্যে

ঠাকুরুণ দিদি

সন্তানেতে বুঝি তবে অংশ পাবে তার

ডাক্

অংশ নয় সন্তানেরি পূর্ণ অধিকার

ঠাকুরুণ দিদি

অসঙ্গত কথা তুমি বলো সব ভাই

ডাক্

স্ত্রীলোকের ধন ভোগে অধিকার নাই

ঠাকুরুণ দিদি

কেন তবে মহারাণী রাজ্যভোগ কোচ্চে

ডাক্

ভোগ নয়, ওটা তাঁর উপভোগ হোচ্চে
কীর খণ্ড ভোগ কোর্ব্বে ছেলে গুলি তাঁর
তাঁর হস্তে খালিমাত্র রক্ষণের ভার
তুমিও তো ছেলে পিলে লয়ে ঘর কর
পেটে দুটো খাও আর পোঁদে মাত্র পর
টাকাগুলি রেখে দেছ আঁতে দাঁতে মোরে
বিধাতাকে ভুলে গেছ বাছা বাছা কোরে
ছোট বড় সব ঘরে ঠিক এই মত
ভলিয়ে না বুঝে কথা বকো কেন অত ?
সাধেকি ছেলের প্রতি অত হয় টান ?
পুরুষ পোষণ হেতু স্ত্রীজাতি নির্ম্মাণ
তবে কিনা যে রমণী যত পুণ্যবতী
তাঁর পুত্র করে তত প্রকৃত উন্নতি
রাজাদের ঘরে হোলে কল্পতরু হয়

অকাতরে দান ধ্যান করে দেব দ্বিজে
প্রজার সহিত করে সুখ ভোগ নিজে
আর তোমা আমাদের ঘরে পুণ্যবতী হোলে
যা পারে উন্নতি করে মুখে ছুটো বোলে
ফলকথা পৃথিবীতে পুরুষ প্রধান
লক্ষ লক্ষ দিতে পারি তাঁহার প্রমাণ

ক্রমশঃ

বিয়োগের কথা।

জিতু

শুনা যায় ভারি সুখী চন্দ্রলোক বাসী
ইচ্ছা করে উঠে গিয়ে দেখে শুনে আসি
বোলে দিতে পার খড় রাস্তা ঘাট তার
যা থাকে কপালে নয় দেখি একবার
ঘরে বোসে মিছি মিছি ভেবে ভেবে খুণ
কাছে গেলে গায়ে লেঁধে অপরের গুণ
কিছু গুণ লয়ে যদি ফিরে আসি ঘরে
জুতোর তলায় রাখি যত মূর্খ নরে
সেই জন্যে মনে মনে ইচ্ছা হয় যাই

ডাক্

এই কথা বৈত নয়, এর জন্যে ভাবে ?
বেরিয়ে এসেছ ? নাকি খেয়ে দেয়ে যাবে ?
নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র অতি কাছে
যাও যদি রাস্তা ঘাট সোজা পোড়ে আছে
এত সোজা কিছু নাই উপমা দিবার
হ্যারিসন রোড বলো কোথা লাগে তার
আমিও আবার ওর এত কারবারি
সোজা কেটে আরো সোজা কোরে দিতে পারি
বোলে দিই যদি ওর সটীক ঠিকানা
চোক্ বুজে চোলে যাবে খোঁড়া কুটে কানা

জিতু

বেরিয়ে এসেছি তবে বোলে দাও রাস্তা
ফিরে এসে করা যাবে খাবার ব্যবস্থা

ডাক্

এমন না হোলে রোক, ব্যাটাছেলে বটে
অমন একিদে হোলে অঘটন ঘটে
ওরকম ছেলে আমি ভারি ভালবাসি
চলো না, তোমাকে আমি তুলে দিয়ে আসি
উটে পড়ো যাওয়া যাক্, বোসে কেন তবে
শুভকাজে দেরি হোলে বাধা বিঘ্ন হবে

জিতু

তবে আমি বাড়ী থেকে উড় নিটে আনি,
এখনি যে যাবে তুমি তাকি আমি জানি ?

ডাক্

এই লাও, আমি দিই, কাঁদে ফেলে চলো
আমার দোছোটে কিবা প্রয়োজন বলো
আমি সেথা হট বড়ি আসা যাওয়া করি
কখনো কাপড় পরি কখনো না পরি
লজ্জার বিষয় সেথা কিছুই তো নাই
যখন যে রূপ ইচ্ছা সে রূপেতে যাই

জিতু

আমিও তোমার মত যেতে পারি তবে ?

ডাক্

এবারেতে নয় বাপু ফিরে বারে হবে

জিতু

কেন খুড়ো ও কথাটী ভেঙ্গে বলা চাই
উড়ু নিটে দাও তবে চলো আগে যাই

ডাক্

যাকে তাকে তারা কি গা দলে টেনে ল্যায়
অর্দ্ধ পথে গেলে তারা থাসি করে ল্যায়
ভাবই তাদের সঙ্গে গোট হোলে পর
যে রকমে যাও তার রাখেনা খপর

জিতু

এ্যাঃ তবে খুড় আজ আমি ঘরে ফিরে যাই
পিপাসা হয়েছে ভারি জল দাও খাই

(ডাক্ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)

পিপাসার ছলেতে কি ডাক্ আর ভোলে
এই দেখনা তোমাকে ডাক্ চন্দ্রলোকে তোলে
খুলেছি পেটের কথা নেযেতেই হবে
নতুবা একথা তুমি রাষ্ট্র কোরে দেবে

জিতু (কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় পড়িয়া)

ছেড়ে দাও খুড় তুমি ঘাট মানি পায়
লক্ষ বামুণের, দিব্বি বলিব না কায়

ডাক্ (জোরে আকর্ষন করিয়া)

কদাচই ছাড়িবনা অবশ্য নেযাবো
না যাও তো চন্দ্রলোকে ছুড়ে ফেলে দিব
রোসো তো বাঁদর, তবে ডাকিনীকে ডাকি

ডাকিনী (অন্দর হইতে)

আবার কিসের গোল ? যোগশিক্ষা নাকি ?

ডাক্

এবারেতে যোগ নয়, বিয়োগে পড়েছি

ডাকিনী

কিছু ভয় নাই আমি যতদিন আছি

ডাক্

আঃ জন্ম জন্ম থাক তুমি আশীর্ব্বাদ করি
তোমার বালাই লয়ে আমি যেন মরি

ডাকিনী

তোমার ও আশীর্ব্বাদ ভেসে যাবে বানে
আমার আশীষে তুমি তাজা হবে প্রাণে

ক্রমশঃ

প্রলাপ।

১

দিতে পার্ যদি খালি মায়ের দোহাই
যে যা কয় যে যা খাও কোনো দোষ নাই
করুনাময়ীর নামে শত খুণ মাপ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মায়ের প্রতাপ

২

সৈতে পারা সোজা যদি কৈতে পারা যায়
কৈতে না পেলে কিন্তু সৈতে পারা দায়

৩

গুরুতর পর-মন্দ চিন্তা সদা যাঁর
কেননা পড়িবে বজো মুণ্ডে বাজ তার
লঘুতর পর-ভাল চিন্তা সদা যার
কেননা ধরিবে অন্তে মুণ্ডে ছাঁতা তার

৪

এতে যদি গুরুতর পর-ভাল করি
কেননা আমার ভাল করিবেন হরি
পর-ভাল-মন্দ যার চিন্তা যত চিতে
তত সে উদ্যোগী হয় নিজ হিতাহিতে

৫

নিজ পর বোলে যার বোধ মাত্র নাই
অথচ মঙ্গল কার্য্যে থাকেন সদাই
তাঁহাকে মানব বলো কার সাধ্য বলে ?
তিনিই সাক্ষাৎ হরি অবনিমণ্ডলে

৬

নিরাকার হরি বোলে জগতে প্রবাদ
নরাকারে দেখে ডাক্ মিটাইল সাধ
তবে কিনা সাধারণে অংশ মাত্র তাঁর
অসাধারণের মধ্যে পূর্ণ নিরাকার

৭

অপরাধী হোলে যদি দণ্ড পেতে হয়
নির্দ্দোষীর পুরস্কার আছেই নিশ্চয়
তবে কিনা বেশী পাপে দণ্ড অতি কম
অল্প পুণ্যে পুরস্কার মিলিবে বেদম

৮

হরি কথা বিনে কি আর কথা কয় মানুষে ?
নরম গরম, মসলা দাও নুন বিহনে পানসে
অকথা, কুকথা, কথা, যে কথাই কই
হরিনাম ছিটে দিলে অপরাধী নই

৯

হরি যেন ভুষো কালী মন যেন ছাই
মেড়ে দিলে তবে মেশে নৈলে মেশে নাই
মুখে মাত্র বল্লিলে কি হরি কেহ হয় ?
মনে মনে না বলিলে হইবার নয়

১০

যে রিপুকে দিবে তুমি যতটা প্রশ্রয়
তাহার দ্বারায় তত পরমায়ু ক্ষয়
যাকে যত রেখে দিবে শাসন অধীন
তার দ্বারা তত বৃদ্ধি দিন দিন দিন

১১

নিপটে শাসন তুমি করিবে যাহার
সে তোমাকে এনেদিবে আয়ুর ভাণ্ডার
আর একেবারে যায় তুমি কেটে দিবে মূল
সে তোমাকে কোরে দিবে শিব সমতুল

১২

ধর্ম্ম তত্ত্ব অতি সোজা
এত প্রধান অঙ্গ লিঙ্গ পূজা
ঘরের দেবতা ঠাণ্ডা হোলে
ঘরে বোসেই মোক্ষ মেলে *

১৩

মধুদিয়ে মেড়ে যদি কুইনেন খাও
তিক্ত বটে, তবু কিছু মিষ্টরস পাও
হরি কথা দিয়ে যদি ভাল করে ঝাড়ে
তবু লোক শুনে যদি গলাগালি পাড়ো

* সেই জন্য সকল পূজার পূর্ব্বেই শিবলিঙ্গ পূজার পদ্ধতি আছে।

১৪

যিহি ভোজে প্রতিদিন কুইনেন খেলে
সময়ে অন্নের হাতে পরিত্রাণ মেলে
প্রত্যহ করিলে কিছু পুণ্যের সঞ্চয়
পুণ্যে পরিপূর্ণ লোক সময়েতে হয়

১৫

না লাগিল যারা কোন জগতের হিতে
মিথ্যা জন্ম তাহাদের মিথ্যা মাতা পিতে
যদি বলো জগতের হিত বলে কাকে
ধনে মানে যাতে লোক বেশি দিন থাকে ।

ডাক্ ডাকিনীর কথা ।

ডাক্

বলি ও ডাকিনী ! জেগে আছ ? ঘুমিয়েছে কি ছেলে ?

ডাকিনী

এত রেতে তোমার আবার ভূতে নাকি পেলে

ডাক্

ভূত ফুত সব ছেড়ে গেছে তা ত তুমি জান

ডাকিনী

অমন কোরে চাঁয়ে চোঁয়ে ডাকা তবে কেন ?

ডাক্

ঠারে ঠোরে কাকে বলে জানে কোন্ ভেড়ে

ডাকিনী

চোরের মত ভয়ে কেন দেখ ব্যাড়া লেড়ে

ডাক্

আপন ধনে কে কোথায় হয়ে থাকে চোর ?

ডাকিনী

ভেঙ্গে চুরে তাই বলনা ঘুচে যাক্ ঘোর

ডাক্

সোজা কথা তুমি কেন বাঁকা কোরে ফ্যাল

ডাকিনী

তুমিই আগে বাঁকিয়ে দিলে তাইত বেঁকে গেল

ডাক্

বৌ-দিদিকে ডাকো দেখি দোষটা দেয় কার ?

ডাকিনী

বলনা কি বোলবে কেন ডাকাডাকি আর

ডাক্

তোমার সঙ্গে বোক্‌তে গেলে লাঠী ঠাঙ্গা চাই

বউ

শর্ম্মা হেথা উপস্থিত কিছু ভয় নাই

ডাকিনী

এস এস বউ-দিদি তোমার কথাই হচ্চে

বউ

কর্ত্তা কেন এত রেগে ডাকাডাকি কোচ্চে ?

ডাকিনী

জিজ্ঞাসা করনা দিদি কর্ত্তাই তা জানে
আমিত উঠেছি এই শুনে মাত্র কানে

বউ

আমিত মনের কথা বুঝে নিচি তাঁর
তুমি কি বোঝনা মন নিজের কর্ত্তার ?

ডাকিনী

পরের কথায় দিদি কেবা বলো থাকে
স্বভাব অমন ওঁর মাঝে মাঝে ডাকে

বউ

ডাকাডাকি করে যদি সময় সময়
তার চেয়ে এক ঘরে শুলেইত হয় ?

ডাকিনী

ওটী দিদি আমাদের কখনই নাই
হয়ও না হবেও না মরে যদি যাই

বউ

একঘরে শোয়া যদি কখনই নয়
কি কোরে তোদের ভাই ? ছেলে পিলে হয় ?

ডাকিনী

আঃ কিছুই জানে না আর মাগী যেন ন্যাকা
ছেলে পিলে কখন কি হয়ে থাকে একা
তোমাদেরো ছেলে হয় যে রকম কোরে
আমাদেরো [illegible] থাকে সেই মন্ত্র থোরে

বউ

আমরা ত বারমাস শুই এক ঘরে
সর্ব্বদাই চেষ্টা করি সন্তানের তরে
তাই দুটী মেয়ে ছেলে দেছে ভগবান
হোতে হোতে একদিন হবেই সন্তান

ডাকিনী

আচ্ছা ভাই বল দেখি চেষ্টা বেশি কার ?

বউ

দুজনেরি আছে, তবে বেশিটে আমার

ডাকিনী

তবে যে দাদার তুমি মাথাটীকে খাবে

ডাক্ ডাকিনীর প্রতি

তুমি নয় দিন কত তার কাছে যাবে

ক্রমশঃ

যে সকল মহাপুরুষদিগের সহিত ডাক পুরুষের পরিচয় আছে এবং যাঁহারা "ডাকের কথা"র পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উকীল, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসার, সংস্কৃত কলেজ।

মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহাতাপ বাহাদুর

বৰ্দ্ধমান।

রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর

মেদিনীপুর।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

" হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা।

" উমেশচন্দ্র গোস্বামী

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চৌধুরী
ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট, বাগডাঙ্গা।
" যোগেন্দ্রনাথ রায়
মোক্তার, বর্দ্ধমান।
" রামনারায়ণ দত্ত
ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, বর্দ্ধমান রাজকলেজ,
বর্দ্ধমান রাজের শিক্ষক।
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর
নাড়াজোল।
শ্রীযুক্ত রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়
বাহাদুর, কেঁচ্‌কে, বাঁকুড়া।
" শ্যামলধন দত্ত
এটর্ণি, হাইকোর্ট।
" শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
উকীল, হাইকোর্ট।
" আশুতোষ বিশ্বাস
উকীল আলিপুর।
" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আহারীটোলা, কলিকাতা।
" অক্ষয়কুমার শিমলাই
আহারীটোলা, কলিকাতা।
" নীলরতন মল্লিক মথুরাবাটী।
" যোগীন্দ্রনাথ মল্লিক মথুরাবাটী।
" পরাণচন্দ্র মল্লিক মথুরাবাটী।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মল্লিক মথুরাবাটী।

" বিহারীলাল খাঁ বোড়হল।

" বিহারীলাল দত্ত

নিমতলাঘাট, কলিকাতা।

" নবকুমার শেঠ

নিমতলাঘাট, কলিকাতা।

" দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়

বোড়হল।

" শীতলচন্দ্র ব্রহ্মচারী

বাগাণ্ডা।

" উমেশচন্দ্র বিদ্যানিধি

বেলুন, বর্দ্ধমান।

" সাতকড়ি বাচস্পতি

মুকুন্দী, বর্দ্ধমান।

" হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

আদিব্রাহ্মসমাজ।

" হরেকৃষ্ণ গাঙ্গুলী

আদিব্রাহ্মসমাজ।

" হরকালী সেঠ

বোড়হল, হুগলী

" তারিণীচরণ কুণ্ডু

জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, হুগলী।

বারাণসী দীর্ঘাঙ্গী

জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর হুগলী।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ দত্ত

রামেশ্বরপুর, হাওড়া।

„ গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উকিল হাওড়া।

„ শ্রীনাথচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৰ্দ্ধমান।

„ এককড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দেওয়ান রংমহল বৰ্দ্ধমান।

„ তিনকড়ি মল্লিক ডাক্তার

জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর।

„ রামগতি মুখোপাধ্যায়

মোক্তার, মেদিনীপুর, রাজষ্টেট।
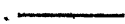
ভুল সংশোধন পত্র।

খণ্ড	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১১৩	৮	আমি কেউ নই	আমি কি কেউ নই ?
ঐ	১১৪	২	য	যা
ঐ	১১৬	২	যৈবনিক	যৈবনিক
ঐ	১২২	৭	কখন	যখন
ঐ	১২২	১৫	ভাই	তাই
ঐ	১২৪	১৩	কাঁ	তাঁ
ঐ	ঐ	২২	হাসিবা মাত্র	আসিবা মাত্র
ঐ	ঐ	২৪	শুয়ে	শুয়ে
ঐ	ঐ	২৫	আমার	আমার নাম
ঐ	ঐ	১৩	প্রণয়ের	প্রণযের
ঐ	১৩০	৮	ধর্ম্মেতে	ধনেতে
১০	৯৪	১৮	যাই	চাই
	৯৭	২২	একটাম	একাটামো
	১০২	৭	খিলের	খিলেন
	১০৭	৫	পারিবে	পরিবে
৯	৪৫		আহারের দোষে আগে পোচে যায় ভুঁড়ি	
৫৫	১৪৮	১২	নরকারে	নরাকারে
	১৬৫	৬	কেটেহিরে	কেটোছিঁড়ে
	১৭৬	২	ঘোড়া	মোড়া
৩	১০৭	১০	যা	যা
ঐ	৯৭	২১	ডাঁক	তাঁকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মেদিনীপুর ৺ নাড়াজোলের শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর "ডাকের কথা" প্রচার কল্পে ১১৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

ভোলানাথ দত্ত

মথুরাবাটী।